সোণালি

লক্ষ্মী-প্রতিমা, শিথিল-কবরী, স্বর্ণ-মন্দির
প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত

মূল্য দেড় টাকা

প্রাপ্তিস্থান—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০৩।১।১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

বরেন্দ্র লাইব্রেরী

২০৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

রাজলক্ষ্মী পুস্তকালয়

৬১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

প্রিণ্টার শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়।

ভিক্টোরিয়া প্রেস

২১এ মহেন্দ্র গোস্বামীর লেন, (সিমলা) কলিকাতা

উৎসর্গ

পিতৃচরণে।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ
পিতরি প্রীতি-মাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।

কলিকাত
জীবন-মিলন লাইব্রেরী
কোজাগরী পূর্ণিমা
কার্ত্তিক, ১৩৩০।

দীন
ব্যোমকেশ

"সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু—
অনলে পুড়িয়া গেল—"
(জ্ঞানদাস)

সোণালি

প্রথম

মাত্র তিনটি দিনের জ্বরে ভুগিয়াই বাবলাগাছির নিতাই বৈরাগী পত্নী চন্দ্রাবলী আর পঞ্চদশ বর্ষীয়া অনূঢ়া কন্যা সোণালিকে রাখিয়া এমন দেশে প্রস্থান করিলেন, যেখানে গেলে আর কেহ কোন দিনই ফিরিয়া আসে না।

পিতার আমল হইতেই নিতাই এর আর্থিক অবস্থা মন্দ ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের লক্ষণটা যখন মানুষের আশেপাশে প্রকাশ পায়, তখন তা এমনি সুস্পষ্টভাবে আর এতই দলের পর দল পাকাইয়া ঘাড়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে যে মানুষ আর ইচ্ছা করিয়াও এই আকস্মিক ঘাত প্রতিঘাতের হাত হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারে না।

বাপ মরণ কালে ছেলের জন্য জমি জায়গা যা রাখিয়া গিয়াছিলেন, আশে পাশের দু'তিন খানি গ্রামের মধ্যেও এমনটি কাহারও ছিল না।

বাপের সঞ্চিত পয়সার জোরে আর নিজের বয়সোচিত বুদ্ধি বিবেচনার দৌলতে নিতাই এককালে বাবলাগাছির ভদ্র অভদ্র দুই সমাজেরই মাথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু যেদিন সোণালির রূপ গুণে আর সর্ব্বোপরি তাহার বাপের বিষয় সম্পত্তির আশায় বাকুলের মুকুন্দদাস বৈরাগী তাঁর ছেলের সঙ্গে সোণালির সম্বন্ধ করিতে বাবলা-গাছি আসেন ঠিক সেইদিন হইতেই নিতাইএর সৌভাগ্য লক্ষ্মী তাঁহাকে জন্মের মতই ছাড়িয়া চলিলেন।

প্রথমে সোণালিকে মুকুন্দ দাসের পুত্রের হাতে দিতে নিতাইএর আপত্তি হয় নাই, এমন কি আভাষে দিনও এক রকম স্থির হইয়া গিয়াছিল ; কিন্তু প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ—তাই চড়ক সংক্রান্তির দিন বাজারে শুঁড়ীর দোকানে ভাবী জামাতা শ্রীমান্ দামোদর ওরফে দামুকে দেখিয়াই তিনি বাড়ী আসিয়া এই শুভ সম্বন্ধটাকে অত্যন্ত অশুভ করিয়াই মুকুন্দ দাসকে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন ; ফলে—কুটিল, জাল জুয়াচুরিতে সিদ্ধ-হস্ত এবং যথেষ্ট সঙ্গতিপন্ন এই মুকুন্দ দাসের অযথা আক্রমণে, নিতাই এর এতদিনের মান, সম্ভ্রম এমন কি টাকা পয়সা গুলি পর্য্যন্ত একটির পর একটি করিয়া মকদ্দমার কুহকে কোথায় যে সরিয়া পড়িল, বুঝিয়াও তিনি বুঝিতে পারিলেন না। আক্রমণটা এমনি অপ্রত্যাশিত আর এতই অতর্কিত।

সর্ব্বস্ব হারা হইয়াও এই বিপন্ন দুঃখী পরিবারে , নিতান্ত টানা-টানির উপর দিয়াই চলিতেছিল। কিন্তু ভবিতব্যকে ত আর ঠেকাইয়া রাখা চলে না, মমতাকে বুকে পুষিয়া রাখিয়াও কেহ কোন দিন কালের ডাক স্বেচ্ছায় ফিরাইয়া দিতে পারে না—তাই স্ত্রী কন্যার ভালবাসা, তাদের বুকভরা স্নেহ যত্নকে নিতান্ত অনিচ্ছায় ঠেলিয়া রাখিয়া, উপরন্তু তাহাদিগকে অনাথিনী আশ্রয় হীনার বেশেই বান্ধব-বিহীন বন্ধুর সংসার পথে ছাড়িয়া দিয়া নিতাইকেও জগতের নিয়ম মত নিয়তির কঠোর আদেশে সেই মহাদেশের উদ্দেশেই যাত্রা করিতে হইল।

যে মুকুন্দ দাস বৈরাগী নিজের জাতি ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বিষয়ের লোভে মা বাপের একটি সন্তান এই সোণালিকে বধূরূপে ঘরে আনিতে চাহিয়াছিলেন, আজ তিনিই আবার বহুদিনের অতি পুরাতন কথাকে অত্যন্ত নূতন করিয়াই লোকের বাড়ী বাড়ী বলিয়া বেড়াইতে এতটুকু লজ্জিত হইলেন না।

গোপকন্যা চন্দ্রাবলীর সঙ্গে নিতাই এর অযথা প্রণয় আর তাহার ফলে পবিত্র ব্রাহ্মণ কুল হইতে তাহার এই বৈরাগীর সমাজে প্রবেশ, অবশ্য ইহা বৈরাগীর সমাজ এবং ধর্ম্ম অনুযায়ী হইলেও, নিতাই কোন্ হিসাবে নিজের সোণার জাতি হারাইয়া সামান্য একটা নগণ্যা বালিকার জন্য এত বড় অন্যায় কাজ করিয়া বসিল? হাঁ, চন্দ্রাবলী নিতাই ছাড়া অন্য কাহাকেও জানে না, বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই নিতাই এর সঙ্গে তাহার এই প্রণয় ব্যাপার চলিতেছিল এটাও স্বীকার করি—কিন্তু যত বড় প্রণয়ী আর যতই ভালবাসার ধন হউক না সে, তাহার জন্য জাতি হারাইতে হইবে? আর সে যেমন তেমন জাতি নয় ব্রাহ্মণ—যাহারা এ কলিযুগে সাক্ষাৎ দেবতার সমান! তা ছাড়া চন্দ্রাবলীও যে তত বয়স পর্য্যন্ত কি সাধ্বী সতীই ছিল তারই প্রমাণ কটা লোকে এখন দিতে পারে ... থাক্ সে সব কথা। বৈরাগীর সমাজ যেমনই হোক আজকাল্‌কার এ সভ্য ভব্য ধরণ ধারণটুকুত আর অমান্য করিলে চলিবে না। নিজের ঘরের জঞ্জাল কে কবে দূরে সরাইয়া না দেয়? অতএব দাও সোণালি আর তার মা চন্দ্রাবলীকে বাব্‌লাগাছির সীমানা ছাড়াইয়া, যে দিকে তাদের দু চোক যায়—যাক্ তারা সেই দেশের পানে।

ব্রাহ্মণ হইয়াও যে নীচ-ভাবাপন্ন হইতে পারে, তার ঔরস জাত কন্যাকে কোন্ ভাগ্যবান্ পুরুষ বিবাহ করিতে যাইবে? এও ত সেই বাপেরই মেয়ে?

নিতাই এর সঙ্গে মুকুন্দ দাসের শত্রুতা এতই বেশী সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল যে আজ এই দুঃখিনী রমণীদ্বয়ের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াও তাঁহার মন ভিজিল না। বরং ইহারই উপর আরও কলঙ্ক কুৎসা রটাইয়া তাহাদিগকে অনেক কালের ভিটা টুকু হইতে দূরে সরাইয়া

দিবার সংকল্প লইয়া তিনি বাবলা-গাছির প্রত্যেক অধিবাসীর ঘরে ঘরে নানা কথা বলিয়া সকলের কান ভারি করিয়া তুলিলেন।

বিষয়ী এবং মামলাবাজ এই লোকটীর কথায় আর কতকটা অনুরোধেও কোন লোকেই সোণালি ও তাহার মাকে এতটুকু সাহায্য দেখাইতে গেল না। তা ছাড়া নিতাইএর সমস্ত সম্পত্তিই এখন মুকুন্দ দাসের নিজের হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং এ তল্লাটে তাঁহার মত স্বচ্ছল অবস্থা অপর কাহারও নাই। নূতন বড় লোককে কে কবে তোষামোদের বরণ ডালা সাজাইয়া বরণ না করিয়া লয়? সংসারে কবে কোন ভদ্রলোক বন্ধুর বড় দুঃসময়ে তাহার গলা জড়াইয়া তাহারই শোকে দুঃখে নিজেকে ডুবাইয়া দিতে চায়?

এত দুঃখ কষ্ট সহিয়াও চন্দ্রাবলী সোণালিকে লইয়া তাঁহার স্বামীর ভিটাতেই বাস করিতেছিলেন। গ্রামের ছোট হইতে বড় পর্য্যন্ত সকলের কাছেই নিত্য নূতন রকমের অত্যাচারটা যেন এই অনাথিন বিধবার কতকটা গা সহা হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু মুকুন্দ দাসকেও ছাড়াইয়া তাঁহার পুত্র দামুর উপদ্রবটা যেন ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। সোণালির ত বাড়ীর বাহিরে যাইবারও আর উপায় রহিল না।

বিশেষ কাজের খাতিরে কোথাও যাইবার প্রয়োজন হইলে সে অতি সন্তর্পণে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত যাইত। মায়ের কাছ ছাড়া হইয়া থাকার মত অবস্থাও তখন তাহার নয় আর থাকিবার উপায়ও ত ছিল না।

———

দ্বিতীয়

সোণালি বলিল, "মা, এই নাও সাত টাকা। কিন্তু এতে কি কুলোবে সব ?"

"কিসের টাকা ? কি কুলোবে ?"

"মধুর দোকানের দেনাটার কথা বলছিলুম। আর্ত সে রাখবেনা, কালইত পষ্ট জানিয়ে দিলে।"

"কিন্তু এ টাকা তুই কোত্থেকে পেলি ?"

"সেই আসন খানা চুপি চুপি ও পাড়ার গেনীকে দিয়ে এসেছিলুম। আজ বেচে তার দাম পাঠিয়ে দিয়েছে।"

"সেই যেখানা রূপনগর থেকে পশম আনিয়ে বুনেছিলি ? তা এত জিনিস থাকতে নিজের হাতের তৈরী ওটা বেচ্‌লি কেন মা ?"

"আর এত জিনিস ত তোমার কিছু নেই মা। শোকে দুঃখে কিছু দেখ না তাই; ডান্ হাত যে এটা সেটা ক'রেই চ'ল্‌ছে। এর পর যে আবার কি দিয়ে কি হবে তারও কিছু ঠিক ঠিকানা নেই।"

"আমার তরে ত আর ভাবনা নেই রে। যত যা সব তোকে নিয়েই। কিন্তু এই সাত টাকা ত দিবি মধুকে, তার পর, পেট ?"

"উপোষ।"

"যে কদিন দু একটা ঠুন্‌কো ঠান্‌কো আছে, বেচে কিনে ত চালাতে হবে; উপোষ্ কি আর তিরিশ দিন দিয়ে বাঁচ্‌তে পারবি ?"

"বাঁচবার সাধ থাক্‌লেও বাঁচা হবেনা মা! টাকা দিয়েও তুমি একটুক্‌রো জিনিস কোথাও কিন্‌তে পাবেনা। শুধু এ গাঁ নয় আশ পাশের তিন চার খানা গাঁয়ের লোককে মুকুন্দ দাস বারণ ক'রে দিয়েছে,

আমাদের সঙ্গে কেউ মুখের কথাও ব'লবে না আর। তুমি ঘুমিয়েছিলে শোন নি, মধু এসে ব'লে গেল সন্ধ্যে তক্ তার টাকা না দিলে সে আর চুপ ক'রে থাক্‌বে না। দরকার হয়—আমাদের বেইজ্জত ক'রবে।"

সোণালির মা পাণ্ডুর মুখে একটু ক্ষীণ হাসি টানিয়া বলিলেন, "পুঁজি পাটা ত কিছু নেই আর, কাজেই বেইজ্জত না ক'রলে টাকা আদায় হবে কি দিয়ে? যাক্ সইতেই আছি, যে যা বলে স'য়ে যাই। কত পাওনা হ'ল মধুর?"

"ঐ সাত টাকাই, হয়ত দু চার আনা কম হ'তে পারে। আমি ভাবছি কি জান মা? সন্ধ্যের সময় নিজেই গিয়ে তাকে দুটাকা কম নিতে অনুরোধ ক'রবো। আমি নিজে না ব'লে তার বউকে দিয়ে বলাব। আগে ত সে আমাকে খুবই আদর যত্ন দেখাত'।"

"আর বাকি দু টাকার? খাবার দাবার—"

"না মা। সে হবে না। এ গাঁয়ে আমাদের এক পয়সার মুড়ি কিন্‌বার অধিকার টুকুও মুকুন্দ দাস কেড়ে নিয়েছে। আমি ভাবছিলুম, ঐ দু টাকায় সলিলদাকে দিয়ে কিছু পশম আর সুতো আনিয়ে যা হয় একটা কিছু তৈরী ক'রে, আবার তাঁকে দিয়েই বেচ্‌বার ব্যবস্থা ক'রবো, এছাড়া অন্যপথ কিছুই নেই আর।"

"তাতেও ত দুদিন দেরি হবে। উপস্থিত চ'ল্‌বে কিসে? ঘরে কিছু আছে না—"

"না থাক্, যা হয় ক'রে চ'লবেই। দুটোদিন উপোষ দিলেও আমরা ম'রে যাব না। কষ্ট হবে? হোক্, কি ক'রবো? আজ শুধু এই কথাটাই ভাবছি মা—অমন রাজার মতন বাপকে খেয়েও এ অভর পেটটা কিছুতে ভ'রল না?"

"কিঁ করবি মা, তোর বরাতে নেই। নইলে মেয়ে হ'য়েও ত

তোকে কোন দিন তিনি ছেলে ছাড়া ভাবেন নি। গাঁয়ের লোকের কত ঠাট্টা তামাসা সহ্য ক'রেই না তোকে লেখা পড়া আর সেলাই শিখিয়ে ছিলেন। কিন্তু থাক্, সে সব কথা তুলে আর কি ক'রবো। দুদণ্ড পুরোন দিনের কথা ভেবে কাঁদবার অধিকারও ত ভগবান দিলেন না কোন দিন। শেষ বয়সে কেবল ভাবনা— আর ভাবনা। খালি আজ গেল কাল কি হবে তার উপায় ঠিক করা।

"তা হ'লে গা ধুয়ে আয়। ঘাটেত আর যাবিনি। ইন্দারা থেকে জল তুলে কাপড়টা কেচে হাত পা ধুয়ে নে। সন্ধ্যের একটু আগেই ত যাবি মধুর বাড়ী ? না—কখন ?"

"মাঠ থেকে গরু বাছুর ফিরে আসবার একটু আগেই বেরুব। নইলে সে সময়টায় বড্ড ধুলো আর গোলমাল হয়। তা হ'লে তুমিও ওঠো মা, হাঁড়িতে যা চাল আছে তাই দুটি ভিজিয়ে রেখ'। মিষ্টি টিষ্টি যা হয় একটু দেখে শুনে খাওয়া যাবে। রান্না ক'রলে কাল আর দিনের বেলা চ'লবে না।" যাইতে যাইতে সোণালি ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আজ কি বার মা ?"

"শনিবার।"

"রবি, সোম। তা হ'লে পরশু দিন সলিলদা ক'লকাতা যাবেন। যদি মধু দু টাকা বাকি রাখে, ঐপথেই আমি সে টাকা দুটো গেনীর হাতেই দিয়ে আসবো কি বল ?"

"আচ্ছা। এখন যা ; কাপড় কাচ্‌বি গা ধুবি, বেলা কি আর আছে ?"

* * * *

সোণালি যখন মধুর বাড়ীর দিকে রওনা হইল তখন সন্ধ্যার আঁধার আস্তে আস্তে পৃথিবীর বুকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। গোধূলির সঙ্গে মৃদু অন্ধকার মিশিয়া আকাশ কুয়াসাচ্ছন্ন বলিয়া ভ্রম হইতেছিল।

সোণালি বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কথা ভাবিতে ভাবিতেই চলিয়াছে, রাস্তার কোথায় কি হইতেছে না হইতেছে সে সব দেখিয়া শুনিয়া চলিবার মত মনের অবস্থা তখন তাহার মোটেই ছিলনা।

পথের দক্ষিণের বাঁশঝাড়টার পাশের গলিপথ হইতে কে একজন বাহির হইয়া তাহার পিঠের কাপড়টায় টান দিতেই সে ভীত হইয়া ফিরিতেই দেখিল মুকুন্দ দাসের দুর্দ্দান্ত পুত্র দামোদর তাহার সম্মুখে। ভয়ে, বিস্ময়ে এবং তার সঙ্গে একটা দুর্দ্দমনীয় ক্রোধে তাহার সর্ব্বাঙ্গ তখন কাঁপিতেছিল।

ভীতির ভাবটুকু সামলাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "আপনার এমন ধারা করার মানে? কী সাহসে আপনি গায়ে হাত দিতে যান বলুন ত শুনি একবার?"

দামুর অবস্থাটা ঠিক তখন সাধারণ ছিল না। একটুখানি টানা টানা সুরে জবাব দিল "সাহস না থাক্‌লে কি আর এতটা এগিয়ে আসতে পারি?"

"কিন্তু কেন? কিসের এ সাহস আপনার? গরিব হ'লেও কি মান অপমান জ্ঞানটাও থাকেনা মনে করেন?"

"তুমি গরিব হতে যাবে কেন? অমন বাইজীর মতন রূপের বহর যার সে কি বাবা গরিব হবার ছেলে? এখন এ ভর সন্ধ্যেয় কোথায় চ'লেছ বল ত শুনি?"

"ছাড়ুন বলচি আমার কাপড়, যেখানেই যাই আপনার কি অধিকার আছে তা জানবার? ছাড়ুন—ছাড়ুন বলছি—নইলে আমি লোক ডাক্‌ব।"

"গলা ফাটিয়ে রক্তারক্তি ক'রলেও তোমাকে বাঁচাতে একটা খুদে পিপড়েও এগিয়ে আসবে না ধন। এখন—একি! অ্যাঁ! টাকা

যে! গরিব গরিব করা হচ্ছে আবার আঁচলে টাকা বেঁধেও নাগর খুঁজতে বেরিয়েছ দেখতে পাচ্ছি।"

"খবরদার—হাত ছাড়ুন ব'লছি এখনও।"

"আর কুলোপানা-চক্কর দেখাতে হবে না মাণিক। ভালয় ভালয় টাকা কটি দাও ত আমার হাতে—নেশাটা ছুটে আসছে চোঁ করে এক পাত্তর টেনে আসি।"

"লম্পট্ মাতাল কোথাকার—মাতলামির আর জায়গা পাওনি? ছাড়্ ব'লছি হতভাগা ছোট লোক—"

"এই-এই-এ-এই দেখ, কেমন আস্তে আস্তে গেরো খুললুম—বাস্ আর দরকার নেই তোমাকে ধ'রে রেখে। শুধু টাকা দিয়েই আজ পার পেতে না—বিবি সাহেব কপালে আরও কিছু ঘট্‌তো, কিন্তু রাত হ'য়ে এল আবার দোকান বন্ধ হ'য়ে যাবে—আমি চলি বাবা—"

দামোদর আর কিছু না বলিয়া সেই বাঁশঝাড়ের মধ্যদিয়া বোধ হয় সেই দোকান খানির উদ্দেশেই ছুটিয়া গেল।

বহু কষ্টে যোগাড় করা টাকাগুলি এমন করিয়া খোয়া যাওয়াতে সোণালি সেই অল্প অল্প আঁধারে ঘেরা সরু গলি পথটির উপরেই কিছুক্ষণ আড়ষ্টের মত দাঁড়াইয়া থাকিল।

অতি তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া একের প্রতি অন্যের শত্রুতা যে এতখানি চরমে পৌঁছিতে পারে, এই সংসার জ্ঞান-হীনা কিশোরীর তাহা কোন দিন ধারণাতেও আসে নাই। তাহার পিতার মৃত্যুর পর হইতে মুকুন্দ দাস বৈরাগীর সঙ্গে তাহাদের মামলা মোকদ্দমা লইয়া বা অন্য রকম ব্যাপারেও যাহা কিছু সম্বন্ধ ছিল, প্রকাশ্যে তাহা একরকম মিটিয়াই গিয়াছিল, তবে স্বভাবের দোষে মুকুন্দ দাস এ দীন পরিবারের উপর শত্রুতা করিতে কোন দিনই ছাড়েন নাই, কিন্তু সেটা পরোক্ষে। তাঁহার গুণধর

পুত্রের আচরণও যে এই নির্দোষ বালিকাটিকে সময়ে অসময়ে অকারণে অতি মাত্রায় বিপদগ্রস্ত করিয়া তোলে, তাহাও আজ নূতন নহে। কিন্তু অন্তকার মত মাতাল অবস্থায়, অত্যাচারী লম্পট দস্যুর মত জোর করিয়া গায়ে হাত তুলিতে যাওয়া এবং শেষকালে বড় কষ্টের উপার্জ্জিত, দরিদ্রের দিন কাটাইবার পুঁজি-পাটা পর্য্যন্তও কাড়িয়া লওয়া আজ অত্যন্ত নূতন। সোণালি এত দুঃখের অবস্থায় পড়িয়াও কোনদিন ভাবিতে পারে নাই যে, হাজার শত্রুতা থাকিলেও পথের মাঝখানে একলা পাইয়া দামু আজ এমনি করিয়া তাহার সব আশা ভাঙ্গিয়া দিবে।

বর্ত্তমানের বিকৃত সমাজের কুটিল চক্ষুতে তাহার মা বাবা হয়ত দোষী, কিন্তু বৈরাগীর সমাজ—যেখানে এই আভিজাত্য বলিয়া জিনিষ টুকু, মাত্র হরিবোলের গুণে এবং ছাপা তিলকের বহরেই এককালে লুপ্ত হইয়া যায়, উচ্চ নীচ বলিয়া তফাৎ যেখানে কখনও থাকে না, আজ সেই সমাজের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিয়াও এ অযথা অত্যাচার যে তাহাদের উপর কেন হইতেছে, তাহা গ্রামের ছোট হইতে বড় পর্য্যন্ত কাহারও কাছে কোন দিনই অজ্ঞাত ছিল না।

মুকুন্দ দাস ইচ্ছা করিলে সোণালিকে তাহার বিধবা মায়ের অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও জোর করিয়া পুত্রবধূ রূপে ঘরে আনিতে পারিতেন, স্বনামে বেনামে জাল জুয়াচুরি করিয়া নিতাই দাসের সমুদয় সম্পত্তিই তিনি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, সুতরাং কাছাকাছি সব গ্রামগুলিতেই ধনী বলিয়া ইহারই মধ্যে তাঁহার একটা নাম ডাকও হইয়াছিল। জেদ করিলেই কাহারও একটা আপত্তি তুলিবারও ক্ষমতা ছিল না কিন্তু নানা দিক্ দিয়া নানা রকমের কুৎসা রটাইয়া এ সঙ্কল্প তিনি কাজে পরিণত করিতে পারেন নাই। আর তাহার দরকারও বোধ হয় ছিল না;

কারণ বিবাহের উদ্যোগ সম্পত্তির লোভে, তাঁহার গুণধর পুত্রের আইবুড়ো নাম ঘুচাইতে নহে।

সোণালি আর কি করিবে, অন্ধকার ক্রমেই গাঢ় হইয়া আসিতেছে, আর এ গলি পথে দাঁড়াইয়া থাকা নিরাপদ নহে ভাবিয়া সে পুনরায় বাড়ীর দিকেই চলিতে আরম্ভ করিল।

আবার পিছনে কাহার পদশব্দ পাইতেই ফিরিয়া দেখিল মধুমুদী। বুঝিতে পারিল মধু তাহাদেরই বাড়ীতে টাকার তাগাদায় যাইতেছে।

অকস্মাৎ অন্ধকারে এমনভাবে সোণালিকে দেখিয়া অতিরিক্ত মাত্রায় বিস্মিত মধু জিজ্ঞাসা করিল "একি, তুমি কোথা গেছ্‌লে ?"

"তোমাদের বাড়ীতেই যাচ্ছিলুম মধুদা, কিন্তু হঠাৎ একটা বাধা পেয়ে আর যাওয়া হ'য়ে উঠ্‌লনা তাই বাড়ী ফিরে যাচ্ছি।"

"তা হ'লে আমার টাকাটা নিয়েই যাচ্ছিলে নিশ্চয় ?"

"হাঁ—তা—যাচ্ছিলুম বটে—"

"তবে দিয়ে দাও না। দোকান বন্ধ করে আসিনি, তাড়াতাড়ি চ'লে এসেছি। তাহ'লে এখান থেকেই চ'লে যাই আমি।"

চলিতে চলিতে সোণালি বলিল "এখন আর আমার কাছে কিছু নেই মধু দা।"

"এই ত ব'ল্‌লে টাকা দিতেই যাচ্ছিলে, আবার এখন নেই কেন ?"

"আমাদের বাড়ীতে চলনা, সব ব'ল্‌ব এখন।"

"দেখ সোণালি, অমন ক'রে ঘোর প্যাঁচ খেলাটা আর খেল' না ব'লে দিচ্ছি। বলিনি ও বেলা,—যে আজ আমার টাকা না পেলেই চ'লবে না ?"

"আমিও ত যোগাড় ক'রেই—"

"যাও যাও আর ন্যাকামীতে কাজ নেই, এখন টাকা দেবে কি না

তাই বল। আমার ওসব পাঁচ ভনিতে দিয়ে কথা কাটাকাটির সময় নেই।"

"ব্যাপার যা হ'য়েচে তা এই রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বা যেতে যেতে বলাটা আমি ভাল মনে করিনে; আর সেটা বলাও আমার পক্ষে এখন সম্ভব নয়।"

"তোমার একটি কথাও আমার শোনবার দরকার নেই। ভাল মানুষের মেয়ের মতন পাওনা গণ্ডা আমাকে এক্ষুণি চুকিয়ে দাও।"

"হাতে আমার ত নেই যে এই রাস্তার মাঝখানে তোমাকে দিতে পারবো?"

"তা হ'লে বাড়ীতে গেলে পাব ত?"

"না।"

একেবারে খপ্ করিয়া সোণালির হাতটা চাপিয়া ধরিয়া মধু বলিয়া উঠিল "তবে ভেবেছ কি তুমি? মনে ক'রেছ এমনিতর ভাসা ভাসা জবাব দিয়ে বেঁচে যাবে আমার হাত থেকে? টাকা দাও নইলে—"

"দেব, হাত ছেড়ে কথা বল। টাকা পাওনা আছে, যেমন ক'রে হোক্ নেবেই তুমি। আমরা কিছু এক রাত্তিরে গাঁ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিনে; কিন্তু এই রাস্তার মাঝখানে এমনি করে ভদ্রলোকের মেয়ের অপমান করাটা যে তোমার উচিত হচ্ছে না সেটা মনে রেখ'। পাওনা গণ্ডা আদায় করবার পথ ত ঢের রয়েছে।"

"ওঃ কি আমার ভদ্রলোকের মেয়ে গো! যার জন্মের গোড়ায়—"

"খবরদার মধু, আর একটা কথাও ব'লতে পাবে না তুমি। কাল এমনি সময় যদি টাকা না দিই যেমন ক'রে হোক্ আদায় ক'রো। স'রে যাও আমার সুমুখ থেকে। অসময়ে এমনি করেই লোকের ধার শুধতে হয় না? দোকান করার ইতিহাসটা ভুলে যেয়োনা আজ। কার

দয়াতে আর কার পয়সাতে ব্যবসা ক'রতে ব'সেছিলে সে কথা বুঝি আজ আর মনে নেই বটে ? ছি ছি মধু দাদা ! ছোট বেলা থেকে তোমাকে আপনার দাদা ছাড়া একটি দিনও পর ভাবিনি। তোমার কি এতটুকু লজ্জা সরম নেই ? পাঁচজনের কথা শুনে এখন না হয় দিব্যি চ'লে যাচ্ছে, কিন্তু জীবনের সবদিন গুলোকেই কি এমনি কাটিয়ে যেতে পারবে মনে কর ?"

সোণালির হঠাৎ বাগিয়া কথা বলার ভঙ্গী দেখিয়া মধু কেমন যেন হতভম্ব হইয়া পড়িল। প্রতিবাদ করিবার মত একটা কথাও আর তাহার কণ্ঠে যোগাইল না। পঞ্চদশবর্ষীয়া গ্রাম্য কিশোরীর কথা বলিবার এমন জোর দেখিয়া সে একটুও আশ্চর্য্য হইল না। কেবল মধু নয় গ্রামের সকলেই জানিত যে নিতাই দাস মেয়েকে লেখা পড়া আদব কায়দা ইত্যাদি যাহা কিছু শিখাইয়াছিলেন তাহা সহরের সুসভ্য লেখাপড়া জানা মেয়েদের অপেক্ষা কোন অংশেই কম নহে। বাব্‌লাগাছির মধ্যে এমন রূপে গুণে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী মেয়ে যে কোন ভদ্রলোকের ঘরেই ছিল না, সেকথাটা সেখানকার সকলেই জানিত।

"আচ্ছা এই কথাই রইল। কাল সন্ধ্যে তক্ টাকা আমার চাইই" বলিয়া মধু যে পথে আসিয়াছিল আবার সেই পথেই ফিরিয়া গেল।

অতি বিষণ্ণভাবে বাড়ীতে আসিয়া মায়ের নিকট শুইয়া পড়িতেই চন্দ্রাবলী কন্যার এই আকস্মিক ভাব পরিবর্ত্তনের কারণটা সম্যক্ জানিতে না পারিলেও বুঝিলেন যে, মধুর বাড়ীতে এমন একটা কিছু হইয়াছে- যাহাতে অত্যন্ত অভিমানিনী কন্যা তাঁহার হৃদয়ে নিদারুণ আঘাত পাইয়াই বাড়ী ফিরিয়াছে।

সোণালি কতকটা সামলাইয়া লইয়া ধরাগলায় মাকে বলিল

"আজকের রাতটুকু কোন রকমে কাটিয়ে চল মা আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই। আর কিছুতে এ গাঁয়ে আমি টিক্‌তে পারছিনে।"

"কোথায় যাবি সোণালি? আমাদের যে ত্রিসংসারে কেউ নেই! দুদণ্ড কোথাও গিয়ে জুড়োবারও যে জায়গা ভগবান আমাদের রাখেন নি।"

"তবু যেতে হবে মা। যে দিকে দুচোক্ যায় সেই দিকে যাব—আর এবাড়ীতে থাক্‌তে পারবো না। আম্মার আর সহ্য হচ্ছেনা যে।"

"তবে মধু—"

"মধুর দোষ আর কি দেব। সে তার পাওনা টাকা না পেলে দুশোবার অপমান করতে পারে।"

"এইত টাকা নিয়ে গেলি তাকে দিতে—"

"গেছ্‌লুম কিন্তু দিতে ত পারিনি রাস্তায় সেই মাতালটা জোর করে টাকা কেড়ে নিয়ে পালিয়ে গেল। আজ শুধু টাকা কটা ছিল ব'লেই অপমানের হাত থেকে বেঁচে গেছি নইলে—"

"কে দামু? হতভাগা কি বাব্‌লাগাছিতেই বাসা করেছে নাকি? একটা না একটা—সে রোজই ক'রছে, আমাগের ত আর দুকথা বলবার বা শুনিয়ে দেবার লোক নেই—সহ্য ক'রে যেতেই হবে। (ক ক'রবি বল?"

"তা হ'লে তুমি ঘর বাড়ী নিয়েই থাক। আমি আর এখানে থাকৃতে পারবোনা। হয় আত্মঘাতী হব নয় যে দিকে দুচোক—"

"কিন্তু যেতে হ'লেও ত পয়সা চাই—তার কি হবে?"

"ঘরের যা কিছু আছে সব বেচে কিনে কালকের মধ্যেই আমরা এখান থেকে চ'লে যাব। কাকেও সে কথা জানাব না। মধুর টাকাটা দিয়ে দেবার ব্যবস্থা ক'রে, আর যা থাকে দু পাঁচটাকা হাতে নিয়ে

চল বেরিয়ে পড়ি। দাসী বাঁদী হ'য়েও জীবন কাটানো এর চেয়ে ঢের বেশী ভাল মা! রোজকার বিশ্রী অপমানের হাত থেকেত রেহাই পাব। আমি কালই গেনীকে ডেকে যা হোক্ ব্যবস্থা করবো। সলিলদাকে দিয়ে সব ঠিক ঠাক্ করিয়ে নিলেই হ'য়ে যাবে। তারাত আর মুকুন্দদাসের ভয়ে ঘরে ব'সে আর পাঁচজনের মতন মজা দেখবেনা! তারা ভদ্রলোক—আমাদের এ অবস্থা সবই বুঝ্‌তে পারবে মা। ভেবে দেখ কত বড় অসহায় হ'য়ে আর কত বেশী বিপদ মাথায় করে আজ আমাদের দিন কাট্‌ছে।"

"তবে তাই হোক্। এতদিনকার গড়া সাধ আহ্লাদ ত যম রাজার একটি ঘায়েই ভেঙ্গে গেছে। আর কেন চলো।—দেখি আবার কোন দেশে গিয়ে কেমন করে দিন চালাতে হবে।"

"শক্তি আছে, মনে জোর আছে। ভয় কি মা? গরিবের ভগবান্ আছেন, তাঁকে মনে রেখে আমরা দাসী গিরি করেও পেটের ভাত ক'রে খাব তবু এ পোড়া দেশে আর না। একটি দিনও না।"

মা ও মেয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ আর কোন কথা হইল না। বোধ হয় তাহারা দুজনেই সেই একটি লোকের কথা ভাবিতেছিল যে আজ তাহাদিগকে অনাথিনীর বেশে সাজাইয়া সর্ব্বস্বান্ত করিয়া কোন্ সে এক অচেনা রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। সেই একটি মাত্র লোকের অভাবে এই দুটি প্রাণীর যে কতদূর দৈন্যের ভিতর দিয়া দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতেছে আজ সে কথা ভাবিয়া দেখিবার ত কিছুমাত্র আগ্রহ নাই তাহার!

সোণালি বলিল—"আচ্ছা—ক'ল্‌কাতায় গিয়ে কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে খেটে খেয়েও কি আমাদের দিন চলে না মা? সেখানে কত লোক কত ক'রে খাচ্ছে দাচ্ছে।"

"কিন্তু কে নিয়ে যাবে আমাদের? শুনেছি সে নাকি মস্ত সহর—দোতলার লোকে নীচের তলার খোঁজ রাখেনা। তুমি আমি সেখানে গিয়ে কি করবো? আর তা ছাড়া তোকে, আজ কেমন ক'রে আমি—"

"থামো মা তুমি। নিরাশ্রয় হ'য়ে পথে দাঁড়িয়ে আর আদর ক'রে মেয়ের চুমো খেয়ে পেট ভ'রবে না। নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখতে হবে। বুঝতে হবে—আমাদের আমরা ছাড়া আর ভূভারতে কেউ নেই।"

"কিন্তু শুধু কি পেটের ভাত হ'লেই চলবে আর কি কিছু দরকার হবে না কোন দিন? জীবন কি তুদিনের সোণালি?"

"এখন আশ্রয় ত একটা খুঁজে পেতে নিতে হবে। তার পর—আর যা সব তোমার ভাববার আছে—পরের কথা পরে ভেব।"

"আচ্ছা তাই হবে। এখন ওঠ, আঁচলটা ছাড় দেখি। পেটে তুটো যা হয় দিয়ে শুয়ে পড়বি। রাত্তিরটা যেতে দে তার পর কাল যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।"

"পোড়া পেটে আর কিছু দিয়ে কাজ নেই। এতদূর অযথা অপমান আর ছোট লোকের মুখের—অকথা কুকথা গুলো এখনও হজম হয় নি মা। খেতে কিছুতে পারবোনা আমি।"

চন্দ্রাবলী কন্যাকে আর কিছু না বলিয়া একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলিয়া পার্শ্বের আলোটি হাতে করিয়া তুলিয়া একটা ফুঁ দিয়া পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। ঘর অন্ধকার হইলেও সম্মুখের দরজা খোলাই রহিয়া গেল।

"জয়গুরু" বলিয়া মাতাকে শয়ন করিতে দেখিয়া সোণালি উঠিয়া বসিল—এদিক ওদিক দেখিয়া আলো দেশলাই মাথার কাছে রাখিয়া বিছানা হইতে উঠিতেই মা বলিয়া উঠিলেন "কি আবার উঠ্লি কেন?"

"ঘরের দরজাটা খোলা থাকল যে—বন্ধ ক'রে দি।"

"থাক্‌না খোলা। একটু বাতাস আসুক। চারদিকের জ্বালায় যে দম বন্ধ হ'য়ে যেতে ব'সেছে।"

"দম বন্ধ হোক্—মারা যাই—তবু ভাল। কিন্তু দরজা খুলে ত শোওয়া হবে না। চার দিকে শত্রু—নিঃসঙ্গ নিঃসহায় হ'য়ে আমরা দুটি অবলাতে প'ড়ে থাক্‌ব—যদি কিছু বিপদ হয় কি দিয়ে ঠেকিয়ে রাখ্‌বে তুমি?"

দরজা বন্ধ করিয়া সোণালি মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু ঘুম দুজনের চক্ষুতেই ছিল না। মাথার শিয়রে কাল সাপ ফণা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে—ছোঁবল দিলেই হয়। বাঁচাইবার লোক নাই—আত্মরক্ষা করিবার মতন একটা যেমন তেমন অস্ত্রও হাতের কাছে নাই, এমন অবস্থায় কে কোথায় নিশ্চিন্ত হইয়া রাত্রিতে ঘুমাইতে পারে? নিতান্ত তুচ্ছ প্রাণটা নষ্ট হইলে হয়ত জগতের কাহারও কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না, যাহাদের বড় জ্বালার প্রাণ হয়ত বা তাহারা বর্ত্তমানের কষ্ট হইতে চিরদিনের মতই নিষ্কৃতি পাইবে, কিন্তু বিষের জ্বালায় জ্বলিয়া এমন ছট্‌ফট্ করিয়া মরণ-পথ-যাত্রী হইতে কে কবে বাঞ্ছা করিয়া থাকে? তাই সোণালির মত বুদ্ধিমতী নানা আশঙ্কায় পড়িয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না।

আবাল্যের মধু মমতায় মাখামাখি এইযে বড় সাধের চিত্র বিচিত্র করা মনের মতন সাজানো ঘর বাড়ী, এইযে—কত আশার সোণার স্বপনে ঘেরা প্রিয় হইতে অতি প্রিয় জন্মস্থান তার, কেমন করিয়া কিসের প্রেরণায় ছাড়িয়া কোথায় যাইতে হইবে—আবার কি ভাবে এই দুঃখময় জীবন আরও কত দুঃখের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া কোথা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে আজ নিদ্রাহীন সোণালি

শুধু এই কথাই ভাবিতেছিল। এই তাহার আদরের ভক্তির জন্মস্থান! এই জন্মভূমির মোহ মমতার বেষ্টনীতে আবদ্ধ হইয়াই না কত দিন সে সন্ধ্যা সকালকে সুন্দর করিয়া গাহিয়াছে—

"সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।" আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়া দেশের মায়ায় জন্মস্থানের সৌন্দর্য্য-মুগ্ধা বালিকা বিপুল আবেগে গানের মাঝে তরুণ প্রাণ ঢালিয়া একাগ্র হইয়াই গাহিয়া চলিয়াছে—

"আমার এইদেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি।" হায়! হায়! সুখভোগ করা ত অতি দূরের কথা—কষ্টে পড়িয়াও নিশ্চিন্ত মনে নিজের ক্ষুদ্র অঙ্গনের তলে খাজ শাস্তিতে মরিবার অধিকার টুকুও বুঝি ভগবান তাহাকে দিলেন না।

দরজায় খুট্ করিয়া শব্দ হইতেই সোণালির চিন্তার সূত্র ছিঁড়িয়া গেল। বালিশ হইতে মাথা তুলিয়া কাণ খাড়া করিয়া থাকিতেই আবার খুট্ খুট্ করিয়া দুইবার শব্দ হইল। ঠিক যেন কে কপাটের গায়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি ও মধ্যমার সাহায্যে টোকর দিতেছে।

ভয়ে তাহার মাথা হইতে পায়ের তল পর্য্যন্ত ঝিম্ঝিম্ করিতে লাগিল। মায়ের গায়ে হাত দিয়া অতি নিম্ন স্বরে বলিল "মা, শুনছ? এখন উপায়?"

"উপায় ত কিছু খুঁজে পাচ্ছিনে সোণালি।"

"চুপ ক'রে থাক্‌লে চ'লবেনা দাঁড়াও আলো জ্বালি।"

বাহির হইতে ডাক আসিল "সোণালি! সোণালি!" মা ও মেয়ে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল "কে গেনী?"

"হাঁ সোণা শীগ্‌গীর দরজা খোল্।"

"দাঁড়া আলো জ্বালি।" কিন্তু তাড়াতাড়িতে কেরোসিনের আলোটা বা দেশালাই কিছুই হাতের কাছে মিলিল না।

বাহির হইতে গেনী বলিল "আলো জেলে লোক জানা জানিতে আর কাজ নেই সোণা, শীগগীর দরজা খোল্।"

তিন জায়গায় তিনবার আছাড় খাইয়া সোণালি দরজা খুলিতেই গেনী তাহার হাত ধরিয়া বলিল "কাকীমাকে নিয়ে শীগগীর বেরিয়ে আয়। মধু দোকানী আর দামু দল পাকিয়ে কি একটা গোলমাল বাধাবার চেষ্টায় আছে। দাদা এই মাত্র শুনে এসে ব'লতেই আমি চ'লে এসেছি। চ'লে আয় শীগগীর, কিন্তু খুব আস্তে, কথাটি মুখ দিয়ে বের করবিনি। চুপ্ চাপ তাল তলার রাস্তা ধ'রে যাব আমরা।"

সোণালি বলিল "তুই একলা কেমন করে—"

"না না আমি একলা কেন আসব—দাদা আর আমাদের চাকর পান্নু বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। পাঁচিল টপ্কে পান্নু তোদের সদর দরজা খুলে দিলে তবে ত বাড়ীতে ঢুকতে পারলুম। তারা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে—যদি এরই ভেতর কেউ এসে পড়ে—দেখবার জন্যে।"

"কোথা যাব গেনী—"

"কেন আমাদের বাড়ীতে?"

"তারপর রাত পোহালে?"

"সে তখন উপায় করা যাবে; এখন ত এ সর্ব্বনাশের হাত থেকে বাঁচতে হবে?"

"যদি তারা তোদের বাড়ীতেও ধাওয়া করে? ছোট লোক মাতালের দল ত সব। আমাদের জন্যে তোদেরকেও অনেক খানি যে ভুগতে হবে?"

"কে জানছে যে তোরা আমাদের বাড়ীতে—আর সময় নেই সোণা বেরিয়ে আয়—তাল তলার বুনো রাস্তা দিয়ে—"

"কাল সকালে কি হবে ভাই?"

"সকালই ত হোক্। সারা রাত্তির জেগেও কি এত গুলো মাথা থেকে একটা কিছুও বেরুবে না? আয় এখন। এসো কাকী মা—কই তোমার হাত দাও আমি ধ'রে নিয়ে যাই। আয় সোণা, মিছি মিছি ভেবে সব তাল হারালে চ'লবে না। ভয় কি যা হয় একটা উপায় হবেই। চল—একি! কাকীমা! তুমি কাঁপ্‌ছ যে!"

———

তৃতীয়

গেনীর দাদা সলিলকুমার বাদুড় বাগানের একটি মেসে থাকিয়া পড়া শুনা করে। আইন পরীক্ষার জন্য এবার প্রস্তুত হইতেছিল।

কোন একটি বিশেষ কাজে তিন দিনের জন্য বাড়ী গিয়া চারদিন হওয়াতে মেসে আসিয়া সকলকার কাছেই তাহাকে দেরীর কৈফিয়ৎ দিতে হইল। কিন্তু যথার্থ কথাটাকে কেহই গ্রাহ্যের মধ্যে না আনিয়া সকলেই তাহার নব বিবাহিতা পত্নীর ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপাইয়া দিল।

সত্য মিথ্যা যাহা হউক উপস্থিত নানা প্রশ্নের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া সলিল তেতলায় তার নিজের নির্দ্দিষ্ট ঘর খানিতে প্রবেশ করিতে যাইয়াই দেখিল ঘরের দরজায় চাবি। বাড়ী যাইবার দিন তাহার নিজের চাবিটি ভুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছিল। নীচে চাকরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল ঘরের দ্বিতীয় ব্যক্তিটি একটু আগে বাহিরে গিয়াছেন কখন যে ফিরিবেন তাহার নিশ্চয়তা নাই। অগত্যা সলিল হাত ব্যাগটি অন্য একজন সহপাঠীর ঘরে রাখিয়া হাত মুখ ধুইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এসময় আপনার ঘরটিতে বসিয়া পড়াশুনা করা ভিন্ন অন্য কোথাও যাওয়া বা বেড়ান তাহার কোন দিনই অভ্যাস ছিল না। তবুও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ধরিয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ কি একটা কথা মনে হওয়ায় পটল ডাঙ্গা ষ্ট্রীটের মধ্যে ঢুকিয়া একটা বাড়ীর সদর দরজায় কড়া নাড়িতে নাড়িতে ডাকিল "সুনীল! সুনীল।"

ভিতর হইতে একটি ৮।৯ বৎসরের ফুট্‌ফুটে সুন্দর বালক দরজা

খুলিয়া বলিল "একি! সলিলদা, তুমি কতক্ষণ এলে? দাদা আর অনাথদা দুজনেই ত তোমাকে এগিয়ে আন্‌তে এষ্টেশনে গেল। কাল তোমার আসবার কথা ছিল এলেনা ব'লে তাঁরা দুজনেই ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে গেল আর তুমিও এসে প'ড়লে।"

"ষ্টেশনে গেল? হতভাগাদের খেয়ালও নেই যে ট্রেণ কখন আসে। যাক্—মনু তোর বউদিকে জিজ্ঞেস্ ক'রে আয় ত কোথাও বাড়ী খালি আছে কিনা তোদের।"

মনু ফিরিয়া আসিয়া বলিল "সলিলদা, ঝামাপুকুরে একটা খালি বাড়ী আছে তবে বউদি ব'ললে ৫টার সময় কে একজন ভাড়ার জন্য এসেছিল।"

"আচ্ছা আমি চ'ললুম সুনীল এলে বল্‌বি যদি ঠিক ঠাক না হ'য়ে থাকে তাহ'লে, আর কাকেও যেন ভাড়া না দেয় বাড়ীটাতে আমারই দরকার আছে।"

"আচ্ছা।"—

সলিল আবার আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে আসিয়া পড়িল। এত ভিড়ে ষ্টেসনে গিয়া বন্ধুদের সহিত দেখা করা একান্ত অসম্ভব বুঝিয়াই সে বরাবর বাসারদিকে ফিরিয়া চলিল।

অন্তরে তখন তাহার ভীষণ দুর্ভাবনা তাল পাকাইয়া জমিতে সুরু করিয়াছিল। সোণালিদের কলিকাতায় আনিয়া যে হঠাৎ কোথায় রাখিবে একথাটা বাড়ী হইতে যাত্রা করিবার সময় একবারও তাহার মনে আসে নাই। কলিকাতার মত স্থানে মাথা গুঁজিবার জায়গা ঠিক না করিয়াই আত্মীয় বা অন্য কোন স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া আনা যে কতদূর বিপজ্জনক তাহা এই পরোপকারী শিক্ষিত যুবকটির হৃদয়ে তখন মোটেই স্থান পায় নাই। ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়া গাড়ী হইতে

নামিতেই সে বুঝিতে পারিল যে কাহাকেও একটা সংবাদ পর্য্যন্ত না দিয়া এমনি ভাবে আসাটা তাহার অত্যন্ত নির্ব্বোধের কাজ হইয়াছে।

তাহার অতি দূর সম্পর্কের এক মামা দর্জ্জিপাড়ায় থাকিতেন। সলিল বেড়াইতে ও ছোট খাট দরকারী কাজে অনেক সময় সেখানে যাওয়া আসা করিত। নিরুপায় হইয়া একবেলা কি একদিনের মত সোণালি ও তাহার মাকে সেই খানেই রাখিয়া সে মেসে গিয়াছিল তাহার পর বাড়ীর খোঁজে বন্ধু স্নীলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া মনটা তাহার বড় দমিয়া পড়িল।

কলেজে ইণ্টার-মিডিয়েট ক্লাসে পড়িতে পড়িতে স্নীলের সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব হয়। স্নীলের সংসারে স্ত্রী ও ছোট ভাই মনু ছাড়া আর কেহ ছিল না। ১০।১৫ খানি বাড়ী ভাড়ায় খাটাইয়া তাহার দিন বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই চলিয়া যায়।

সলিল বাসায় আসিয়া নীচে হইতেই দেখিতে পাইল তাহাদের ঘরে আলো জ্বলিতেছে। ঘরে ঢুকিয়া দেখে স্নীল বিছানায় বসিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে খবরের কাগজ দেখিতেছে। অনাথ বন্ধু তখনও অনুপস্থিত।

সলিলকে দেখিয়া স্নীল বলিল "এইযে তুমি এসেছ আমি তোমারই অপেক্ষা করছিলুম।"

"সে রাস্কেলটা গেল কোথায় ?"

"হাঁসপাতালে, নাইট ডিউটি প'ড়েছে কাল থেকে। তারপর দেশের খবর ভাল ? গিন্নীর আঁচল ছেড়ে আস্‌তে ত পারলে তবু যা হোক্।"

"একদিন দেরী তাতেই আঁচল নিয়ে প'ড়লে দাদা! আর তোমাদের যে বারমাস তিরিশ দিন। হাঁ ভাল কথা তোর ঝামাপুকুরের বাড়ীটা কত বড় রে ? ভাড়া হ'য়ে গেছে ?"

"বাড়ীত বেশী বড় নয়। ওপর নীচে মোটে দুখানা ঘর, ৩।৪ জন লোক থাক্‌তে পারে। কেন কি হবে?"

"ভাড়া হ'য়ে গেছে কি না তাই বল?"

"একরকম ঠিকঠাক হওয়ার মধ্যেই। কাল সকালে তারা টাকা নিয়ে আসবে ব'লে গেছে। একমাসের ভাড়া আগাম্ চেয়েছিলুম—তাতেই রাজী।"

"কোন রকমে তাদের ফেরানো চলে না? বাড়ীটাতে আমার খুবই দরকার ছিল সুনীল। যদি কোন রকমে পারিস তা হ'লে দেখ চেষ্টা করে। না হ'লে আবার আমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হ'তে হবে।"

"তোমার দরকার? কি ব'লছ সলিলদা? তোমার আবার বাড়ীর দরকার কেন?"

"সে কথা পরে শুনিস্ আপাততঃ যদি বাড়ীটা আমাকে দেওয়ার সুবিধে হয় তাহ'লে উপস্থিত একটা ভাবনার দায় থেকে বেঁচে যাই। দেশ থেকে দুটি নিরাশ্রয়াকে এখানে নিয়ে এসেছি। তাদের মাথা গুঁজে থাকবার দুনিয়াতে একটুও জায়গা নেই। গ্রাম সম্পর্কে একজনকে কাকীমা ব'লে ডাকি আর তাঁর মেয়েকে নিজের বোন্ চাইতে একটুও কম ভাল বাসিনে।"

"তাহ'লে আমি চ'ললুম সলিলদা। এখন বাড়ী ভাড়া দেওয়া সুবিধে হবে না—এই কথা জানিয়ে তাদেরকে এক্ষুনি একটা চিঠি পাঠিয়ে দিই কি বল? তা ছাড়া যদি তাদের বিশেষ দরকার হয়, আরও ত বাড়ী র'য়েছে দিতে পারবো। তা'হলে তুমি ব'স। আমি চ'ললুম—কাল সকালে আমার ওখানেই যাবে—না আমিই আসব?"

"সে হতভাগাটা না এলে ত আমি বেরুতে পারব না সুনীল। বরং তুইই আসিস সুবিধে মত। তবে বেশী দেরী না হয়। কালকের

ভেতর তাঁদের নতুন বাড়ীতে আনা চাইই। যে জায়গায় রেখে এসেছি তাতে একটি দিন দেরীতেই ভয়ঙ্কর অসুবিধে হবে।"

সুনীল চলিয়া যাওয়ার পর সলিল আহার শেষ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। গত রাত্রি হইতেই ভাল রকম নিদ্রা বা বিশ্রাম কিছুই হয় নাই ; বাড়ীর মোটামুটি রকমের বন্দোবস্ত করিতে পারিয়া এতক্ষণে তাহার কতকটা নিশ্চিন্ত ভাব আসিল।

সোণালিদের সব ভার মাথায় লইয়া সেই-ই উদ্যোগী হইয়া তাহাদিগকে এখানে লইয়া আসিয়াছে, এখন এই মা ও মেয়ের যেমন তেমন করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের একটা কিছু উপায় করিয়া দিতে না পারিলে আর কিছুতে শান্তি নাই।

গেনা আসিবার সময় মাথার দিব্য দিয়া বলিয়াছে—দাদা তুমি থাকতে যেন সোণারা পরের বাড়ী দাসীগিরি ক'রে না বেড়ায়। কিন্তু উপায় কি ? বাটীর অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নহে যে নিজেই সাহায্য করিবে, কাহাকেও জানিতে দিবে না। তবে ভরসার মধ্যে অনাথবন্ধু। সে জমীদারের সন্তান—মাতৃহীনা, বাপের একমাত্র স্নেহের সামগ্রী। ইচ্ছা করিলে অমন পাঁচ সাত জনকে কলিকাতায় বসিয়া খাওয়াইবার ক্ষমতা তাহার যথেষ্ট আছে—তবে খেয়ালী পুরুষ—মাথায় খেয়াল না চাপিলে তাহার দ্বারা কাজ আদায় করা নিতান্ত সম্ভব নহে।

মেসবাড়ী এবং আশেপাশের সব বাড়ী গুলিও নিস্তব্ধ। কোথাও কোন গোলমাল নাই—এমন সময় সদর দরজার কড়া নাড়ার শব্দে সলিল কুমার সচেতন হইয়া ধড় মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল। সমস্তক্ষণ নানা চিন্তায় সে চোখের পাতা এক করিতে পারে নাই। একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইতেই আকস্মিক এই শব্দে সমস্ত আলস্য টুকু একসঙ্গে কাটিয়া গেল ; নীচে নামিয়া ভিতর হইতেই প্রশ্ন করিল "কে ডাকে ?"

"খোল আমি।"

"কে অনাথ?"

"হাঁ।"

দরজা খুলিয়া সলিল বলিল "তুমি নাইট ডিউটিতে হাঁসপাতালে ছিলে?"

"ছিলুমই ত। ভাল লাগলনা পালিয়ে এলুম।"

"তার মানে?"

"বাড়ীতে ঢুক্‌তে দেবে—না এখান থেকেই কথা কাটা কাটি ক'রবে?"

—সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া দুই বন্ধুতে ঘরে আসিয়া বসিল। আলোটা জোর করিয়া দিয়া অনাথ বলিল "তুমি কোন ট্রেণে এলে?"

"কেন ৬—৩৭। তোমার কি সময়টা ও ভুল হ'য়ে গেছ্‌লো তাই ৮টার পরে গেলে ষ্টেশনে আমাকে খুঁজতে?"

"কি জানি ভুলে গেছ্‌লুম। কাল এলে না কেন? বরুণার পাকে প'ড়ে বুঝি? যা হোক্ দাদা বেড়ে নভেলি প্রেম লাগিয়েছ কিন্তু।"

"যা যা বক্ বক্ করিসনি। কেন যে আস্‌তে পারিনি সে কথা কাল সকালে ব'লব এখন ঘুমিয়ে পড়। আমারও শরীরটা বড্ডবেশী খারাপ হ'য়ে আছে।"

"ঘুম আমার চোকে নেই সলিল। হাঁসপাতালের হাউস সার্জ্জনের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে ডিউটি ছেড়ে চ'লে এলে কি আর চোকে ঘুম থাকে কখনও?"

দেখ্‌ অনাথ, তুই একটা পাজী, নিতান্ত গর্দ্দভ। তাও এখনও পাশ করিসনি—এরই মধ্যে হাউস সার্জ্জন ঠেঙিয়ে পালিয়ে আস্‌তে শিখ্‌লি?"

"পাশ ক'রলে কি আর ঠেঙান চলে দাদা? তখন যে রক্ত জম্‌তে

স্থরু করে। যত কিছু মার পিট ক'রে নাও এই কলেজে প'ড়তে প'ড়তে, যাক্ ওসব—এখন কাল না আসার কথাটা কি ব'লছিলি ?"

"আজ না কাল হবে। আজকার মতন রেহাই দে ভাই কাল সকাল হ'লেই—"

"বহুত আচ্ছা থাকো' তোমার ঘুম নিয়ে—চললুম—হাউস সার্জ্জন বেটার হাতে পায়ে ধ'রে—"

"কেন কোথা যাবি ?"

"চুলোতে। হাঁসপাতালে আবার কোথা।"

"আচ্ছা আচ্ছা ব'লছি সব। আলোটা নিভিয়ে দে—শুয়ে শুয়ে ব'লব এখন।"

সলিল কুমার সোণালির বিবাহের কথাবার্ত্তা হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা একটির পর একটি করিয়া আগা গোড়া অনাথ বন্ধুকে বলিয়া গেল। গ্রামের লোকের অত্যাচারের কথা শুনিতে শুনিতে অনাথ মাঝে মাঝে নিজের সারল্যের জন্য আপনার লোহার মত শক্ত মাংসল হাত দুটি দিয়া জোরে জোরে বিছানার বালিশের উপর ঘুসি মারিতেছিল, যেন সত্য সত্যই সে সেখানকার দুষ্ট লোক গুলিকে জব্দ করিতেছে। দামুর সে দিনকার জোর করিয়া টাকা কাড়িয়া লওয়ার কথাটা কাণে আসিতেই—সে একেবারে আলো জ্বালিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া জামা গায়ে দিতে লাগিল।

সলিল বলিল "কিরে উঠ্‌লি কেন ? দামুকে শেষ ক'রতে নাকি ?"

"তুই থাম্ পাজী হতভাগা কোথাকার। মেয়ে মানুষের চেয়েও কাপুরুষ তুই। না হ'লে সে ছোট লোক বেটাকে আর দুঘা দিয়ে আসতে পারনি ? আমি চ'ললুম হাঁসপাতালে, স্থনীলের বাড়ীতে ত ফোন্ র'য়েছে, এক্ষুণি হাঁসপাতাল থেকে তাকে আমি টেলিফোনে ডেকে

ঝামাপুকুরের বাড়ীর নম্বর জেনে আসছি। তুই তৈরী হ'য়ে থাক্ আমি এলেই গাড়ী নিয়ে তাঁদেরকে দর্জ্জীপাড়া থেকে আনতে যেতে হবে।"

"আচ্ছা এমন স্বভাব কেন বল দেখি তোর? এই ত মাত্র কয়েক ঘণ্টা রাত্তির আছে—সকাল হ'লেই—"

"না না না। এই দণ্ডে আনতে হবে। ভদ্রলোকের মেয়েদেরকে অমন ক'রে এক সেকেণ্ডও আমি কোথাও ফেলে রাখ্তে পারিনে।"

"তবু তারা ত বাড়ীতেই আছে?"

"আরে রেখে দাও তোমার বাড়ী। তোমার সেই পুরুত মশায় মামা ত? পিণ্ডির কলা আর মটর ডাল আতপ চাল খেয়ে যার দিন চলে—তার আবার ভদ্রলোককে জায়গা দিতে সাহসই বা কোন খানে আর জায়গাই বা কোথা শুনি? সে হবে না। তুমি তৈরী থেক আমি এলুম ব'লে।"

* * * *

মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালের টেলিফোনের কলের হাতল ঘুরাইয়াই চোঙটা কানে তুলিয়া সুনীলের ঠিকানায় অনাথ ডাকিল "হ্যালো—হ্যালো।"

কোন সাড়া নাই। আবার রিঙ্গ করিয়া ডাকিল "হ্যালো"—তবু কোন সাড়া নাই। অনেকক্ষণ ঘণ্টা বাজাইয়া সুনীলের কোন সাড়া শব্দ না পাইয়া আপন মনেই বলিতে লাগিল "কাঁচা বয়সে বিয়ে দিয়ে মা বাপে এই হতচ্ছাড়ার দলকে এক্কেবারে গোবর গণেশ ক'রে ফেলে। একটা দরকারী কাজে ডাকলেও কোন খোঁজ পাওয়া যাবেনা—জেড়ো বউ-পাগলা কোথাকার—এতক্ষণ হয়ত পাড়ার লোকের ঘুম ভেঙ্গে গেছে।

"হ্যালো—হ্যা—লো—উঃ রাস্কেলটার কি ঘুম! দুজনেই কুম্ভকর্ণের কান কেটে বিছানায় শুয়েছেন—হ্যালো—"

"কে—"

"তুমি কে—সুনীল ?"

"হ্যাঁ—আপনি ?"

অনাথ বন্ধু সান্যাল. মেডিকেল কলেজ।"

"কিরে এতরাত্তিরে কি খবর অনাথ ?

আমি হার্ট ফেল ক'রে ব'সেছি দাদা শীগ্‌গীর এসো,—রাস্কেল কোথাকার—"

"থাম শূয়োর। কি খব্বর বল।"

"তোর ঝামাপুকুরের সেই বাড়ীটার নম্বর কত ?"

"সাঁইত্রিশের দুই।"

"অ্যাঁ—কত ? কত বললি ?"

"সাঁইত্রিশ—তিন সাত, এর দুই।"

"সাঁইত্রিশের দুই ?"

"হাঁ"

"এনগেজ্‌ করলুম এখনই।"

"এত তাড়া ?"

"সকালে মেসে আসিস্‌ ব'লব। ভাবনার কিছু নেই। আচ্ছা আসি—বউদিকে শুভরাত্রি জানাচ্ছি—বাবা কি ঘুম—হ্যালো !"

"কে অনাথ ? আবার কি ?"

"বাড়ীর দরজায় চাবি দেওয়া আছে ত ?"

"হাঁ, জেটার লক্ 'গোল্ড'।"

তখনই বাসায় আসিয়া অনাথ ডাকিল "সলিল জেগে না ঘুমিয়ে ?"

"হাঁ জেগেই আছি ওপরে আয় !"

"দরকার নেই তুই বেরিয়ে আয়।"

সলিল জামা গায়ে দিয়া নীচে নামিয়া আসিলে অনাথ বলিল "পকেটে টাকাকড়ি আছেত ? না গড়ের মাঠ ?"

"যা আছে তাতেই কুলিয়ে যাবে। তোমার এক্ষুণি এত সব না ক'রলে চ'লবে না ?"

রাস্তা চলিতে চলিতে অনাথ বলিল "দেখ সলিল, রাগ বাড়াসনি ব'লে দিচ্ছি, যা—শীগ্গীর একটা ট্যাক্সি ডেকে তাঁদেরকে নিয়ে আয়।"

"কেন তুমি যাবে না নাকি ?"

"আমি গেলে বাড়ীটা খুলে ২।৪ঘণ্টা যা রাত্তির আছে সেটুকু কাটাবার বন্দোবস্ত কোন মাহাত্মা এসে ক'রবেন শুনি ? তুই একটুও দেরি ক'রবিনি' দেখবি তারা মা মেয়েতে হয়ত রাস্তার ফুট পাথে প'ড়ে আছে। তোর মামার ত একঘর ছেলে মেয়ে নিয়ে নিজেদেরই থাকবার ঠাঁই নেই—তাছাড়া মামীমার মুখের তোড় সামলান—সেও যেমন তেমন লোকের কাজ নয় দাদা, জানত সব ?"

"সবই ত জানি অনাথ, কিন্তু জেনে শুনেও নিতান্ত নিরুপায় হয়েই তাদেরকে সেখানে রেখে এসেছি।"

"এখন ত উপায় হ'ল ? যাও আর দাঁড়িয়ো না। যদি দেখ তারা—এই যে, বা !— এই—ওহে ট্যাক্সি—"

চতুর্থ

সকালে একটু বেলা হইতেই সলিল আসিয়া দেখিল অনাথ তখনও ঘুমাইতেছে। সারারাত্রিটাই এক রকম অনিদ্রায় কাটিয়াছে—এই গভীর নিদ্রার সময় সলিল সহসা তাহাকে ডাকিতে পারিলনা। যে জেদী পুরুষ, হয়ত বা এখনই একটা ফন্দি আঁটিয়া আরও কতক গুলি কাজ বাড়াইয়া তুলিবে। যে কাজটা তার কাছে ঢের বেশী প্রয়োজনীয় অন্যের সেটা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আসে না।

এই যে, ঘরে বাহিরে যখন তখন যেমন তেমন ভাবে টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া নিজের জেদ বজায় রাখিয়া চলা, এ শুধু ধনী বাপের একটী মাত্র বংশের দুলাল বলিয়াই সকল সময় মানাইয়া যায়, নতুবা এমন খেয়ালের মাথায় রাস্তার ইট্ পাটকেলের মত টাকা লইয়া কে কবে ছেলে খেলা করিতে পারে? অনাথ বন্ধুর সব তাতেই ঐ এক রকমের এক গুঁয়েমী।

এইযে সে উপরি উপরি দুটি বৎসর শুধু খেয়ালের মাথায় পরীক্ষা না দিয়া হুজুগে মাতিয়া বেড়াইতেছে, মাসে মাসে একরাশ করিয়া টাকা খরচ করিয়া কলিকাতায় বাস করিতেছে, এ কেবল বাপের পয়সার জোর ছিল বলিয়াই ত। নতুবা মেডিকেল কলেজের মধ্যে অমন সেরা বুদ্ধিমান্ ছাত্র হইয়াও কেন সে আজও শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল না? নির্ব্বুদ্ধিতা বা আলস্যের হেতুটা ত এই গোঁয়ার গোবিন্দ পুরুষটির উপর দিয়া কোন রকমেই খাটে না। জেদ, এক গুঁয়েমী, খেয়াল—আর কোন দিকে এতটুকু দোষের আভাষ নাই।

গায়ের জামাটি খুলিতে খুলিতে টেবিলের উপর নজর পড়ায় সলিল দেখিল একখানি খোলা চিঠি পড়িয়া আছে, অনাথ তাহার বাবাকে তিন দিনের মধ্যে অন্ততঃ দুইশত টাকা পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া অন্যান্য কথার সঙ্গে পত্রখানি শেষ করিয়াছে। বোধ হয় ক্লান্তি বশতঃ নিজের নামটি স্বাক্ষর করিয়া চিঠিখানি খামে আঁটিয়া রাখা হইয়া উঠে নাই।

সলিল বুঝিতে পারিল এই উপস্থিত একটা নূতন হুজুগের জন্যই তাহার এতগুলি টাকার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

অনাথ নিজে হইতে না লিখিলে আজ যেমন করিয়া হউক সোণালি-দের এই দুঃস্থ অবস্থা কতকটা স্বচ্ছল করিবার জন্য সলিলকে উপযাচক হইয়াও এ প্রসঙ্গটা তাহার নিকট তুলিতে হইত। কিন্তু যখন দেখিল তাহার এই অতি নিকটতম বন্ধুটির স্বভাব এতদিন একসঙ্গে বাস করিয়াও সে ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, এমন গলায় গলায় মনে প্রাণে এত মেশামিশি হইলেও তাহার আসল মূর্ত্তিটি আজিও সে বুকের মধ্যে আঁকার মতন করিয়া আঁকিতে পারে নাই—তখন নিজের কাছেই যেন বড় বেশী রকমে লজ্জিত হইয়া পড়িল।

অনাথ তখনও ঘুমাইতেছিল। খোলা চিঠি খানির উপরেই গায়ের জামাটা রাখিয়া সলিল তাহারই পাশটিতে শুইয়া পড়িল। পার্শ্বের ঘুমন্ত পুরুষটির পানে চাহিতে চাহিতে তাহার মনে হইতেছিল—এই সুপ্তিমগ্ন প্রাণের দোসরটির কণ্ঠলগ্ন হইয়া একটিবার নিবিড় স্নেহালিঙ্গনে তাহাকে বদ্ধ করিয়া ফেলে।

হাতের কাছেই পাখাটা ছিল তুলিয়া লইয়া সলিল অল্প অল্প বাতাস করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে অনাথের নিদ্রার জেরটকু আর এক টানায় চলিল না। পাশ ফিরিতেই সে জাগিয়া উঠিল।

সলিলকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া চোক দুইটা রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল "তুমি কতক্ষণ এসেছ? একটু ঘুম হ'য়েছিল—না?"

"হুঁ, একটু খানি গা গড়িয়েছিলুম বইকি। তবে সে খুব অল্পক্ষণ। তোর চোক্ দুটো বড্ড বেশী লাল হ'য়ে আছে, আর একটু খানি না হয় ঘুমো।"

হাই তুলিয়া অনাথ বলিল "নাঃ! আর না খুব হ'য়েছে। আমি ত ঘুমুচ্ছি বরাবর সেই—তোমার যাওয়ার পর থেকেই একরকম। এক্ষুণি আবার কলেজ যেতে হবে—৮টায় ক্লাস। লোক টোক পেয়েছ? বাজার করবার যা যা দরকার—"

"একটু পরে যাচ্ছি অনাথ। সুনীল এলে তাকে নিয়ে হাতা হাতি এখনকার মত যা যা দরকার কিনে কেটে দেব। তুই হাত মুখ ধুয়ে নে না, আবার কলেজে যেতে হবে বল্লি—"

"লোক পাস্ নি?"

"কি লোক?"

"কাজ করবার ঝি টি?"

"তার কি দরকার হবে?"

"রাস্কেল। একলা একটা বাড়ীতে পাড়া গাঁ থেকে এসে দুটি মেয়ে মানুষ থাকবেন—দরকার হবে না? হ'তে পারে তাঁদের পরণের কাপড় খানা কি ভাত খাওয়ার থালাটা ধুয়ে নিতে লোকের দরকার নেই, কিন্তু আরও ত অনেক কাজ র'য়েছে, তার কি?"

"সে পরে হবে উপস্থিত এখন—"

"আলবৎ—উপস্থিত এখন থেকেই চাই। এই—এই—পেঁচো! পেঁচোরে—"

"আমাদের চাকরকে দিয়েই আমি একটা ঝির বন্দোবস্ত ক'রে নিচ্ছি। তুমি নিজে গিয়ে তাকে সব দেখিয়ে শুনিয়ে এস'। পকেটে টাকা নেই তাই ব'ললেই পার। অতশত এ দরকার নেই তা দরকার নেই ব'ললে চ'লবে কি ক'রে ? বালিশের নীচে চাবি রইল। টাকা নিয়ে যা দরকার—কিনে দিয়ে আস্‌বে। বাজারে যাবে জিনিস কিন্‌তে এটুকু যেন মনে থাকে। 'খয়ের খাঁ' হ'য়ে হাত গুটিয়ে আধ্‌লার পাকা পটল আর আধ্‌লার পচা চিংড়ী কিনে ব'সোনা বুঝলে? বরং—এইযে, সুনীল এসেছিস—কিরে মনু! আয় বাঃ এইযে বেড়ে জুতো হ'য়েছেরে ? ব'স্। হাঁ দেখ্ সুনীল, তুইও গিয়ে সোণালিদের দরকারি জিনিস পত্তর দেখে শুনে কিনে দিস্ ত। সোণালিদের চিনিস ত? সেই—সলিলের দেশের আত্মীয়। জিনিস কেনা ও সলিলটার কাজ মোটেই নয়, ওর দ্বারা হবেনা। হাঁরে মনু! তোদের ঝামাপুকুরের বাড়ীটা জানিস ?"

"জানি বইকি—কেন যাব সেখানে ?"

"যা ত দাদা, যারা ভাড়াটে এসেছে তাদেরকে জিজ্ঞেস ক'রে আয়—কি কি কেনা বেচার দরকার হবে না হবে।"

মনু যাইতে যাইতে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি ব'লে ডাক্‌ব দাদা ?"

"কাকীমা। কাকীমা ব'লে ডাক্‌বি।"

"আচ্ছা—" বলিয়া মনু পট্ পট্ করিয়া নীচে নামিয়া গেল। অনাথ সুনীল ও সলিলকে বসিতে বলিয়া হাত মুখ ধুইতে নীচে নামিতে নামিতে সামনেই মেসের চাকর পেঁচোকে দেখিয়া বলিল "যা লাগে এক্ষুণি পাবি, একটা ভাল কাজ কর্ম্ম জানা ঝির খোঁজ ক'রে আনতে হবে রে, যা এক্ষুনি।"

ঘরের ভিতর হইতে সলিল হাঁকিয়া বলিল "এত ব্যস্ত কেন অনাথ—মনু ফিরে আসুক না।"

সিঁড়িতে নামিতে নামিতেই অনাথ জবাব দিল "চোপ্ রও, রাস্কেল। কথার ওপর কথা দিওনা ব'লে দিচ্ছি।"

সলিল ও সুনীল দুজনেই হাসিয়া উঠিল। অনাথ ততক্ষণে নীচে কলঘরে চলিয়া গিয়াছে।

—প্রায় আধঘণ্টা পরে মনুর হাত ধরিয়া কথা কহিতে কহিতে অনাথ ঘরে ঢুকিল।

"কি ব'ললেরে—সলিলকে সঙ্গে ক'রে আবার তোকে যেতে ব'ললে?"

"হাঁ—ব'ললে যা যা দরকার সলিলদা গেলে ব'লবে। সোণালি দিদি কিন্তু খুব ভাল। আমায় কত আদর ক'রলে অনাথদা। বলে—আমাকে সোণাদিদি ব'লে ডেক মনু। কাকীমা আবার কোলে ক'রে—"

"কিরে—বল্না। থামলি যে?"

"চুমো খেলে। আবার সোণাদিদিকে বলে—মনুকে কিছু খাবার এনে দে।"

"তার পর?"

"সোণাদিদি দোকানে যাবে কেমন ক'রে? লোক ত নেই যে কিনে আনবে। তাছাড়া ঘরেও কিছু নেই। একটা জলখাবার গেলাসও না। আমি ব'ললুম আমি বাড়ীথেকে খেয়ে এসেছি সোণাদি—"

"দেখ্লি সুনীল? সলিলটা বলে কি না ঝির কি দরকার! হত-ভাগার ঘটে বুদ্ধি ব'লতে কিচ্ছু নেই। তারপর মনু সোণাদি ব'লে কি ব'লছিলি?"

"সোণাদিদি খালি খালি বলে রোজ আসিস মনু। একটু খানির ভেতরেই কত কথা যে আদর ক'রে ব'ললে অনাথদা—"

"তুই রোজ যাবি মনু? হাঁ তা যাস্। ওরে সলিল, আর আমার দাঁড়াবার সময় নেই—চ'ললুম ৮টা বাজে।"

মনু বলিল "আমি আবার যাব অনাথ দা, সোণাদিদির বাড়ী?"

বই খাতা বগলে করিয়া ষ্টেথস্কোপ্‌টি পকেটে পুরিতে পুরিতে অনাথ জবাব দিল "ওবেলা যাস্। এখন আয় আমার সঙ্গে—বাড়ী যাবি, ইস্কুলে যেতে হবে যে?"

অনাথ ও মনু চলিয়া গেলে সলিল দেরাজ খুলিয়া টাকাকড়ি দরকার মত লইয়া দেরাজটী বন্ধ করিতে করিতে সুনীলকে বলিল "হতভাগাটার মাথায় এত একগুঁয়েমীও পোরা আছে! যা ধরে আর তা ছাড়ে না।

মেসের চাকর আসিয়া বলিল "বাবু ঝি কি আমাদের বাসাতেই দরকার হবে না,—"

"না রে আমাদের আবার কি দরকার? যেখানে যেতে হবে চল আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাচ্ছি। আয় সুনীল!"

* * *

সমস্ত দরকারী জিনিসপত্র কিনিয়া মুটে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর দরজায় আসিয়া সলিল ডাকিল "কাকীমা! দরজা খোল, আমি সলিল।"

অনেকটা বেলা হইয়া পড়াতে সুনীল বাড়ী চলিয়া গিয়াছিল।

সোণালি আসিয়া দরজা খুলিয়া দিতেই মুটের মাথা হইতে ঝাঁকাটা নামাইয়া লইতে লইতে সলিল বলিল "কাকীমা কোথারে?"

"মা চান্ ক'রছে। ইস্! এসব কি সলিল দা? এত সব ত দরকার ছিল না। মিছি মিছি এ খরচ পত্তর করা কেন বল ত?"

"কি করি—পাজীটা যে কিছুতে ছাড়লে না।"

"কে ছাড়লে না?"

"অনাথটা আবার কে।"

"কেন তিনি এসব ক'রছেন বলত? আমরা গরিব, গরিবের মতই থাকাটা উচিত নয় কি? এমন ক'রে দুহাতে আমাদের জন্যে খরচ করাতে আমি বড় দুঃখিত হ'লুম সলিল দা—তাঁকে ব'লো।"

"তা হ'লেই হ'য়েচে আর কি: তোকেও তা হ'লে দুবেলা আমারই মত নাক নাড়া খেতে হবে।"

"না না সে হবে না। কিছুতে হবে না।"

"ঝি কোথা?"

"বাজারে পাঠালুম যে। আমি কি জানি যে আনাজ্ শুদ্ধ তুমি কিনে আনবে? আবার ঐ ঝি—দুদিন অন্তর বাজার ক'রে দিয়ে যায় এমনি একটা লোক পেলেই হ'য়ে যেত। তা নয় চব্বিশ ঘণ্টার বাঁধা চাকরাণী। এসব আমি হ'তে দেবনা সলিলদা। পথে পথে ভিক্ষে মেগে খেতে ব'সে নবাবী কেন আর বল ত?"

"বাজে বকিস্‌নি সোণালি। সদর দরজাটা বন্ধ ক'রে দে। চল্ দেখি উনুন ধরিয়েছে কিনা।"

দরজা বন্ধ করিতে করিতেই—ঝি আসিয়া উপস্থিত হইল। সোণালি বলিল "দেখ দেখ আবার কতকগুলো—আচ্ছা সলিল দা! এই যে কড়াই থেকে হাতাবেড়ী থেকে আরম্ভ ক'রে থালা ঘটি বাটি কিচ্ছু বাদ দিলে না—এতে কত টাকা খরচা হ'ল? তোমার এ মাসের খরচ চ'লবে কিসে—আমাকে ব'লতে হবে।"

"ওরে পাগ্‌লি, তোর দাদা, রাজপুত্তুর নয় যে দুহাতে পয়সা ছড়াবে। সেই ছোঁড়াটাই শুনলে না ব'লে—"

"কেন তিনি এমন ধারা গোড়া থেকেই অত্যাচার সুরু ক'রলেন?

আমাদের কি আছে সলিলদা যে এ ঋণ শুধ্‌তে পারব কোন দিন? সারা জীবন ভর এ ধার কি শোধ হবে ভেবেছ তুমি?"

"আচ্ছা আমি তাকে ব'লব এসব কথা।"

"হাঁ বেশ ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিও তাঁকে যে আমাদের ভেতর বাহির সব দুঃখ আর গরিবানায়—ভরা। ধার ক'রে শোধ দিবার শক্তি নেই।"

চন্দ্রাবলী ভিজা কাপড় খানা রৌদ্রে দিতে আসিয়াই সম্মুখে রাশীকৃত জিনিস দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। সলিলকে সব গুছাইয়া রান্নাঘরের রোয়াকে তুলিয়া রাখিতে দেখিয়া সোণালিকে বলিলেন "এখন গালে হাত দিয়ে ভাবছিস্ কি? ছেলেটা গলদঘর্ম্ম হ'য়ে সারা—হাতে হাতে সব গুছিয়ে নে না।—সলিল একি বাবা এত খরচ ক'রে—"

"বলত মা, আমার চেঁচিয়ে কাঁদ্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে। এসব কেন? গরিবকে—"

"কিছু মনে করিসনি মা! যে দিয়েছে আমাদের তার কাছে হয়ত পাওনা ছিল ব'লেই। জন্ম জন্মকার একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ না থাকলে, এমনি ক'রে না ডাকতেই কে কবে বুক পেতে দাঁড়ায় সোণালি? হয়ত আগের জন্মে আমরা তাঁর খুবই আপনার লোক ছিলুম! দাতা দুহাত দিয়ে বিলিয়ে দিতেই পারে, কিন্তু এমন খুঁটি নাটি অভাব অভিযোগ তলিয়ে বুঝে ক'জন দাতায় দান করে বল দেখি? যা আর দেরি করিসনি—সব তুলে পেতে নে। সলিল, হাত মুখ ধোও বাবা! ওসব থাক, সোণালি আছে আমি র'য়েছি। তৈরী—ক'রেছেন যিনি আহার তিনিই যোগান উপলক্ষ তাঁরই হাত দিয়ে পাঠানো সব—একথাটা এত প'ড়ে শুনেও একদিনও কি বুঝ্‌লিনে সোণালি?

এখন জেদ রাখ্। এমনি ক'রেই আমাদের ঘর পাততে হবে। তারপর কপালে যা আছে সে ত আছেই। যা মা সব ঠিক ক'রে গুছিয়ে নে আমি উনুনটা ধরিয়ে দিই।"

ঝি আসিয়া বলিল "উনুন যে দাউ দাউ ক'রে জ্বলে যাচ্ছে মা! আমিত ধরিয়ে দিয়েছি।"

সোণালি বলিল "যাও মা ভাবনা কিসের আর? উনুন—তা ও জ্ব'লে যাচ্ছে; জ্বালিয়ে নেওয়ার কষ্টটাও পেতে হ'ল না। সলিলদা! বাবা যত দিন বেঁচে ছিলেন, ততদিনই আমরা ঝি চাকরকে হুকুম দিয়ে ঘর সংসার করবার অধিকারী ছিলুম, এখন এই –"

"সোণালি আর কথা কাটা কাটি ক'রোনা মা! বেলা দুকুর বাজে। এর পর যা হয় ভাতে ভাত ক'রে খেতে হবে ত?"

অমনি ঝি বলিয়া উঠিল "ও মা ভাতে ভাত কেন হবে? এই যে ঝোল চচ্চরি ভাজা ডালা সবই কুটনো কুটে ফেললুম গা!"

ঝির দিকে কট্‌ মট্‌ করিয়া চাহিয়া সোণালি বলিল "সলিলদা, তোমার বন্ধু এই অনাথ বাবুটীকে দয়া ক'রে এবাড়ীতে একটিবার পায়ের ধূলো দিতে ব'লবে?"

———

পাঁচ

ইহারই দিন দশেক পরে একদিন দুপুর বেলায় সোণালি দোতলার বারন্দায় বসিয়া পশম বুনিতেছিল আর সুনীলের ভাই মনু তাহারই পাশাটিতে একখানি ছোট মাদুরের উপর কাগজ পাতিয়া অখণ্ড মনোযোগের সহিত পেন্সিল দিয়া কি একটা লিখিয়া যাইতেছিল। দুজনেই সমানে আপন আপন কাজ লইয়া ব্যস্ত, কাহারও মুখে কথাটি নাই।

নিজের ভার নিজের হাতে কোনরকমেই কি নেওয়া যায় না—এই প্রশ্নটা যেদিন সোণালির মাথায় আসিল, সেই দিনই সে ঝির হাতে কতকগুলি পশমের নাম লিখিয়া দিয়া দোকান হইতে কিছু কিছু কিনিয়া আনাইল। তারপর প্রতিদিন সময় অসময় না দেখিয়া অবসর পাইলেই যাহা হয় একটা না একটা কিছু বুনিবার ঝোঁক তাহাকে ক্রমশঃই যেন পাইয়া বসিয়াছে।

আজ রবিবার, তাই মনু দুপুর বেলায় এ বাড়ীতে। প্রতিদিন যাওয়া আসা থাকিলেও এসময় সে স্কুলেই থাকে। তাহাকে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়া লিখিতে দেখিয়া সোণালি বলিল "কিরে ড্রয়িং আঁকছিস নাকি? মাথাটা যে বড্ড বেশী ঝুঁকিয়ে কাগজ খানার দিকে চেয়ে আছিস—কি হ'চ্ছে তোর মনু?"

"এই দেখ না দিদি কি কাণ্ডটা করি—পদ্মটার ওপর এমনি ক'রে কালো ভোমরাটাকে বানিয়ে দেব—ঠিক—অবিকল "ভারতবর্ষে" সেবারে যেমন বেরিয়েছিল—"

হঠাৎ সোণালির হাতের কার্পেটার দিকে নজর পড়াতেই লাফাইয়া উঠিয়া সে বলিল "ও সোণাদি! তুমিও সেই ছবিখানাই বুনছ? আচ্ছা—

রঙ কোথা পাব দিদি? শুধু শুধু পেন্সিলে ত আর ভোম্‌রা পদ্ম তেমন কিছু ফুটবে না।"

"সে ভাবতে হবে না। আঁকাটাইত আগে শেষ কর। তার পর আমি সব ঠিক ক'রে দেব। হাঁরে সলিলদার কিছু খবর জানিস? আজ দুদিন দেখাটি নেই, আমার কতকগুলো সুতো আর—"

"আমায় দাওনা দিদি, আমি এনে দিচ্ছি। সলিলদার যে এক্-জামিন, সে আসবে কেমন ক'রে?"

"ও তাই দুদিন আসেনি। আচ্ছা মনু, তোর অনাথদা সারাদিন কি করে জানিস? আজ কাল ক'রে রোজই তিনি ব'লে পাঠান— আসবেন এখানে একদিন, কিন্তু আজও একটিবার দেখতে পেলুম না তাঁকে।"

"অনাথদা? হুঁঃ! তাঁর আবার দেখা পাবে তবেই হ'য়েছে আর কি! কোথায় কার বসন্ত হ'য়েছে ওষুধ দিচ্ছেন, কার কলেরা হ'ল হাঁসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন, এই ক'রে ক'রেই ত তাঁর সময় হয় না, কখন আসবেন শুনি?"

"আচ্ছা পড়াশুনো কখন করেন জানিস?"

"একটুও না, সোণাদি, মোটেই না। রবারের চোঙটা নিয়ে কলেজে যান দেখেছি, কিন্তু বই খুলে প'ড়তে একদিনও দেখিনি আবার এক একদিন গোল দীঘীতে সাঁতার দিতেও যান—সে দিন ত আর একটু হ'লে—মটর চাপা প'ড়েই—"

"কেন—কেন—কেমন ক'রে?"

"একটা কানা বুড়ী ভিক্ষে ক'রে হিন্দুস্কুলের পাশের ফুটপাথ দিযে যেতে যেতে রাস্তার ও মোড়ে যাবে ব'লে মাঝা মাঝি এসেছে আর অমনি একটা মটর এসে বুড়ীর ঘাড়ে পড়ে পড়ে—অনাথদা সাঁতার

দেওয়ার প্যাণ্ট প'রেই ছুটে গিয়ে তাকে তুলে এনে ফুটপাথে তুললে।"

অনাথবন্ধুর অযাচিত দানের জন্য সোণালি অন্তরে অন্তরে গোড়া হইতেই তাহার প্রতি বড় সন্তুষ্ট ছিল না। শিশুকাল হইতেই সে বড় আত্মাভিমানী, নিজের মর্য্যাদায় যাহাতে ঘা পড়ে এমন কাজ একটি দিনও সে কল্পনাও করে নাই, তাই সেদিন হইতে প্রত্যেক দিনের প্রতি ছোট খাট ব্যাপারে সকল সময়েই এই ভদ্র জেদীপুরুষটির অতিরিক্ত দানের মাত্রা দেখিয়া সোণালি কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে তাহার উপর একটা প্রবল বিরক্তির ভাব মনে মনে পুষিয়া রাখিতেছিল। ডাকিয়া যে মিষ্টি মিষ্টি দুকথা শুনাইয়া দিবে, তাহারও উপায় নাই। সমস্ত অভাবের মধ্যেই না চাহিতে কোথা দিয়া কেমন ভাবে যে এই নিতান্ত অপরিচিত পুরুষটি সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষের সকল শক্তি লইয়া হঠাৎ করুণার অশ্রান্ত ধারা তাহাদের মত দুঃখিনীর মাথায় কেমন করিয়া ঢালিয়া দেয়—সোণালি সব সময় বুঝিতেও পারে না। যতবার ভাবে—আর না, আর এ অযথা করুণার ভিক্ষা সে কোন মতেই লইতে পারে না—দারুণ দুঃখ কষ্টে পড়িলেও না কিছুতে না—কিন্তু সেই দুঃসহ কষ্টের ঠিক সময়টিতেই তাহার সকল চিন্তার গ্লানি ধুইয়া মুছিয়া দিতে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে অনাথবন্ধু অনাথেরই বন্ধুর মত—তাহার অভয় হাতদুটি বাড়াইয়া দেয়—এমনি করিয়া যে সোণালি আর কিছুতে তাহাকে বাধা দিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। অথচ নিবারণের ক্ষমতা থাকিতেও যেন নাই।

এইযে বেশ দুকথা কড়া কড়া করিয়া শুনাইয়া দিবার মতলবে সে না হবে দুশোবার তাহাকে আহ্বান করিল কিন্তু একটিবারও কি আসিতে পারিয়াছে কোন দিন ?

"তারপর বুড়ীকে ফুটপাথে তুলে এনে বুঝি বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন—না মন্টু ?"

"না তাকে অশথ্ গাছতলায় বসিয়ে রেখে হাডিঞ্জ হোষ্টেল গিয়ে এক বন্ধুর কাছথেকে টাকা ধার ক'রে এনে তার আঁচলে বেঁধে দিয়ে তবে ত খালাস। অনাথদা কখনো কাকেও একপয়সা দুপয়সা ভিক্ষে দেয় না দিদি।"

সোণালি খুব ছোট্ট একটুখানি "হু" বলিয়া জোরে জোরে সেলাই করিতে লাগিল।

মন্টু বলিতে লাগিল "আবার এক একদিন ভিক্ষে দেওয়া দূরের কথা ভিখিরীকে মেরেই খুন ক'রে ফেলে।"

"কি রকম ?'

"এই দেখনি কত লোকে পায়ে হাতে ময়লা ন্যাকড়া জড়িয়ে খেটে খাবার ভয়ে পথে পথে ভিক্ষে ক'রে বেড়ায় ? একদিন একটা বুড়ো মোছলমানকে এমনি দেখে সে কী মার ! হতভাগা বুড়োটা আবার অনাথদারই কাছে হাত পেতে দাঁড়িয়েছে !"

"তার পর ?"

"আবার কি—বেশ দুঘা পেয়ে গেলেন।"

কথা শেষ না হইতেই সলিল আসিয়া পড়িল। সোণালি হাতের সেলাইটা মাটিতে রাখিয়া উঠিয়া গিয়া একখানা সতরঞ্চি পাতিয়া দিতেই সলিল তাহারই উপর বসিয়া বলিল "এক্জামিনের জন্যে কদিন আসতে পারিনি। তোদের খোঁজ খবরও নেওয়া হয়নি। কেমন আছিস ? সব খবর ভাল ? কাকী মা কোথায় ?"

পাশের থামটার গায়ে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া সোণালি বলিল "মা ঘুমুচ্ছে, ভালই আছি আমরা। তোমার এক্জামিন কেমন হ'ল ?"

"ভালই ব'লতে হবে।"

"এখন ত দেশে যাবে সলিলদা; না আর কোন কাজ আছে?"

"দেশেই যাব—তবে দুচার দিন দেরী হ'তে পারে। কতকগুলো কাজের গোলমাল মিটিয়ে তবে দেশে যেতে পাব। কেন, কোন কাজ আছে তোর?"

"না এমন আর কি তবে আমার কিছু পশম, সুতো এই সব আরও কতক কতক খুচ্রো খাচ্রা জিনিস পত্তর কিনে দিতে হবে—তাই ব'লছিলুম, আর কিছু না।"

"আচ্ছা আজই দেব এখন।" বলিয়া পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া সোণালির সামনে ধরিয়া সলিল বলিল "এই দলিলখানা রেখে দে সোণালি। আজ রবিবার ব'লেই দুপুর বেলা আসতে পারলুম—নইলে কলেজের কাজ আমার এখনও শেষ হয়নি কিনা। কাল আর হয়ত সময় ক'রে আসা হবে না। আমিত এত তাড়াতাড়ি ক'রতে চাই নি কিন্তু অনাথ বলে, না দেরী করা আর কিছুতে চ'লবেনা। আজই শেষ ক'রে ফেলতে হবে। তার মাথায় কিছু একটা এলে সেটার শেষ না ক'রে ত কোন দিন ছাড়বে না।"

সোণালি কাগজখানি আগাগোড়া পড়িয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল "এর মানে?"

"এর মানে—অনাথ এ বাড়ীখানা তোর নামে কিনে নিচ্ছে। সুনীল বাড়ী বেচ্তে কিছুতে রাজী হয় না, শেষে অনেক ব'লে ক'য়ে—"

"আমার নামে কিনে নেওয়ার মানে কি, আমায় বুঝিয়ে বল সলিল দা। নিজের নামে নিলেইত পারে

"বুঝলিনি সোণালি এ বাড়ীটা তোদের জন্যেইত—"

"সে আমি বুঝেছি। কিন্তু কেন? এই যে এত দিন ধরে প্রমাণে

অপ্রমাণে তিনি দু হাত দিয়ে দান ক'রে ক'রে আমাদের ভিক্ষের ঝুলিটাকে ভরিয়ে দিচ্ছেন—কিন্তু সত্যি সত্যি কি আমরা এখনও তাঁর কাছে দয়ার পাত্রী আছি? আমাদের ত শক্তি সামর্থ্যের অভাব নেই সলিলদা। হাত দুটোও পঙ্গু হয়নি, চোকেও ঝাপ্‌সা দেখিনে। এত দান যে রাস্তার ভিখিরীদের দিলে দুবছরেও ফুরিয়ে উঠত না। অপাত্রে কেন এত অনর্থক দান তাঁর? সলিলদা দেবার তাঁর যথেষ্ট ক্ষমতা থাকতে পারে, সে কথা দুশোবার মেনে নিচ্ছি, কিন্তু যাকে দেবেন তার নেবার ক্ষমতাটাও ত থাকা চাই? এমন অনাত্মীয়তার ভাব রেখে দান করাটা—হ'তে পারে তাঁর আজন্মকার স্বভাব, কিন্তু আমি আর হাত পেতে নিতে পারছিনে যে? আজ পর্য্যন্ত তিনি আমাদের পেছনে কতটাকা খরচা ক'রেছেন তার হিসেব রেখেছ কি?

"আমায় বুঝিয়ে দাও সলিলদা—আমি কেমন ক'রে তাঁর এ অযাচিত ভিক্ষে আর ঝুলিপেতে নিই! সেটা যে পরিপূর্ণ! শুনেছি তিনি দয়ালু, রাস্তার গরিব দুঃখী দেখলেই তাঁর কোমল প্রাণে আঘাত লাগে, কিন্তু এ দুটি নিরাশ্রয় ভিখিরীকে আজ এতদিন ধরে যে দিয়ে দিয়ে নিজের ভাণ্ডার খালি ক'রে তুলছেন—তাদেরকে চোকের দেখাও দেখেছেন কোন দিন? তবে কিসের তরে তাঁর এত দয়া? যাকে চোকে দেখে বুঝ্‌তেও চেষ্টা করেন নি একটিদিনও যে তারা দয়ার প্রার্থী বটে কি না! সত্যি বলছি দাদা, তুমি দয়া ক'রে এসব কথা তাঁকে বুঝিয়ে ব'লো। আর আজ পর্য্যন্ত যত টাকা আমাদের জন্য ঢেলেছেন তারও একটা হিসেব ঠিক ক'রে রেখ তোমরা। যেমন ক'রে পারি শোধ করবার চেষ্টা ক'রবো। সলিলদা! সময় থা্‌কতে থাকতে আমাদেরকে নিজের হাতে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে দাও। নইলে পঙ্গু

খোঁড়া হয়ে কাটাবো কেমন ক'রে? সারা জীবনটাই যে চোখের সামনে প'ড়ে রয়েছে!"

"ওসব হিসেব নিকেশের কথা ছেড়েদে সোণালি। তার কোন দিনই টাকা কড়ির হিসেব থাকে না। বাক্স খালি হ'লেই বাপকে চিঠি লেখে—আর দরকারের বেশী বেশী হাতে এসে পড়ে। তাকে দেখিস্‌নি তাই এমন ধারণা ক'রে নিতে পারছিস্।"

"কিন্তু কেন না ক'রবো? দেখার সৌভাগ্যটা যে কোনদিনই আমাদের হ'লনা সলিল দা। জানি—তাঁর অনেক কাজ—তবু এটাও কি কাজ নয়? যিনি দান ক'রে, ভিক্ষে দিয়ে দিন কাটান—ভিখিরীর মনের একটা ছোট খাট সাধ মেটানও কি এতই কঠিন তাঁর কাছে?"

"সলিলদা, তুমি নিয়ে যাও ও দলিল ফিরিয়ে। যা হবার তা হ'য়েছে, আজ হ'তে আর কোন সাহায্যই আমাদের দরকার হবে না। পশম বুনে, সেলাই করে মাঝে মাঝে কিছু কিছু হচ্ছেত আজকাল, এমনি ক'রেই দুটো পেট চ'লে যাবে। আর বাড়ী ভাড়াটা আস্‌ছে মাস থেকে আমিই দেব।"

"মিছিমিছি অভিমান করিস্‌নি সোণালি।"

"তা হ'লে তুমিও এ ব্যাপারে আছো সলিলদা? গতর খাটিয়ে পরের বাড়ী দাসীবৃত্তি করাটা কি এর চেয়ে কোন অংশে অগৌরবের ছিল? আমার বাবাকে কি এরই ভেতর ভুলে গেলে তুমি? বুঝলে না কি যে আমি তাঁরই মেয়ে?"

"তা হ'লে কি ক'রবো এখন বল?"

"ফিরিয়ে নিয়ে যাও। ওতে আমার কোন দরকার নেই। যদি এবাড়ী তাঁর কেনার বড্ড বেশী দরকার হ'য়ে থাকে—বেশ, নিজের নামে কিনুন না। তবে আমরা ভাড়া দিয়ে বাস ক'রবো। নিজে

কিনে নিচ্ছি ব'লে ভুল ধারণা মনে পুষে চিরটা কাল এবাড়ীতে বাস করা আমাদের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব হ'য়ে প'ড়বে, পরের হাত দিয়ে—”

“আমি কি তোদের পর সোণালি ?”

“না না ওকথা ব'লোনা দাদা। বাবা চ'লে যাবার পর আপনার ব'লতে ভূভারতে এক তোমাছাড়া আর কাকেও কোন দিন পাইনি আমরা।”

“তবে আমার অনুরোধেও কি তোর ধনুক ভাঙ্গা পণ কিছুতে ভাঙবেনা ? আমি ত এর মধ্যে অন্যায় কোনখানটা কিছু বুঝ্তে পারছিনে।”

“তোমার পক্ষে অন্যায় নয় তা জানি দাদা, আর আমাদের ভালর জন্যেই যে এত কথা তুমি শুনেও বরদাস্ত ক'রছ, সেটাও বুঝি। কিন্তু মনটা যে কেমন খচ্ খচ্ ক'রে ওঠে। কিছুতে এত বড় দান অন্যের হাত থেকে তাঁর নিতান্ত অপরিচিতার মতন—দাতাকে চোখের দেখাও না দেখে নিতে পারছিনে। আমি পারলুম না ব'লে আমায় মাপ ক'রো।”

“আচ্ছা তা হ'লে আমি আজ চ'ললুম। কিন্তু সমস্ত ভবিষ্যতে ভালর দিকটা ছেড়ে মন্দের দিকে কি কি ঘট্তে পারে সেটা এক্‌বার ভেবে দেখিস্ সোণালি। অনাথকে দেখিসনি ব'লেই তোর আত্মাভিমান যে আপনা হ'তেই একাজে তোকে বাধা দেবে, তা আমিও আগে জানতুম ; কিন্তু জীবনটা একঘেয়ে চ'লতে চ'লতে অনেক সময় এমনই বেঁকে দাঁড়ায় যে তখন সামলান দায় হ'য়ে পড়ে। তাই আমি তোকে ছেলে বেলা থেকে ভাল ক'রে জেনে শুনেও এত কথা এমন ক'রে ব'লতে এসেছিলুম। আচ্ছা—তা হলে উঠি আমি—”

"আমার পশম টশম গুলো কি তবে কাল কিন্‌বে?"

"ও না না, আজই কিনে দিচ্ছি। কি কি নমুনা দিবি, না—"

"এই যে সব ঠিক আছে।"

পাশের আলমারিটা খুলিয়া একখানি কাগজের মোড়কে বাঁধা কতকগুলি উলের নমুনা আর একখানি পাঁচটাকার নোট হাতে দিতেই সলিল বলিয়া উঠিল—

"এ কি সোণালি? তোর সলিল দা, কি এতই গরিব রে?"

"না দাদা। তুমি যে আমার রাজরাজেশ্বর ভাই! তবুও বোন্‌কে তার আত্মতৃপ্তি থেকে বঞ্চিত ক'রোনা দাদা।"

ষষ্ঠ

উপরি উপরি তিন চারি মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। সোণালি এখন আর অন্যের সাহায্য লইয়া তাহাদের ছোট খাট সংসারটি চালায় না। নিজের শিল্প কার্য্যদ্বারা কায়ক্লেশে যা জোটে তাই দিয়াই অবশ্য দরকারী সমস্ত খরচপত্রই চলিয়া যায়। অন্যের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিবার কোনই প্রয়োজন হয় না। ঝি রাখাটা নিতান্ত দরকার বলিয়াই রাখিতে হইয়াছে—ভদ্র ঘরের মেয়ে কেমন করিয়া বাহিরে জিনিস পত্র কেনা বেচা করিবে?

সুনীলের ভাই মনু প্রতিদিন আসিত অনেক সময় ছোটখাট কাজ তাহার দ্বারাও চলিতে পারিত, কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহ হইল সুনীল সপরিবারে দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। সলিল, সেও পরীক্ষার পর দেশে গিয়াছে এখনও সেই খানেই আছে। কাজেই একজন জানা শোনা লোক না থাকিলে একাকী থাকা কোন রকমেই সম্ভবপর নহে।

ঝি আছে বটে, কিন্তু গত মাস হইতে তাহার মাহিনাটা চুকাইয়া দেওয়া হয় নাই। হাতের সেলাইটা তুলিতে পারিলেই যাহা কিছু হইবে তাহাতে ঝির বেতন দিয়াও তাহাদের সংসার খরচের কিছু থাকিবার সম্ভাবনা।

সোণালি দেশে থাকিতে আবশ্যকমত পড়াশুনা করিতে পাইত। তখন সময় ছিল ভাবনা ছিল না। এখন সময়ও নাই ভাবনাও মাথায় মাথায় চাপিয়া বসিয়াছে। তা ছাড়া পড়িবার মত পুস্তকও কোথাও পাওয়া যায় না। পাশের বাড়ীর একটি মেয়ের সঙ্গে জানা শোনা থাকিলেও কখনও ক্বচিৎ ছাদে

দেখা হইলে দু একটি কথায় আলাপ শেষ করা ছাড়া আর তাহার সময় হইয়া উঠেনা। সেলাইএর হাত বন্ধ করিলেই যে ভান হাতের ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া যায়। তাহা না হইলে সেই মেয়েটির নিকট হইতে কিছু কিছু পড়িবার মত বই চাহিলে পাওয়া যায়—কিন্তু পড়িবার সময়টা যে মোটেই নাই।

অনাথকে আজও সে এবাড়াতে ডাকিয়া আনাইতে পারিল না। সেইযে সলিল একবার বাড়া খারদের কথা বলিয়া গিয়াছিল তাহার পর হইতে আর সে সম্বন্ধে কোনই উচ্চ বাচ্য নাই। তিন মাসের বাড়া ভাড়া বাকী, দিবার সংস্থান না থাকিলেও সেটা যেমন করিয়া হউক দেওয়ার বিশেষ দরকার। গোলমাল একটা না একটা লাগিয়াই আছে।

মাঝে মাঝে প্রায়ই সে এইসব ভাবিতে ভাবিতে অস্থির হইয়া পড়িত। বাড়ীটা যে সুনীলের তাহা সোণালির অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু তাহারও কোন খোঁজ খবর নাই—এবং বাক্সে ভাড়ার টাকারও সম্পূর্ণ অভাব। তথাপি আজও পর্য্যন্ত ভাড়ার কোন রকম তাগিদ পত্র না পাওয়ার দরুণ কেবলই সে ভাবিত সবই এই বন্ধু্টিনটির দয়া—তাই আজও এখনো নিশ্চিন্তে বাড়াতে বাস করা চলিতেছে! হায়! হায়! নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে গিয়াও যে উপায় নাই প্রতি মুহূর্ত্তেই পা টলমল করিয়া উঠে!

মাতার সঙ্গে পরামর্শ করিতে গেলে তিনি বিরক্ত হন। সোণালির এই জেদী স্বভাবটা তিনি কোন দিনই ভালর চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে—অত্যন্ত অসহায় হইয়া কিরূপে, কেন অনাথের এ শ্রদ্ধার দান ফিরাইয়া দিবে? কি জন্য? সোণালি কিন্তু এই দান শ্রদ্ধার বলিয়া মাথায় পাতিয়া লইতে পারে না। যদি শ্রদ্ধারই হইবে

তবে যে দান করে সে কেন তার এতদিনের আকুল আহ্বান উপেক্ষা করিয়া থাকিতেছে? কেন সে সামান্য—একমুহূর্ত্তের তরেও এই দুটি আশ্রিত অনাথিনীকে দেখিয়া যাইতে পারে না? ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেওয়া ছাড়া ইহার মধ্যে শ্রদ্ধা ভক্তির নাম গন্ধ কোনখানেই থাকিতে পারে না, থাকিলে, এ একটানা স্রোত হয়ত বা কোন দিন বদলাইতে পারিত।

কিন্তু সোণালি জানিতনা যে সলিলের মুখে তাহাদের অতীত সৌভাগ্যের দিনের সমস্ত কথা শুনিয়াই অনাথ শ্রদ্ধা ও কুণ্ঠার সঙ্গেই যাহা কিছু এত দিন সাহায্য করিয়া আসিতেছে। নিতান্ত আপনার জনের মত সম্ভাষণ জানাইয়া একাকী এ বাড়ীতে ঢুকিতে তাহার কোন দিনই সাহসে কুলাইয়া উঠে নাই—সলিলও জোর জবরদস্তী করিয়া একটি দিনও তাহাকে আনিবার চেষ্টা করে নাই, কারণ সে এই অতীব সরল এবং অতিরিক্ত মাত্রায় ভদ্র অথচ তেজী পুরুষটিকে বরাবর ভাল করিয়াই চিনিত বলিয়া।

কলিকাতায় আসার পর হইতেই চন্দ্রাবলীর শরীরটা তেমন ভাল ছিল না। বদহজম, পেটের অসুখ একটা না একটা লাগিয়াই আছে। সর্ব্বোপরি মেয়ের একগুঁয়েমী টুকু হাজার উপদেশেও ভাঙ্গিতে না পারিয়া তিনি শরীরের উপর আর কোনদিনই যত্ন করিতেন না। খরচ পত্রের অভাববশতঃ মেয়েও মায়ের এই ক্রমশঃ বৃদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়া রোগটাকে দমন করিবার সুযোগ পাইতেছিলনা।

এমনি ভাবে চলিতে চলিতে একদিন ঝি স্পষ্ট জানাইয়া দিল—শীঘ্রই তাহার বাকি পাওনাটা না দিলে আর চাকরি করিতে পারিবেনা। গরিব, খাটিয়া মজুরী না পাইলে কেন থাকিবে? একমাস চলিয়া গিয়াছে একটি পয়সাও পায় নাই, সুতরাং সে বেচারীরই বা দোষ কি?

দুঃখ কষ্ট যতদূর সম্ভব জোর করিয়াই সোণালির ঘাড়ে দিন দিন চাপিয়া বসিতে লাগিল, কিন্তু সে সমান মনের তেজ লইয়াই আপনার কাজের উৎসাহটাকে এমনই নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিল যে এই সব অল্প স্বল্প অভাব অভিযোগ চোখের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিলেও তাহার জন্য নূতন করিয়া মাথা ঘামাইবার অবকাশ তাহার মোটেই হইল না।

ঝির টাকা চাহিবার পরের দিন সন্ধ্যার সময় হাতের কাজটা শেষ করিয়া সোণালি নীচে যাইতেছিল—হঠাৎ সিঁড়ির কাছে মাতাকে দুই হাঁটুর নীচে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াই তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। কাজ লইয়া এ কয় দিন সে এমনই ব্যস্ত ছিল—মায়ের অসুখটা যে দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাও টের পায় নাই।

দুই হাতে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া সেও সেইখানেই বসিয়া পড়িল। এত দিনের পাষাণে গড়া ধৈর্য্যের শক্ত বাধাটা আর কিছুতে অন্য অন্য দিনের শক্তির তেজে দাঁড়াইয়া থাকিল না, নিমেষে চুরমার হইয়াগেল। মাকে ধরিয়া সোণালি ফুপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। প্রকাণ্ড জগতের মাঝখানে এই বুকখানি ছাড়া তাহার জ্বালা জুড়াইবার যে আর কোথাও স্থান নাই!

মাতাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া সোণালি পাশটিতে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। ঝি সন্ধ্যায় বাজার করিতে গিয়াছে, উপর নীচ সব অন্ধকার। কত আশা কল্পনায় ভরা ভবিষ্যৎটাকে নির্ম্মমের মত ছাইয়া ফেলিতে—আজ সোণালির মনটাতেও বুঝি তেমনি অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতেছিল।

ঝি আসিয়া আলো জ্বালিয়া দিলে—সোণালি আস্তে আস্তে উঠিয়া আলমারি হইতে এইমাত্র শেষ করা পশমের কারুকার্য্যটি তাহার হাতে

দিয়া বলিল "এটাকে এক্ষুণি যে বেচে আসতে হবে ঝি, যা-হয়, দর কষাকষি কিচ্ছু ক'রো না, সময় নেই, মার বড় অসুখ, আজই রাত্তিরে ডাক্তার আন্‌তে হবে।"

"তবু ভাল দিদিমণি, মায়ের অসুখটা আজ টের পেলে।"

"কি করি ঝি—হাত গুটোলে যে চারদিক অন্ধকার। উপায় যে কিছুতে খুঁজে পাচ্ছিনে। একটু তাড়াতাড়ি যাও—"

"সলিল বাবুকে না হয় একটা চিঠি লে'খ দিদিমণি।"

ঝি অনাথকে কোন দিনই দেখে নাই। তাহার কথায় সোণালি বলিল "তার কি দরকার হবে? এ সামান্য অসুখ ডাক্তার এসে ওষুধ দিলেই সেরে যাবে। মিছি মিছি কেন তাঁকে আবার হয়রাণ হ'তে এখানে টেনে আনব, দুদিন বিশ্রাম ক'রছেন বাড়ীতে, থাকুন না।"

"যা ভাল বোঝ কর। তবে অসুখটা সামান্যি নয় দিদিমণি—আমাশা, তাতে আবার আজ বিকেল থেকে রক্তের ছিটেও দেখা গেছে। গায়ে ত রক্তের ফোঁটাটুকুও নেই, দু একদিনে সারবেনা দেখে নিও।"

"যা ভগবান করেন। তুমি যাও তাহ'লে। আমি মার কাছে বসি! একটু আগে একবার ফিট্ হ'য়েছিল। একলা রাখাও চ'লবে না। যদি পার তাহ'লে বাড়ী ফেরবার পথে অমনি একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসো।"

পরক্ষণেই কি একটা কথা মনে হইতেই সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া অস্থির পদে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। চন্দ্রাবলীর তখন দুঃসহ রোগ যন্ত্রণায় সাড়া সংজ্ঞা ছিলনা।

সপ্তম

দুটিবৎসর নানা গোলমালে প্রস্তুত হইয়াও অনাথ কোন রকমেই শেষ পরীক্ষা দিয়া উঠিতে পারে নাই। সবার অপেক্ষা মেধাবী ছাত্র হইয়াও কেন যে সে বার বার দুইবার পরীক্ষা দিতে পারে নাই—কলেজের খ্যাতনামা শিক্ষকদের মধ্যে তাঁহা কোন দিনই গোপন ছিল না। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে পরিষ্কার বলিয়া বসে "তেমন তৈরী হ'তে পারলুম না।" কিন্তু প্রকৃত তথ্য আবিষ্কৃত হইলে সকলে মনে মনে এই উদ্ধত যুবকটিকে শ্রদ্ধা না করিয়া আর থাকিতে পারেনা।

সকাল বেলায় বিছানা হইতে উঠিয়াই তাহার মনে পড়িল—আজ পরীক্ষার প্রথম দিন। ইহার জন্য তাহাকে নূতন করিয়া বই মুখস্থ করিতে কোন বারেই হয় নাই, যাহা যাহা জানা থাকিলে অনায়াসে ছাত্ররা এ অপার সমুদ্র অতি সহজেই পার হইয়া যাইতে পারে, অনাথের তাহা ভাল করিয়াই আয়ত্ত করা ছিল। কিন্তু নিজের অন্তরের পরোপকার প্রবৃত্তিটা প্রতিবারেই এ বিষম সাগর পার হইবার জন্য তীরে দাঁড়াইতেই তাহাকে এমনই জোরে আকর্ষণ করিয়াছে যাহাতে আর সে উত্তীর্ণ হইবার জন্য কোন চেষ্টাও করে নাই। অন্য প্রকার নূতন কাজ পাইয়া নূতন উৎসাহে মাতিয়া উঠিয়াছে।

পাশের বাড়ীর হরিধন বাবুর ছোট মেয়েটি টাইফয়েড জ্বরে ভুগিতেছিল, সাতাশ দিনের পর গত রাত্রিতে তাহার জ্বর ত্যাগ হওয়াতে অনাথ শুশ্রূষার ভার মেয়ের পিতা মাতার হাতে তুলিয়া দিয়া বাসায় আসিয়া নিজের শয্যায় গড়াইয়া পড়িয়াছিল।

সকাল হইতেই পরীক্ষার কথা স্মরণ হওয়ায় মেসের চাকরকে

ডাকিয়া বলিল ৯টার মধ্যে তাহার ভাত চাই। গত বিশ দিন হইতে এক রকম নিজের সমস্ত কাজ কর্ম্ম সে ভুলিয়াই গিয়াছিল এমন কি তাহার স্নেহশীল পিতাকেও একখানি চিঠি দিবার সময় করিয়া উঠিতে পারে নাই। নাকে মুখে দুবেলায় দুটি করিয়া ভাত গুঁজিয়া সমস্ত কাজ ঠেলিয়া রাখিয়া অক্লান্ত যত্নে রোগীর সেবা করিয়াছে। জগৎ এ কয়দিন তাহার কাছে যেন সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

টেবিলটার দিকে নজর পড়িতেই দেখিল একগাদা চিঠি জমা হইয়া আছে, তাহাদের জবাব দেওয়া দূরের কথা এক খানিও পড়া হয় নাই—আজও হইল না। প্রাতঃকৃত্য সারিতে-সারিতেই কাজের তাড়া আসিয়া পড়িল।

একদিন একজন প্রবীন শিক্ষক অনাথকে বলিয়াছিলেন "অনাথ, পাড়ায়-পাড়ায় এখানে সেখানে হাম, বসন্ত, প্লেগ, কলেরা না ঘেঁটে বরং একটা নার্সের মতন এই হাঁসপাতালেরই কাজ কর না, হয়ত এরই মধ্যে থাকতে থাকতে তোমার একজামিন দেওয়ারও সময় হ'তে পারবে?" উত্তরে সে বলিয়াছিল "হাঁসপাতালের রোগীদের দেখবার ত নার্সের অভাব নেই? বাইরে এত লোক আছে, যারা নার্স পাওয়া ত বড় কথা একশিশি ওষুধও সময় মত পায় না। হয়ত অনেকে যাতনায় অস্থির হ'য়ে তদ্বিরের অভাবে ম'রেও যায়। আবার এমনও আছে পথ্যিও জোটেনা; ওষুধের নাম আর ক'রবনা—থাকবার—শুধু ঘরে শুয়ে শান্তিতে মরবারও অধিকার পায় না, তারা এমনি হতভাগা আর এত নিরাশ্রয়, একজামিন দিয়ে পাশ ক'রে বড় ডাক্তার হ'য়ে, নামের শেষে গোটাকতক 'এ' 'বি' 'সি' 'ডি' জুড়ে দেওয়ার চাইতে এই রকমের ডাক্তারী করাই আমি ঢের বেশী পছন্দ করি।"

কিছুদিন আগে বাড়ী হইতে পিতার অনুরোধ বা আদেশ পত্র

আসিয়াছিল—এবারে যেন পরীক্ষাটা চোখ কান বুজিয়া দেওয়া হয়। কারণ কাহারও অজানা ছিল না যে, সে খাতা লইয়া একবার 'হলে' বসিলে পাশ করা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই থাকিবে না।

* * * *

অনাথ পরীক্ষা দিতে যাইতেছিল। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের একটা বড় ওষুধের দোকানের সামনের ফুটপাতে চলিতে চলিতে সোণালিদের ঝি আসিয়া তাহার হাতে এক টুকরা কাগজ দিয়া বলিল "বাবু দেখুন ত কত দাম লিখে দিয়েছে।"

অনাথ এই ঝিকে, একদিনও দেখে নাই, রাস্তার লোকে এমন কত কথাইত জিজ্ঞাসা করে—সেই মনে করিয়াই কাগজ দেখিয়া দামটা বলিয়া দিতেই তাহার নজরে পড়িল প্রেস্কৃপ্‌শনে লেখা আছে—'চন্দ্রাবলী দাসীর জন্য।' স্বাক্ষর তাহারই একজন পরিচিত ডাক্তারের। জিজ্ঞাসা করিল "রক্ত আমাশা হ'য়েছে বটে ?"

"হাঁ বাবু।"

"তোমার কার অসুখ ?"

"আমি তেনাদের বাড়ীতে কাজ করি বাবু।"

"কোথা বাড়ী ব'ললে ?"

"ঝামাপুকুরে।"

"ও আচ্ছা যাও।"

ঝি কাগজটুকু আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে চলিয়া গেল। কিন্তু অনাথের আর যাওয়া হইল না। 'চন্দ্রাবলী' নাম দেখিয়াই তাহার মনে খট্‌কা লাগিয়াছিল তার পর যখন শুনিল ঝামাপুকুরে বাসা, তখন আর মনে একটুও সন্দেহ রহিল না। অন্যমনস্কতার জন্য ঝিকে 'আচ্ছা যাও'

ভাবিতে ভাবিতেই সে আরও খানিকটা পথ চলিয়া গেল। আবার কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া জোরে জোরে পা ফেলিয়া চলিল; কিন্তু মাড়োয়ারী হাঁসপাতালের পাশ দিয়া যাইতেই রাস্তা হইতে দেখিতে পাইল তাহার সেই ডাক্তার বন্ধুটি, যিনি চন্দ্রাবলী দাসীর 'প্রেস্কৃপশন' লিখিয়া দিয়াছিলেন—সম্মুখের আফিস ঘরটিতে বসিয়া খাতাপত্র দেখিতেছেন। অনাথ পূর্ব্ব হইতেই জানিত যে ইনি এইখানে চাকরী করেন।

হাঁসপাতালের অফিসঘরে ঢুকিয়া বন্ধুকে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিয়া রোগীর অবস্থা বুঝিতে তাহার বেশী সময় লাগিল না। আবার রাস্তায় নামিল। কিন্তু সেবার চলিতেছিল দক্ষিণ মুখে এবারে চলিল উত্তর মুখ ধরিয়া।

সাঁইত্রিশের দুই নম্বর বাড়ীর দরজার কড়া নাড়িতেই দরজা খুলিয়া দিল সেই ঝি, অনাথকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল "কি বাবু?"

"কিছু না" বলিয়াই সে সটান উপরে উঠিয়া গেল। গায়ের জামাটা খুলিতে খুলিতে ঘরে ঢুকিয়া সোণালি ও তাহার মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল "আমি অনাথ।"

সোণালি মায়ের শয্যাপার্শ্ব হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া অনাথের হাত হইতে তাহার জামাটি লইয়া সামনের হুকে ঝুলাইয়া রাখিয়া গড় হইয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইল। কিন্তু একটি কথাও বলিতে পারিল না, সামান্য একটি কথার সম্ভাষণ জানাইতেও বুঝি সে সময় তাহার শক্তি ছিল না।

চন্দ্রাবলীর তখন ভালরূপ সংজ্ঞা ছিল না। সোণালিকে অনাথ প্রশ্ন করিল "ডাক্তার বাবু আজ সকালে সাহেব ডাক্তার আনতে ব'লে গেছেন না?"

চোখ দুটি মাটির দিকে রাখিয়া সোণালি জবাব দিল "হঁা।" কিন্তু অনাথ এ সংবাদ যে কেমন করিয়া পাইল সে কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে এত দিনের এই শিক্ষিতা তেজদৃপ্তা মেয়েটির সাহসে কুলাইল না। যেমন ঘাড় নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল।

অনাথ বলিল "যে ডাক্তার দেখছে, সে আমারই একজন বন্ধু। এই মাত্র তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। সে বলে—ভাল একজন ডাক্তার নিয়ে এসে দেখানর খুব দরকার। কিন্তু তার ত কোন ব্যবস্থাই হ'য়ে উঠেনি ?"

সোণালি আবার ছোট্ট করিয়া জবাব দিল "না।"

উঠিয়া পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া অনাথ দেখিল দশটা বাজিতে আর বেশী দোর নাই। "যাক্ এবারটাও" বলিয়া পুনরায় ঘাড় যথাস্থানে রাখিতে যাইতেই সোণালি এবারেও হাত হইতে ঘড়িটা ধরিয়া লইল। অনাথও রোগীর বিছানায় ভাল হইয়া বসিল।

নিজের হাতে ঘড়িটি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে সোণালি জিজ্ঞাসা করিল "কিন্তু ডাক্তার আনার কি বিশেষ দরকার হবে ?"

আজ কি জানি নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে এই মহা বিপদের মাঝখানে অকূল সমুদ্রের কর্ণধারের মতই অনাথকে পাইয়া এবং তাহার প্রশান্ত মূর্ত্তির দিকে একটিবার চাহিয়া সোণালি তাহার চিরদিনের তেজী স্বভাবটার তেমন করিয়া কোন পরিচয়ই দিতে পারিল না। যে ব্যাপার লইয়া এতদিন একটা বোঝাপাড়া করিয়া লইবার জন্য সে প্রতিদিনই অনাথের দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিতেছিল অদ্যকার এই অতি আকস্মিক আগমনে সে সম্বন্ধে তাহাকে কোন প্রশ্ন করিবার মত ভাষা কিছুতে কোন রকমেই যেন কণ্ঠে যোগাইল না।

অভাবের তাড়না, চারিদিকের নানারকমের বিশৃঙ্খলা, গত কয়দিন

হইতে তাহাকে যেন লতাজালে আবদ্ধা কুরঙ্গীর মতই ঘেরিয়া ফেলিয়াছিল, হাজার চেষ্টাতেও কোন রকমেই আপনাকে এই বিষম ফাঁদ হইতে মুক্ত করিতে না পারিয়া সে দিন দিন হাঁপাইয়া উঠিতেছিল কিন্তু তথাপি দুঃখের অন্ধ মসীরেখাটির উপর দিয়া অতি ধীর সহিষ্ণুতার আবরণে আপনাকে ঢাকিয়া সে সহস্র দুশ্চিন্তায় ভরা দিনের পর দিন গুলি একরকমে কাটাইয়াই চলিতেছিল কিন্তু যখন মায়ের এতদিনের পীড়াটা ক্রমশঃ শক্তের দিকে ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল তখন আর সহিষ্ণুতার শক্ত বাঁধনটা শিথিল হইতে একটুও বিলম্ব হইল না।

অনাথবন্ধু বরাবরই এই দুঃখী পরিবারটির ছোট বড় সমস্ত অভাব অভিযোগ নিজের ঘাড়েই চাপাইয়া রাখিতে চাহিয়াছিল, এবং সোণালি অস্বীকৃত না হইলে সাধ্যমত ইহা বহন করিয়াও চলিত। কিন্তু সলিলের মারফত বাড়ী খরিদের দলিল খানি যে দিন সে ফেরৎ পাইল সেইদিন হইতেই নিতান্ত আত্মসম্মানাভিমানী মেয়েটিকে আর কোন দিনই কোন-রকমের উপকার বা সাহায্য দেখাইতে একটা প্রবল কুণ্ঠা আসিয়া তাহাকে বাধা প্রদান করিল; অন্তরের মধ্যে প্রতিদিনই ইহাদের খোঁজ লইবার অদম্য ইচ্ছা থাকিলেও সে সর্ব্ব বিষয়ে নিরুপায় হইয়া সে ইচ্ছা অন্তরের মধ্যেই দাবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু সহসা চন্দ্রাবলীর পীড়ার সংবাদ যখন পাইল তখন আর উদার সরল মনটাকে কিছুতে আটকাইয়া রাখিতে পারিল না। উপকারীর উপকার করিতে গিয়া মান অপমানের জ্ঞান তাহার কোন দিনই ছিল না। সুতরাং আজিও সে কথা মনের কোণে স্থান পাইল না। একরকম নিজেরই অজ্ঞাতে ঝামাপুকুরের এই বাড়ীটির দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল এবং পরীক্ষা দিয়া নাম যশঃ প্রতিপত্তি লাভের আশা বিসর্জ্জন দিয়া পরোপকারের জন্য ভবিষ্যৎটা উৎসর্গ করিয়া আত্মতৃপ্তিতে নিজের বুকখানা ভরিয়া তুলিল।

সোণালির বড় ডাক্তার ডাকিবার আবশ্যক হইবে কি না এই প্রশ্নের উত্তরে অনাথ বলিল "নিশ্চয়ই হবে। যাকে বিশ্বাস ক'রে রোগীর সমস্ত ভার ছেড়ে দেওয়া হ'য়েছে, সেই যখন বলে, তখন ত আর কোন খানেই সন্দেহ নেই। তা ছাড়া আমিও এ বিদ্যেটায় নিতান্ত মূর্খ নই —এক্‌জামিন দিয়ে পাশ না ক'রলেও এতকাল ধ'রে এই রোগ ঘাঁটাইত আমার পেশার মধ্যে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আপনার কি মত বলুন।"

"সেটাও কি আমার মুখ থেকে "না বের করিয়ে আপনি ছাড়বেন না?"

"দেখুন ঐ মতামতের অপেক্ষা রাখাটা আমার কোষ্ঠীখানার কোন খানেই লেখা নেই। আমি আজ পর্য্যন্ত নিজের মতে চ'লতে গিয়ে কোথাও কোন খানে বাধা পেয়ে ফিরে দাঁড়াইনি। তবু আপনাকে জিজ্ঞেস করছিলুম—"

"কিন্তু ফিরেই যেখানে দাঁড়ানো আপনার কোষ্ঠীতে নেই, তখন আজ কেন তার অপেক্ষা রাখ্‌ছেন? আমার মত জিজ্ঞেস করার মানে?"

"সেটা কি আপনিও বোঝেন না?"

সোণালি হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারিল না। হাতের ঘড়িটার পানে চাহিয়া মাথাটা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রোগীনির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া অনাথ বলিল "আমার স্বভাবের বিপরীত কাজটা আমি আজও ক'রতে পারলুম না; যদি পারেন মাপ ক'রবেন। এখন একটু বেরিয়ে আপনার ঝিকে ডাকুন।"

সোণালির মুখ হইতে প্রতিবাদ করিবার মত কোনকথাই বাহির হইল না। মাতৃবিচ্ছেদের নিদারুণ আশঙ্কার দিশেহারা হইয়া সে যন্ত্রচালিতের মত বাহিরে বারান্দায় গিয়া ঝিকে ডাকিয়া দিল।

পকেট হইতে ফাউণ্টেন পেন বাহির করিয়া এক টুকরা কাগজে

মেসের কোন বন্ধুকে একখানি চিঠি লিখিয়া দিয়া এবং চাবির ছড়াটা ঝির সামনে রাখিয়া অনাথ আবার রোগীনির দিকে মুখ করিয়া বসিল।

সোণালি সেই যে ঝিকে ডাকিতে ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল আর ফিরিয়া আসে নাই। নিতান্ত অস্থির পদে বারান্দায় পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক কোন এক জটিল বিষয়ের মীমাংসা লইয়াই যে ক্রমশঃ ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে তাহা অনাথের বুঝিবার এতটুকু সাধ্য ছিল না—সে এমনই সরল আর এমনই উদার।

রোগীনির অবস্থা ভালর দিকে মোটেই যাইতে ছিল না। মিনিটের পর মিনিট মন্দের পথেই অগ্রসর হইতেছিল। বিছানাটা বদলাইয়া দেওয়ার আবশ্যক হওয়াতে অনাথ ডাকিল "একবার এদিকে আসবেন ত, বিছানার চাদরটা বদলে দিতে হবে যে।"

সোণালি ঘরে ঢুকিয়া তাহার পরনের একখানি অর্দ্ধছিন্ন পরিষ্কার কাপড় বাহির করিতেই অনাথ বলিয়া উঠিল "একখানা চাদর টাদর—"

"আর ত চাদর নেই।"

"আচ্ছা তবে ওটাই পেতে দিন, আমি এঁকে ধ'রে একটুখানি সরিয়ে দিচ্ছি।"

বিছানার চাদর বদলানো হইলে অনাথ বলিল "এদিকে বেলাও ত এগারটা বাজে। আপনার নাওয়া খাওয়াটাও এরই মধ্যে সেরে নিতে হবে। ঝিকে না হয় খাবারের পয়সা দিয়ে দিন।"

সোণালি এবারেও কোন জবাব দিল না। ঘরের এক কোণে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে অনাথের প্রত্যেক কথা শুনিতে লাগিল।

মেসের চাকর একটা সুটকেস হাতে করিয়া বাড়ী ঢুকিতেই অনাথ বলিল "তোর যা কাজ আছে এই ঝিকে দেখিয়ে দিয়ে ডাক্তারের বাড়ী যা পেঁচো, আমার নাম ক'রে এই চিঠিটা তাঁকে দিবি। আর আসবার

সময় তোর জানা শুনা একটা হিসেবি লোক পাস্ সঙ্গে নিয়ে আসবি, এবাড়ীতেও একজন চাকরের বিশেষ দরকার হবে। তুই ফিরে এসে ঝিকে এখানে পাঠিয়ে দিস্ যা—"

তারপর সোণালির দিকে ফিরিয়া বলিল "আপনি আর দেরী করবেন না। আমিত রইলুম এখানে, যা হয়—ভাতে ভাত ক'রে খেয়ে নিন্। এর পরে ডাক্তার এসে প'ড়লে অনেক দেরি হ'য়ে যাবে।"

"ডাক্তার আসবে? কি ডাক্তার?"

"যিনি দেখ্ছেন—আর মেডিকেল কলেজের বড় সাহেব ডাক্তার তিনিও—"

"কিন্তু আপনি কেন—আমার ত আর—"

"আপনি ব্যস্ত হবেন না। এসম্বন্ধে একটি কথাও আপনার মুখ থেকে আমি শুনব না। আমার মতের ওপর মত চালাতে আমার বাবাও কোনদিন পারেন নি। যা করি, আর যা বলি তাই দেখুন, শুনুন। একটা মানুষের জীবনমরণের সন্ধির জায়গায় অসার তর্কটা কোন দিক দিয়েই খাপ্ খাবে না।"

এই সর্ব্ব প্রথম সোণালি অনাথের দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিল। বাধা দিবার কোন শক্তিই আজ তাহার নাই। মায়ের জীবন আর নিজের অপরিহার্য্য জেদ, দুয়ের মধ্যে শেষেরটাকে ছাড়িয়া দেওয়া ব্যতীত তাহার আর গত্যন্তর রহিল না। পুনরায় খাওয়ারকথা উত্থাপন করায় অনাথকে জবাব দিল "এখন থাকনা সে সব।"

— ——

অষ্টম

* * * আত্মীয় পরিজন শূন্য হইয়া কলিকাতার মত স্থানে যতদূর করা চলে, ততদূর সমারোহের সহিতই চন্দ্রাবলীর চতুর্থীর শ্রাদ্ধ শেষ হইয়াছে।

অনাথ সোণালির একটি কথাও গ্রাহ্যের মধ্যে না আনিয়া অকাতরে অক্লান্ত পরিশ্রমে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অভুক্ত থাকিয়া না হবে পাঁচশত কাঙ্গাল গরিবকে নিজের হাতে কখনও বা অন্যের সাহায্যে সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া, অতি পরিপাটি রকমে ভোজন করাইয়াছে।

জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহের বস্তু, মমতা ভালবাসার বাঁধন, বিধাতার কঠিন লৌহময় নির্ম্মম হস্তের আকর্ষণে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেলেও অতি মাত্রায় ধৈর্য্যশালা সোণালি শোকে মুহ্যমান হইয়া ঘরের মেজেয় গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইল না। বিপদে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে সে নিজের কাছেই শিক্ষা করিয়াছিল। যে দিন কালের ডাকে পিতাকে বিদায় দিয়া দুঃসহ শোকক্লিষ্ট দীর্ণ বুকখানি দুহাতে দাবিয়া মাতার হাত ধরিয়া সমস্ত শোক ভুলিয়াছিল, নিজে না কাঁদিয়া রোদনরতা মাতাকে সান্ত্বনা দিয়াছিল—আজ সেই মাতাকে, সেই একটিমাত্র স্নেহের আধার, আদর সোহাগ, মান অভিমান জানাইবার পাত্রকে কঠোর নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মের খাতিরে কালের কোলে তুলিয়া দিয়াও সে তেমনি সোজা দাঁড়াইয়া রহিল। মনের আকাশে ঘনায়মান শোকান্ধকার নিবিড় ভাবে জমিয়া থাকিলেও, আজ সে দিক্‌-ভ্রান্ত নাবিকের মত পথ খুঁজিয়া খুঁজিয়া নিজেকে পরিশ্রান্ত করিয়া ফেলিল না।

অযাচিত ভাবে নিতান্ত অনাত্মীয়তার ভিতর দিয়া অনাথের সমস্ত সাহায্যকে সে জোরের সহিত ফিরাইয়া দিয়াছিল, শতদুঃখ কষ্টের মধ্যে হাবু ডুবু খাইয়াও ধনুক ভাঙ্গা পণটাকে সহসা ভাঙ্গিতে চাহে নাই। কিন্তু মায়ের কঠিন অসুখের সময় সর্ব্বস্ব হারা হইবার স্পষ্ট ছবিটা অন্তরের নিভৃত দেশে ফুটিয়া উঠিতেই বুঝিতে পারিয়াছিল যে—অভীষ্ট-পথে চলিবার পথটুকু তাহার আগাগোড়াই কণ্টকময় আর এমনই কর্দ্দমাক্ত যে তাহার উপর দিয়া একটি পাও বাড়াইয়া চলা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। তাই সেদিন হইতেই সে অনাথের সমস্ত মতামতের মধ্যে নিজের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎটাকে স্বেচ্ছায় সঁপিয়া দিয়াছিল।

মায়ের মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধাদি মিটিয়া গেলে বহুপূর্ব্বের মতন আবার সাহায্য গ্রহণে ক্ষীণ আপত্তি তোলায় অনাথ বলিয়াছিল "আপনি ভুলে যাবেন না যে বাঙ্গালী হিঁদুর ঘরের মেয়েদের এত তেজ নিয়ে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ক'লকাতার মত উচ্ছৃঙ্খল সমাজের গণ্ডীতে বাস করা কত বেশী রকমের দুঃসাহসিকতা। আমি আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চ'লতেই বাধ্য হব—যদি আমার কথায় আপনার সম্পূর্ণ সম্মতি না পাই।"

ইহার পর হইতেই সোণালি ছোট বড় সব কাজেই অনাথের মতানুসারে চলিতেছে। তা ছাড়া আরও একটুখানি কারণ ছিল, মায়ের মৃত্যুর পর একদিন একটা কাজের জন্য অনাথেরই অনুরোধে তাহার সুটকেসটা খুলিয়া ফেলিতেই দেখিতে পাইল—আজ পর্য্যন্ত সে পশম ও সূতার যতগুলি কাজ করিয়া ঝির সাহায্যে অত্যন্ত চড়া দামে বিক্রয় করিয়া সংসার চালাইয়াছে তাহার সবগুলিই এই সুটকেসটির মধ্যে আবদ্ধ। দেখিয়া সোণালির মত বুদ্ধিমতীর সমস্ত কথাই বুঝিতে একটুও বিলম্ব হইল না। পরাজয়ের গ্লানিতে তাহার মুখখানি ধূলি-মলিন হইয়া পড়িল। কঠোরতার মধ্যে থাকিয়া জেদ বজায় রাখিতে

গিয়া যে তাহাকে সর্ব্ব বিষয়ে পরিত্যাগ করা নিতান্ত অনাত্মীয় ব্যক্তিবই সকল সাহায্য অজ্ঞাতে এতদিন লইয়া আসিতে হইয়াছে, তাহা মনে হইতেই—দৃঢ় প্রতিজ্ঞার দৃঢ় বাঁধনটা কেমন যেন আপনা হইতেই শিথিল হইয়া পড়িল।

* * * * * *

শ্রাদ্ধ শান্তির গোলমাল মিটিয়া যাওয়ার সপ্তাহ পরে একদিন আন্দাজ বেলা আটটা নয়টার সময় অনাথ আসিয়া বাড়ী ঢুকিতেই ঝি বলিল "দিদিমণি ছাদে আছে বাবু, আপনি বসুন ডেকে দিচ্ছি।"

"আচ্ছা থাক্। তেমন কিছু জরুরি কাজ নেই—ওবেলা আসবো এখন।"

বাহিরে যাইবার জন্য পা বাড়াইতেই উপরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া সোণালি ডাকিল "ওপরে আসুন অনাথ বাবু!"

উপরে আসিয়া সম্মুখেই পাতা মাদুরটায় বসিয়া অনাথ বলিল "ছাদে এত বেলায় কি ক'রছিলেন, আর ত তেমন শীত নেই যে রোদ পোয়ানো ব'লবেন ?"

"পাশের বাড়ীর আমার একটি বন্ধুর সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল। নির্জ্জন বাড়ীতে সব সময় একলা থাকতে হাঁপিয়ে উঠ্‌তে হয়, তাই মাঝে মাঝে ছাদে গিয়ে 'লতাদি'র সঙ্গে একথা সেকথা ক'য়ে মনটাকে হাল্কা ক'রে নিই।"

"আপনার বন্ধুর নাম বুঝি লতা ?"

"হাঁ, লতিকা, বেশ মেয়েটি, এবারে বি, এ, একজামিন দেবে—সময় নেই পড়াশুনা নিয়ে—তবু আমি ছাদে উঠলেই তার সব কাজ ফেলে ছাদে আসা চাই-ই। আচ্ছা যদি কোনদিন অনুরোধ না এড়াতে পেরে আমি ওদের বাড়ী যাই টাই—তাতে কি আপনার কোন আপত্তি আছে ?"

"আপনি হাসালেন দেখ্‌তে পাচ্ছি। সলিলের মুখে শুনে আর এই এতদিন ধ'রে আপনাকে দেখে, আমি বরাবরই জানি—নিজের ভালমন্দ বুঝে চলবার শক্তি আর পাঁচজনকার চাইতে আপনার কোনদিকেই খাটো নয়। তবু আজ হঠাৎ এমনধারা আমার মতটা চেয়ে বসার উদ্দেশ্য-টাত ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারলুমনা ? আপনার মনের ভেতর আগা গোড়াটা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও যেখানে সামান্য একটু খানিও অন্যায়ের আভাষ পেলেন না—সেখানে যা খুসী তাই ক'রবেন, তার জন্য আমারই বা মত চাইতে হবে কেন ?"

"কিন্তু কর্ত্তব্য ব'লে জিনিসটাও ত নেহাৎ ফেল্‌নার সামগ্রী নয় অনাথ বাবু।"

"কর্ত্তব্য ? এখানে তার কিছু প্রয়োজন আছে কি ? কিন্তু থাক্। আমার দিক থেকে আপনাকে আমি বরাবরই পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছি—এই নেওয়া দেওয়াটা আমাদের উভয়ের মধ্যে নিতান্ত অশোভন জেনেও।"

"অশোভন বুঝলেন কিসে ?"

"আপনাকে দেখে।"

"ঠিক বুঝলুম না।'

"সব আত্মীয় বন্ধুর ওপরেই মানুষের একটা অধিকার থাকে, কিন্তু আমাদের দিক দিয়ে এ কথাটা কোনখানে খাটে কি ? খাটেনা। কারণ আপনি আমাকে সে অধিকার কখনও দেনও নি আর নিজেও নিতে চান নি।"

"এতদিন এত ঘটনা, এত বড় একটা প্রলয় যে ঘটে গেল তার মধ্যেকার ব্যাপারটা জড়িয়ে ধরলে কোন খানেই কি কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না ? আজ এমনি সোজা হয়ে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে

মুখোমুখি কথা কাটাকাটি যে ক'রছি আমি, সে কার জোরে? কিসের?"

"ও কথা ছেড়ে দিন। বাঁধা মুখস্থ করা বুলি গুলো আওড়ে গেলে বাহাদুরী কিছু মেলে না।"

"আচ্ছা আনাথ বাবু, সোজা ভাষায় এই কথাগুলো ব'লতে আপনার জিভেয় এতটুকু বাধ্‌লোনা? বর্ত্তমানে এই অকূল পাথারে ভাসা অদৃষ্টটা আমার কিসের জোরে দিনের দিন কূলে এসে পৌঁছুতে পারছে, তা ত আমার নিজের কাছে বা সবার ওপর ভগবানের কাছেও অজ্ঞাত থাকবার নয়?"

"আপনি দয়া ক'রে ও প্রসঙ্গটা চাপা দেবেন না আমি নিজেই উঠে যাব?"

সোণালি জানিত অনাথ আত্মপ্রশংসা শুনিতে কোনদিনই ভাল বাসেনা। আর তাহারও কথাগুলি যে নেহাৎ মুখের উপর খোসা-মুদী বুলির মত শুনাইতেছিল তাহাও বুঝিতে পারিল। এমন করিয়া বলা তাহার একেবারেই ইচ্ছা ছিলনা, কিন্তু আকস্মিক আবেগটুকু সামলান অত্যন্ত কঠিন হওয়াতেই—

"আচ্ছা আমাকে খান দুই বই এনে দিতে হবে যে, যদি সময় মত—আর সময় ত ২৪ ঘণ্টাই, লতির কাছে দেখিয়ে শুনিয়ে নিয়ে—ইংরিজী বাঙ্গালা—"

"আপনি যাবেন? লতির সঙ্গে গিয়েই একদিন স্কুলে ভর্ত্তি হ'য়ে আসুন না। ঝঞ্ঝাট ত নেই বেশ একটা অবলম্বন নিয়ে থাকতে পারবেন।"

"কিন্তু এই বুড়োবয়সে গুরু মশায়ের বাড়ীতে গিয়ে হাতে খড়ি দিতে আর ত তেমন আগ্রহ নেই, ঘরে ব'সে চেষ্টা ক'রে যা হয় সেই ঢের।"

"হাতে খড়ি নয়—সে আমি বেশ জানি। তবে বাড়ীতে পড়াই যদি ভাল মনে হয়—বেশ তাই প'ড়বেন। দরকারী বই আমি ও বেলাতেই এনে দিয়ে যাব।"

"হাঁ—ভাল কথা—দুমাসের পর আর একটা যে আপনার একজামিনের সময় আছে ব'লছিলেন—আর কত দেরি তাতে?"

"ও—সে ত বোধ হয় আর হ'য়ে এল।'

"তাও ভাল ক'রে জানেন না? এ কটা দিনত কোন কাজ ছিল না—একটা খোঁজ নেওয়ারও সময় হ'য়ে ওঠে নি বুঝি?"

"আজ নিলেই হবে।"

"হাঁ আজই জেনে আসবেন। সেবারে ত আমিই ফাঁসিয়ে দিয়ে-ছিলুম—এবারে একজামিনটা দেওয়া চাইই—সে এখন থেকেই ব'লে রাখ্‌ছি কিন্তু।"

এমনি জোর ও অধিকার দেখাইয়া কথাটা বলিয়া কেমনতেই অনাথ সোণালির মুখের দিকে চাহিল কিন্তু সে মুখে কি দেখিল অনাথই বলিতে পারে। তবে সোণালির মুখখানি তখন ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না। একটা লালিমার ছটায় গণ্ডদুটি টল টল করিতেছিল, আর লজ্জার তীব্র মধুর আকর্ষণে চোখের পাতা দুটিও যেন জড়াইয়া পড়িতেছিল।

অনাথের কোমল আগ্রহপূর্ণ আবেগময় চাহনির সঙ্গে নিজের সরম জড়িত চাহনিটুকুর বিনিময় হইতেই সোণালির মরাল-গ্রীবা আপনা আপনি ধীরে অতি ধীরে সম্মুখে হেলিয়া পড়িল।

বয়স্থা সুন্দরী গৃহস্থ কন্যার মত সঙ্কোচের বালাই তাহার ছিলনা কারণ শিশুকাল হইতে মা বাপের আদরে সেটার সহিত মাখামাখি রকমের পরিচিত হইবার সুযোগ সে কোনদিনই পায় নাই। কিন্তু রমণীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম যেটুকু সেটুকুত ছাড়িয়া দিবার নয়, সে ঠিক সময়

হইলে অনাহূতের মতই আসিয়া দেহমনের মধ্যে আপনার ক্রিয়া দেখাইতে কিছুতে কসুর করিবে না। তথাপি আপনার নিঃসঙ্গ অবস্থা কল্পনা করিয়া এই শিক্ষিতা মেয়েটি নিজের মানসিক চাঞ্চল্য বা সরম সঙ্কোচটুকু নিমিষের মধ্যে দাবিয়া রাখিতে পারিল।

একজামিনের কথায় অনাথের দিক হইতে আর কোন জবাব না পাইয়া পুনরায় সোণালি বলিল—"কালকের মধ্যেই খবরটা জেনে রাখবেন। আর এক কথা সুলিলদার খবর জানেন? তাঁকে ত চিঠি দিয়েও জবাব পেলুম না।"

"সে ত দেশে নেই। হতভাগাটা একজামিন দিয়ে দিন দুই বাড়ীতে থেকেই শ্বশুরবাড়ী গেছে, আবার সুনীলের চিঠিতে খবর পেলুম—বউকে নিয়ে এলাহাবাদ গিয়ে হাজির—"

"আপনাকে কোন চিঠি পত্তর—"

"দেবে। বোধ হয় হঠাৎ গিয়েই লেখার সুবিধে ক'রে উঠ্তে পারেনি। এলাহাবাদে তার শ্বশুরমশায় চাকরী করেন কি না।"

"হাঁ তা জানি। কিন্তু সুনীল বাবু কেমন ক'রে জানলেন?"

"হুঁঃ সেটাও যে বউকে নিয়ে সে দেশেই মাস খানেকের মতন আড্ডা পেতেছে। খালি বউ বউ ক'রেই হতভাগারা মাটি হ'য়ে পড়লো দেখতে পাচ্ছি"

"আপনারও সময় হ'লে তাই হ'তে হবে।"

আবার সোণালির মুখ খানি রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

অনাথ বলিল "দেখে নেবেন—আমি অত নাকে দড়ী ক'রে নিজেকে টানাটানির ভেতর জড়াতে' ভাল বাসিনে। দম্ ফেলবার সময় নেই —বাপ্!"

অনাথ নিজের কথাতেই হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। সেই সরল

হাস্যের তালে তালে সোণালির অন্তরের ভিতরকার গোপন ভাবটুকু দুলিয়া দুলিয়া ভাসিয়া চলিতেছিল, আর তাহারই আশেপাশের আনন্দ বাতাসে বুঝি দেহটাও তাহার কিসের অজানা শিহরণে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল। এই কিঞ্চিদধিক পঞ্চদশ বৎসরের মধ্যে জ্ঞান হওয়া অবধি এমন প্রাণের সমস্ত আবরণ খুলিয়া হাসিতে ত কই কাহাকেও দেখে নাই সে!

"থাক্ তা হ'লে আপনি রান্না বান্নার যোগাড় দেখুন, কথায় কথায় অনেকটা দেরি ক'রে দিলুম।"

"আপনার ক্লাস নেই আজ?"

"ক্লাস্? হাঁ আছে বইকি। তবে সে আরও ঘণ্টা দুই পরে। আমি চ'ললুম—বামুন ঠাকুরকে দেখা না দিলে আবার খাওয়াটাও কপালে জুটবে না।"

"কেন ঠাকুর জানেনা—যে আপনি রোজ দুপুরবেলা বাতাস খেয়েই বেড়ান না?"

"কাল রাত্তির থেকে মেসের রেজেষ্টারি খাতায় যে '৪' চ'লছে।"

"ওমা! রাত্তির থেকে খাওয়া হয়নি? কোথা ছিলেন?"

"হাঁসপাতালেই, একটা কেস ছিল, নার্স ক'রতে হ'ল। সবাই ও রোগটার দিকে এগুতে চায় না কি না? যত বেটার ছেলে সব জুটেছে, পয়সা নিতে পেছপা নয় কেউ—অথচ বাছাই ক'রে নার্স ক'রবেন। যেন দুহাজার মাণিক দিয়ে প্রাণটাকে যমরাজের হাত থেকে কিনে রেখেছেন—খোয়াতে কোন দিনই হবে না—"

আবার সেই হাসি—পরতে পরতে পর্দ্দায় পর্দ্দায় সেই হাসির বেগ নামিতেছে আবার চড়িয়া উঠিতেছে। সোণালির ক্রমশঃই যেন নিজেকে সামলান কঠিন হইয়া পড়িতেছিল।

ঘাড় দেখিয়া অনাথ বলিল "আর দেরি ক'রবনা। রান্না হ'য়ে গেলে ত আর কোন উপায়ই থাকবে না—আচ্ছা—আপনার ত একটা ঘড়ি টড়িও নেই—সময় দেখেন কি ক'রে ?"

"সময় যাদের দেখবার তারা দেখবে। আমার ত গাদা গাদা সময় চোকের সামনে প'ড়ে র'য়েছে তার আবার দেখব কি ?"

"না :—আমি ওবেলায় আপনাকে নিশ্চয়ই সময়ের দামটা বুঝিয়ে দিয়ে যাব। একটা কিছু না নিয়ে কি থাকা যায়—কিন্তু শুধু বই প'ড়লে চ'লবেনা, আরও—"

"কি ? পশমের মোজা—আসন, টেবিলের ঝালর আরও দরকার আছে ? কিনবেন ? বাক্স ত বোঝাই র'য়েছে ! আচ্ছা কোত্থেকে কিনলেন অনাথবাবু ? আপনার যে সখ নেই বলে সবাই—এত সব কেমন ক'রে তবে হ'ল বলুন ত ?"

"না না আমি এবারে এমন কাজ আপনাকে দেব, দেখবেন—তখন ঘামে গলদ্ঘর্ম্ম হ'তে হবে।"

"বেশ তাই দেবেন, পেলে যে বেঁচে যাই !"

"আপনার ঝি কোথা গেল ? চাকরটাকে ত বিদেয় ক'রে ছেড়েছেন, সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় কি না। সে বেচারা থাকলে বরং সময় অসময়—"

"কিন্তু খালি খালি এতগুলির শ্রাদ্ধ যে হ'ত, তার বেলা ? যাক্ সে কথা—ঝিকে কি দরকার ? মেসে খবর দেবে ?"

"না—খবর দিয়ে কোন লাভ নেই।"

"সে আমিও জানি। দয়া ক'রে একটু বসুন। আমি নেয়ে এসেই সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। ঝি কে উনুনটা ধরিয়ে দিতে বলি। ঘি ময়দা যা—"

"আমার খাবারের কথা ভাবছেন ? কেন ? সে আমি ঠিক ক'রে নেব' এখন। কিছু ব্যস্ত হ'তে হবে না। এখনও ঢের সময় আছে।"

"তা থাক্। বাজারের অখাদ্য গুলো আজ আর নাই বা খেলেন — মেসে কি জুটবেনা ?"

"বেশ, যা ভাল বোঝেন করুন। মেসে জুটবেনা সত্যি – কিন্তু ঘি ময়দার কথা ব'লছিলেন, আপনি কি দিনের বেলা লুচি খান ?"

"যদি খাই – ই। কিন্তু ব'রে দুখানা লুচির খরচ যোগাতে কি অনাথ বাবু ফকির হবেন ?"

"ভাতই বাঙ্গালার প্রধান খাদ্য কহে"—বলিয়া অনাথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"আমাকে যদি বাজারের অখাদ্য খেতে দিতে আপনার এতই আপত্তি থাকে—তাহ'লে ভাতে ভাত ক'রে দিন না। বরং দিনটা কাটবে ভাল, নহলে লুচিতে ত এ দাবানল নিভ্‌বে না ?"

"আপনি ব্রাহ্মণ, পাপের চাপে নিজেকে পিষে মারবার সাধ কার কোন কালে হ'য়ে থাকে বলুন ত ?"

"ও: এই কথা ? ব্রাহ্মণ! হুঁ—তাতে হ'য়েছে কি ? পৈতে গলায় ঝুলোনেত বুঝি হ'ল ? সব দিকের সব কাজ দুগাছা সুতোর জোরে আটক পড়বে ভেবেছেন ? না তা হয় না। তা ছাড়া আমার কথা ছেড়েই দিন। ছাত্রিশ জাতের এঁটো আর ছত্রিশ রোগের মড়া ঘেঁটেও ত একটি দিন মাথাটাও ডুবিয়ে নিইনে। তবু ব্রাহ্মণ জাত থেকে নামিয়ে কেউ কোন দিন আমাকে চণ্ডালের দরজায় আটকে রেখেছে ? এই যে মড়া ছুঁয়ে দেশে চান্ ক'রতে হয়—চণ্ডাল স্পর্শ ক'রলে অশুচি হ'তে হয়—অথচ ২৪ঘণ্টার মধ্যে খুব কম ক'রে আমরা দুশোবার তাই

ক'রছি, কিন্তু তাতে ক'রে আমাদের জাতও যায় না, লোকে আপত্তিও তুলতে পারেনা।"

"নিজের কাজে এ ক'রতে দেশের লোক দোষ দেয় না। ডাক্তারী শিখতে হ'লে ও না হ'লে যে চলেই না।"

"তাই—তাই। নিজের কাজে মুসলমানের পাত্ চাট্‌লেও দোষ নেই জানেন? আপনি ত অনেক উঁচুতে। আর আমার চাইতে কোন বিষয়েই যে আপনি ছোট নন, সে প্রমাণও পেতে আমার বাকি নেই। ওসব ব'লতে হ'লে অনেক এসে পড়ে—এখন সব ঠিক ঠাক করুন আপনি, আমিও ঘুরে আসি একটু—"

"দেশের সমাজ ব'লে—"

"দোহাই আপনার, আর রাগ বাড়াবেন না। দেশের সমাজ—কথাটা কাণে এলেই আমার পা হ'তে মাথা অবধি রি-রি ক'রে ওঠে।—ঘুরে আসচি এক্ষুণি এই ব্যাগের চাবিটা রইল।"

"এখানেই ত চান্ ক'রবেন?"

নীচে নামিয়া সদর দরজা পথের দিক হইতে বন্ধ করিতে করিতে অনাথ জবাব দিল "যদি সময় না থাকে, তাহ'লে তাই হবে।"

নবম

এলাহাবাদ হইতে সস্ত্রীক বাড়ী ফিরিয়া গত দুইদিন শারীরিক অসুস্থতার জন্য সলিল বাড়ী হইতে বড় একটা বাহির হয় নাই।

আজ খুব ভোরে উঠিয়াই মাঠের দিক হইতে সকালের ভ্রমণ শেষ করিয়া সে বাড়ী ফিরিতেছিল, তখন একটু বেলাও হইয়াছে। গাছের পাতায় পাতায় সোণালি রৌদ্র চিক্ চিক্ করিতেছিল, বৈশাখ মাসের প্রথম, তবুও ইহারই মধ্যে গ্রীষ্মটা অতি প্রচণ্ড ভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে।

অনেকদিনের পুরাতন স্মৃতিটা নূতন করিয়া মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিতেই সলিল গ্রামে ঢুকিতে বাঁ দিকের পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাট ছাড়িয়া একটু বাঁকা পথে সোণালিদের বাড়ীর সামনের রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইতেই তাহার সমস্ত অন্তরটা অত্যন্ত অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিল। জ্ঞান হওয়া অবধি এই দীর্ঘ কয় বৎসরের অভিজ্ঞতায় এতখানি যে আশ্চর্য্য ব্যাপার কোন দিন মানুষের গোচরীভূত হইতে পারে, এ কথাটা অনেক ভাবিয়াও সে কিছুতে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

নিতাই দাসের তেমন সুন্দর সাজানো বাড়ী, সুরুচিপূর্ণ ফুলের বাগান, সব যেন কি এক ঐন্দ্রজালিকের মায়াকাঠির স্পর্শে এই তিন চারিমাসের মধ্যে কোথায় কোন অনন্তে মিশিয়া গিয়াছে। সম্মুখের বটগাছটা অতীতযুগের সাক্ষী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে তাই স্থানটা ঠিক করা যায়; নতুবা এখানে যে কখনও কোনকালে একজন

সম্পন্ন গৃহস্থের ঘর বাড়ী ছিল, একথা কল্পনাতেও কেহ কোনদিন আঁকিতে পারিত না।

নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে অভিভূত সলিল অনেকক্ষণ সেই সমতল প্রকাণ্ড ময়দানের দিকেই চাহিয়াছিল। আজ সোণালির কথাটা অনেক রকম ভাবে অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ—তিনকালের চিন্তার ধারা লইয়া তাহার মনে প্রাণে অতি সুস্পষ্ট করিয়া ভাসিয়া উঠিল।

জগতের বুকে এই যে নিতান্ত নিরাশ্রয়া অনাথিনী বালিকা, ইহার বর্ত্তমান ত দিন দিন অতীতের দিকে চলিয়াই যাইতেছে,—কিন্তু ভবিষ্যৎও এমনি চলিতে চলিতে একদিন একদিন করিয়া তাহার অভিশপ্ত ভাগ্যটার উপর আপনার বিজয়-ডঙ্কা বাজাইয়া জেতার রক্ত নিশান ধরিয়া স্বরূপ মূর্ত্তিতে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। কিন্তু সে যে কী ভীষণ কতখানি শোচনীয় ঘটনার স্তর সাজাইয়া আর কতদূর নিরুৎসাহ এবং নিরানন্দের আভাষ সর্ব্বাঙ্গে মাখামাখি করিয়া, সে বিষয়টা ভাবিয়া দেখিতেছে কয়জন হিতৈষী আত্মীয়ের দল তাহার? অথচ একদিন ইহারই হাসি মুখে মধুর স্নেহমাখা ভাব ফুটিয়া উঠিতে দেখিলে এই স্তাবকের দলই আপনাদেরকে ধন্য মনে করিয়াছিল। অতি বড় শত্রুর উৎকট প্ররোচনায় হাবু ডুবু খাইতে খাইতে এই যে সর্ব্বস্বহারা অবলা কত বিপদের দুস্তর পাথার বাহিয়া আজ অকূলে কূল পাইয়াছে, এটুকু কয়জন সুসময়ের বন্ধু আত্মীয় খোঁজ লইতে গিয়াছিল বা আজও লইতেছে?

অতীতের সাক্ষী বর্ত্তমানের নিশ্চিত নিশানা সেই বহুপুরাতন বটবৃক্ষের মৃদুশীতল বাতাসে শরীরের ক্লান্তি দূর করিতে করিতে বসিয়া বসিয়া সলিল একটু একটু করিয়া চিন্তার জাল বুনিতেছিল, কিন্তু এমন ভাবে আর বেশীক্ষণ বসিয়া থাকা চলিল না। অনেকগুলি জন মজুর

সঙ্গে মুকুন্দদাসকে আসিতে দেখিয়াই তাহার সমস্ত চিন্তার রাশি অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই নিবিড় ক্রোধে পর্য্যবসিত হইল উঃ কি দুর্দ্দান্ত কপট ভণ্ড এই লোক! না করিতে পারে এমন অকার্য্য বুঝি আজও পর্য্যন্ত কোন দিন সৃষ্ট হয় নাই! জাল, জুয়াচুরি, মিথ্যা সাক্ষী এসব ত আছেই, কিন্তু আর একটা শাণিত অস্ত্র—মধুর বচন বিন্যাস! ভিতরে ভিতরে সর্ব্বস্বাপহরণ করা অথচ উপরে বিপুল আত্মীয়তার কপট মৃদুস্নিগ্ধ প্রলেপ মাখানো সব্বনেশে কথার বাঁধুনি— সত্যকারে এমন সাহচর্য্যতা বুঝি কেউ কোনদিন পায় নাই। গরলের সঙ্গে সুধার এমন সংমিশ্রন বুঝি কেহ কোনদিন ফুটিয়া উঠিতে দেখে নাই।

সলিলকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়াই মুকুন্দ সঙ্গের জন মজুরদের কার্য্যস্থানে যাইতে উপদেশ দিয়া গাছতলায় আসিয়া বলিল "কে সলিল না? কবে এলে বাবা?"

"পরশু ভোরে এসেছি।"

"বউমা এসেছেন? শরীরটা একটু সেরেছে ত? আমি রোজই খোঁজ নিই বাবা। বুড়ো যে কদিন আছে সে কদিন ত এমনি ক'রে দেখে শুনেই তাকে বেড়াতে হবে? সেদিন বউঠাকরুণের মুখেই তোমার পাশের খবরটাও পেলুম কিনা—তাই ভাবছিলুম—আজ দাদাঠাকুর বেঁচে থাকলে কি আনন্দই হ'ত! আহা মানুষত ছিলেন না— হরি তুমিই সার—এত সকালে লাঠি হাতে ক'রে কোনদিকে যাওয়া হ'য়েছিল বাবা?"

"মাঠ দিয়ে একটুখানি বেড়াতে।"

"বেশ বেশ। সহরে থেকে পাড়া গাঁয়ে এসে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছ। এখন আমাদের এই সদরেই কাজ সুরু কর বাবা। তোমরা থাকলে বুড়োর তবু একটা ভিল্লে হয়।"

"আপনার এসব লোকজন নিয়ে এদিকে কি হবে ?"

"ও—এখানটায় কিছু কিছু গাছপালা তরীতরকারী লাগাবো কি না, তাই জায়গাটা একটুখানি ভাল ক'রে ভেঙ্গে চুরে সমান ক'রে নিতে হবে।"

"আপনার বাহাদুরী আছে ব'লতে হবে ; অত বড় বাড়ীটা ভেঙ্গে দুদিনে খোলা ময়দান ক'রে ফেলেছেন—আবার দুদিন পরে গাছ-গাছড়াও জন্মাবে এখানে।"

"হেঁ হেঁ সলিল. বাবা, আমার মতন বুড়ো হ'লে তুমিও এমনি বাহাদুর হবে বইকি।"

"আমি ?—সলিল ত সলিল তার সাতপুরুষেও এতদূর কেউ কোন দিন ছবিতে আঁকতে পারে না, আপনি যা হাতে কলমে লোককে দেখাচ্ছেন।"

"সংসারে ভগবান যখন পাঠিয়েছেন তখন একথাটা ত ভুলে গেলে চলে না সলিল, যে যেমন ক'রে হোক জীবনে উন্নতি ক'রতেই হবে! সংসারী মানুষ, কাজেই ঘর কন্না বিষয় সম্পত্তি যাতে ভাল ভাবে চলে, সেটাওত দেখার দরকার? তুমি আজকাল উকীল মানুষ—তোমার ত অজানা কিছু নেই ?"

"অজানা নেই ব'লেই আশ্চর্য্য হ'য়ে যাচ্ছি খুড়ো, আপনার সাহসকে বলিহারী যাই! আচ্ছা—কি রকম মতলব এঁটে আজ এই তরকারীর ক্ষেত তৈরী ক'রতে ব'সলেন আপনি—সেটা জানতে পারি কি ?"

"ঐ যে ব'ললুম, বিষয় সম্পত্তি বাড়াতে হবে ত ? জায়গাটা এক রকম প'ড়েই ছিল তাই—"

"প'ড়েত ছিলই—অমন কত জায়গাই ত আছে। তাতে আপনার কি ?"

"কথাটা বুঝ্লুম না ত সলিল !"

"আমি ব'লছি নিত্যানন্দ দাস মশায়ের পিতৃহীন কন্যার সম্পত্তি গায়ে-পড়া হ'য়ে অধিকার ক'রে জমী তৈরী করবার ক্ষমতা আপনি কোত্থেকে পেলেন ?"

"হেঁ হেঁ—দীনবন্ধু হে ! উকীলই হও আর জেলার জজই হও বাবা, এখনও বুড়োদের কাছে তোমারা সেই ছোট ছেলেটিই আছো। নিতাই-এর বাড়ীত তার জীবিত কালেই বাঁধা প'ড়েছিল। এখন দলিলের টাকা না মিটিয়ে দিলে ত মহাজনে নেবেই সব।"

"কিন্তু মহাজনটি কে বলুন ত ? ছেলে মানুষ ব'লছেন খুড়ো ? কিন্তু বুড়োদের যে বাহাত্তুরেয় ধ'রেছে সেটুকু বোঝবার শক্তি যে ঢের বেশী বেশী আছে একথাটাও ভুলে যাবেন না কোন দিন। কেন মিছি মিছি হাতের কুড়ুলটা নিজের পায়েই মারছেন ? রক্তারক্তি ত হবেই তা ছাড়া ঘাও শুকুতে বড় কম সময় লাগবে না।"

"পাগল আর কাকে বলে ? ভেতরের ব্যাপার ত তুমি জান না বাবা, আর জানবেই বা কেমন ক'রে—বছরের দশমাস ত পড়াশোনা নিয়ে ক'লকাতাতেই থাকৃতে হ'য়েছে। গাঁয়ের খবর জানবার শোনবার ত তোমার সুবিধে হ'য়ে উঠেনি কিনা ; তাই সব কথা জান না।"

"জানি বইকি অনেক জানি। বিশেষ আপনার খবর ত অজানা একটুও নেই। তবে মহাজনটি যে এর মধ্যে কে এলেন, সেইটাই জানিনে।"

"ঐ ঐ—তাহ'লেই ত কিছু জান না। বুড়ো কি আর শেষ বয়সে যাবার তরে পা বাড়িয়ে এত বড় অধর্ম্মটাই ক'রতে পারে সলিল ? তুমিই কেন ভেবে দেখনা বাবা, নিজের পাওনা গণ্ডা কে কোন খানে

ছেড়ে কথা কয়? দামুর সঙ্গে মেয়ের বিয়ের ঠিক ক'রে হাতে কিছু না থাকাতে নিতাই মধুর কাছে—"

"কোন মধু?"

"মুদী।"

"এই আমাদের মধু দোকানী?"

"সেই।—মধুর কাছে ৫০০৲ টাকা ধার করে। আমি তাকে এমন কথা বলিনি যে ছেলের বিয়েতে আমার পণ চাইই, আর তোমরাও জানত—সে কিরকম সাখরচে ছিল। বসতবাড়ী বাঁধা রেখে টাকাটা নিলে—কিন্তু তার কি যে দুর্মতি চাপলো—সে এখন স্বর্গে—আমি তার কিছু জানিনে, বিয়ে দিতে একেবারে গররাজী—হঠাৎ—একরাত্তিরে মত বদলে ফেললে। আমিও তাতে বড় কম অপমানটা পাইনি বাবা! গাঁয়ের লোকত ঠাট্টা টিট্‌কারীতে আমাকে পাগলা হাঁসপাতালে পাঠাতে বাকী রেখেছিল।

"এই সব অপমান বরদাস্ত ক'রতে না পেরে প্রায় তিন বচ্ছর আগের পুরোন হ্যাণ্ডনোটখানা খুলে দেখি—"

"কিসের হ্যাণ্ডনোট?"

"ব'লছি। পুরোন দলিলটা খুলে দেখি—তামাদি হ'তে আর একদিন বাকি। সদরে দাখিল ক'রে দিলুম। ঘাড়ে ভূত চাপলে মানুষের যা হয়, নিতাই শমন পেয়েও আদালতে হাজির হ'ল না—মাঝখান থেকে এক তরফা ডিক্রী হ'য়ে গেল।"

"কত টাকার হ্যাণ্ডনোট?"

"দেড়শো টাকার।"

"কেন নিতাই দাস কি খেতে পেত না, তাই আপনার কাছে হ্যাণ্ড-নোট লিখে টাকা ধার ক'রতে গেছলো?"

"একটা সামাজিক ব্যাপারে তার কিছু জরিমানা হ'য়েছিল—টাকাটা সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়ে দিতে, বাবুলে আমারই কাছে সেদিন ব্যাস্তরে ধার ক'রে। তার পর আমিও চাইনি, সেও গা ক'রে শোধ দেয়নি।—এক তরফা ডিক্রী শুনে তেজীপুরুষের আর সহ্য হ'ল না—মকদ্দমা সুরু ক'রে দিলে—বলে কি না মিছে, ভূয়ো হ্যাণ্ডনোট! আমারও জেদ বেড়ে গেল। শেষটায় মকদ্দমার পরিণাম যা হয়—সর্ব্বস্বান্ত—"

"তা হ'লে টাকা আপনার আদায় হয়নি?"

"না তা আর কি ক'রে হ'ল! সে ত সব দেনা পাওনা শেষ ক'রেই চ'লে গেল কি না। দুটো অসহায় অবলার ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে আর কি করি বল বাবা?—তাই চেপে গেলুম। প্রভুহে, বৃন্দাবন চন্দ্র!"

"বেশ ক'রেছেন। কিন্তু বসতবাড়ী ময়দান করার অধিকারটা কোথেকে পেলেন? আদালতের হুকুমে কি? বাঁধা ত ছিল মধুর কাছে শুনলুম।"

"হেঁ হেঁ উকীল মানুষ কিনা—কথাটা ধ'রেছ বাবা। আমি বন্ধকী দলিলখানা মধুর কাছ থেকেই কিনে নিলুম ঐ—"

"কেন তার বুঝি জমি জায়গার দরকার নেই? ও—সে আবার দোকানদার বুঝি, বেচা কেনাই যে ব্যবসা তার! তা বেশ, কিন্তু দলিলটা কিনে নিয়েই বুঝি আপনার সম্পত্তির লাভ লোকসানের খসড়া করবার ইচ্ছে হ'ল? অমনি ঘর বাড়ী ভেঙ্গে—"

"মিছি মিছি ফেলে রেখে কি লাভ বল বাবা? ভিন্ন গাঁয়ে বাড়ী ঘর রেখেই বা কি হবে, আমাদের ঐ ত একটা ছেলে, বাবুলে যা আছে তাই তার ঢের।"

"যারা বাড়ী বাঁধা রেখে টাকা ধার নিয়েছিল তাদের বাস করবার

যে মোটেই ইচ্ছে নেই—তা আপনি কেমন ক'রে জানলেন? টাকা দেওয়ার ওয়াদাটাও কি উত রে গেছলো খুড়ো?"

"সে দিনের সলিল তুমি, এতটুকুটি দেখ্‌লুম আজ উকীল হ'য়ে কি বুড়োকেও হারিয়ে দেবে ভেবেছ বাবা? বাসই বা করে কে—আর টাকাই বা আদায় হয় কোত্থেকে সেটাও বল?"

"কেন যার ঘর বাড়ী, ন্যায্য পাওনা হ'লে সেইই শোধ ক'রবে? তারও ত মাথা গুঁজে থাকবার জায়গাটা ছেড়ে দিলে চ'লবেনা? পিতৃভিটে সাধ ক'রে কে কবে পরকে বেগুন কুমড়োর ক্ষেত ক'রতে দাতব্য ক'রে থাকে বলুন?"

"হরি! হরি! সে কি আছে আর? কেউ নেই বাবা—বংশে বাতি দিতে, ভিটেয় সাঁঝের আলো জ্বালতে কেউ বেঁচে নেই। অধর্ম্মের বংশ এমনি ক'রেই নির্ব্বংশ হয় সলিল, এ একেবারে চোকের দেখা—জাজ্বল্য প্রমাণ। গোবাচাঁদ হে—"

"ওঃ তা হ'লে সোণালিদের কেউ বেঁচে নেই আর? বা—খুড়ো তবু দয়া ক'রে খোঁজ খবরটা রেখেছেন। কিন্তু এই মাটি ফাটা গরম ঝাঁজালো রদ্দুরে ও সব গাছপালা লাগিয়ে ত ঠিক হবে না। দুদিনেই যে সব শুকিয়ে যাবে? মিছি মিছি খরচ পত্তর না ক'রে দুদিন র'য়ে ব'সে জল টল হ'লে না হয় চেষ্টা ক'রবেন?"

"হ'য়ে যাবে বাবা! তালপুকুরের জলত আছেই ভয় কি? শুভস্য শীঘ্রং।"

"হাত ছাড়া হওয়ার ভয়ও আছে নাকি?"

"রামচন্দ্র—মুকুন্দ দাস কাঁচা কাজ করে না।"

"আচ্ছা—আপনার লোহার সিন্দুকটা মধুর বাড়ীতে রাখলেন কবে থেকে?"

"ঐ দেখ, পাগল ছেলে আবার পাগলামী জুড়ে দিলে। মধুর টাকা নেই ভেবেছ সলিল? দিনেরেতে দুপুরে, সন্ধ্যেয় তার কাছে গিয়ে হাত পাতলে অমন পাঁচ সাত শো দেওয়ার শক্তি আজকাল তার বেশ আছে।"

"বটে নাকি? তাহ'লে ত ব্যবসা মন্দ নয় দেখতে পাচ্ছি! নিতাই দাসের দান করা তিন পয়সা দিয়ে তেল নুনের দোকান খুলে দুবচ্ছর যেতে না যেতেই—"

সলিল কথাটা বলিতে বলিতেই উঠিয়া বাড়ীর দিকে রওনা হইল। মুকুন্দ দাস অনেকক্ষণ একাকী গাছ তলায় বসিয়া বসিয়া অনেক কথাই ভাবিতে আরম্ভ করিলেন। সলিলের জটীল কথাবার্ত্তার ধরণ দেখিয়া তাঁহার এই তরকারীর ক্ষেত তৈরী করার প্রবল উৎসাহের মধ্যে বেশ একটু যেন নিরুৎসাহের ভাব মিশিয়া আসিতে লাগিল।

———

দশম

বাবলাগাছির নিকটবর্ত্তী রূপনগর সাবডিভিসনে সলিল ওকালতি আরম্ভ করিয়া দেওয়ার পর ২।৩ মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। ইহারই মধ্যে মুকুন্দ দাস অক্লান্ত পরিশ্রমে সোণালিদের বাস্তুভিটায় নিজের ইচ্ছামত তরি তরকারী এবং আরও অনেক রকম গাছ পালা লাগাইয়া ঐ জায়গাটুকু হইতে বেশ একটা বাঁধা আয়ের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিয়াছেন।

সলিল এ যাবৎ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে সহজে ফাঁদে ফেলিবার সুযোগ পায় নাই। বেশীর ভাগ সময় তাহাকে কাজের জন্য রূপনগরেই থাকিতে হয়। কখনও বাড়ী আসিলে বৈষয়িক ব্যাপারের নানা ঝঞ্ঝাটে সময় করিয়া, অথবা অত্যাচারী এই ভণ্ড বৈষ্ণবটির সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া অভাগিনী সোণালির ভবিষ্যতের সম্বল বাস্তু ভিটাটুকু উদ্ধারের জন্য তেমন পাকা রকমের বোঝাপাড়াও করিতে পারে না। কাজে কাজেই নির্ব্বিবাদে ফাঁকি দিয়া দখল করা সম্পত্তি বেশ আরামের সহিত ভোগ করা পক্ষে কোন দিনই মুকুন্দ দাসকে কাহারও নিকট জবাবদিহী করিতে হয় নাই।

সকালের কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া সলিল বৈঠক খানায় বসিয়াছিল। বাড়ী হইতে বাহির হইবার ইচ্ছা থাকিলেও যাই যাই করিয়া অনেকটা বিলম্ব হইয়া পড়ায় আর কোথাও যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। অনেকটা বেলা হইলেও ঘন মেঘ স্তরে স্তরে আকাশ ছাইয়া ফেলিতেছিল। বর্ষাকাল বটে, কিন্তু তিন চারদিন হইতে একটিবারও বৃষ্টি হয় নাই,

আজও যে এমনি মেঘ করিয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকারে ঢাকিয়া যাইবে তেমন কোন অভাবই সকাল হইতে পাওয়া যায় নাই।

জমাট-বাঁধা মেঘের দিকে চাহিয়া অনেক দিনের হারাণো ব্যথাভরা স্মৃতির মাঝখানে অন্তরটাকে ঢালিয়া দিয়া সলিল নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধ অবস্থায় বসিয়াছিল।

ঠিক নিজের মায়ের পেটের বোন্ গেণীর মতই সর্ব্বাংশে স্নেহ ভালবাসা দেখাইয়া এতদিন সোণালিকে আপদে বিপদে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, আজ কতদিন তাহার সঙ্গে দেখা হয় নাই। ক্বচিৎ কখনও কালে ভদ্রে সামান্য দুছত্র লেখা "ভাল আছি" খবর জনাইয়া দু একখানি চিঠির আদান প্রদান ব্যতীত দাদা আর বোন্ উভয়ের মধ্যে অন্য কোন তত্ত্ব তলাস হয় নাই, না জানি আজ তার কি অবস্থায় দিন কাটিতেছে।

অনাথবন্ধু থাকিতে সোণালিকে কোনদিনই অনাথিনীর মত পথে দাঁড়াইতে হইবে না একথা সলিল এবং তাহার অপর আত্মীয় স্বজনও সকলেই সর্ব্বান্তঃকরণে জানিত, কিন্তু ঐ সঙ্গে সেই তেজী আত্মসম্মানাভিমানী বালিকারও স্বভাবটুকুর পরিচয় কোন দিনই তাহাদের অজানা ছিলনা। তাই এক একদিন মনের মধ্যে অতীতের ছিন্ন ভিন্ন স্মৃতি গুলি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়াই নানা ভয় আশঙ্কা, রাশি রাশি উদ্বেগ আনিয়া তাহার উৎসাহপূর্ণ বুকখানিতে সকল কাজেই আনমনার ভাব ফুটাইয়া তুলিত।

বর্ষণরত মেঘের দিকে চাহিয়া সলিল বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল। বৃষ্টিতে সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিয়া বহু পুরাতন ছাতিটি বন্ধ করিতে করিতে মুকুন্দ দাসকে দাওয়ার উপর উঠিতে দেখিয়া তাহার আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

অনেকদিন পূর্ব্বে এই লোকটির সঙ্গে বিষয়টি গুরুতর হইলেও তাহার জন্য বচসা সামান্য রকমই হইয়াছিল। কিন্তু তবুও কালে ভদ্রে দেখা সাক্ষাৎ ঘটিলেও মন খুলিয়া কথাবার্ত্তা বলা উভয়ের মধ্যেই ছিল না। আজ নিতান্ত অনাহূতের মত তাঁহাকে এই ভরা বাদলের সময় নিজেরই বাড়ীতে আসিতে দেখিয়া সলিল বিস্মিত এবং ভবিষ্যতে কিছু বিপদ ঘটিতেও পারে ভাবিয়া ভীত হইল।

অর্দ্ধমলিন সিক্ত উত্তরীয়খানিতে গায়ের জল মুছিতে মুছিতে মুকুন্দ প্রশ্ন করিলেন—

"একলাটি ব'সে যে সলিল, কাজ কর্ম্ম তেমন নেই বুঝি?"

"আসুন। হাঁ একলাটিই আছি কাজ কর্ম্মও বড় তেমন একটা—"

"বড় খুশী হলুম বাবা। দুদিনেই এত পসার জমিয়েছ। ভগবান করুন্ দিন দিন আরও উন্নতি হোক্।"

"আপনার কাপড়টা যে ভিজে গেছে খুড়ো, একখানা বাড়ীথেকে—"

"না না কিছুনা এ আর কি ভিজেছে। বেঁচে থাক বাবা চিরজীবি হও। নীলমণি যশোদা দুলাল হে! তা, আমি যে একটা দরকারে এসেছিলুম বাবা!"

"বলুন।"

"আমার হতভাগা বোম্বেটে ছেলেটার কথা বলছি—"

"দামুর? কেন কি হ'ল?"

"ব'লো না বাবা, হাড়ে নাড়ে জ্ব'লে পুড়ে যাচ্ছি। বৈষ্ণবের ছেলে হ'য়ে—যাদের বংশে জন্মালে হরিনাম ক'রে দিন কাটাতে হয় সেই কুলে জন্মে, পাজীটা কিনা—নেশা ক'রতে শিখলে! তা আবার যেমন তেমন নয় বোতল বোতল পার হ'য়ে যায়!"

"ঐরকমই শুনেছি বটে। আমাদের সোণালির হাত থেকে জোর ক'রে যেদিন দামু টাকা নিয়ে যায়—ওঃ সেওত অনেক দিনের কথা খুড়ো, ততদিন থেকে এমনি অবাধে নেশাকরা, সেত পাকা মাতাল হবেই কিন্তু এক কড়া কাণাকড়িও ত উপায় করবার ক্ষমতা নেই—দাম যোগায় কে এত ?"

"চিরজীবি হও। ধ'রেছ ঠিক। ঐ কথা ব'লতেই আজ আমার এখানে আসা। তুমি উকীল মনুষ, নাম যশঃও যথেষ্ট, আর আমাদের এ চাকলার আজকাল মাথা ব'লতেও একরকম তুমিই—এর বিহিত যা হয় একটা ক'রে দিতে হবেই।"

"চুরি চামারি করে টরে না ত ?"

"ব'লো না সলিল—ওকথা আর তুলোনা বাবা। ওর মায়ের সর্ব্বাঙ্গে এই এত বড় বড় দাগ ! হতভাগা নিজের গর্ভধারিণীকে মেরে খুন ক'রে দিয়েছে ! উঃ—কংসারি মুকুন্দ মুরারী হে !"

"তা মন্দের ভাল। আপনার আদরের ছেলে যদি ঝেঁাকের মাথায় দু এক ঘা দেয়ই আপনাদের ঘাড়ে, তাতে রাগ ক'রে তাকে শাপ শাপান্ত ক'রলে ত চ'লবেনা খুড়ো—বংশে লাল বাতি জ্বালাবে কে তাহ'লে ? নিজের মাকেই ত মেরেছে—রাস্তার যদো' মধোকে ধ'রে মারলে না হয় মকদ্দমা বাধ্‌তো, দুপয়সা খরচও হ'ত কিন্তু এখানে কিছু মাত্র সে সব ভয় নেই আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন খুড়ো—আপনার ছেলের বুদ্ধি আছে তাই মা বাবাকেই—"

"আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিওনা বাবা। এর বিহিত কর। এত দিন লুকিয়ে গিন্নীর কাছথেকে চেয়ে, কখনও বা জোর ক'রে মদের খরচ চালাচ্ছিল কিন্তু এদিকে খরচের মাত্রাটা আস্তে আস্তে বেড়েই চ'লেছে কিনা, তাই কাল সন্ধেবেলা টাকা নিতে এসে গিন্নীর কাছে

কোন রকমেই না পেয়ে তাকে এমন মার মেরেছে—চোরকেও অমন ধারা কেউ মারেনা।"

"তার পর ?"

"গিন্নী ছেলের অত্যাচারে সে এক রকম চেঁচিয়ে ব'ললেই হয়—খুব কান্নাকাটি সুরু ক'রেছেন, তা ক'রতেই আমি এসে হাজির—দিলুম হতচ্ছাড়াকে বারুলের ত্রিসীমানা পার ক'রে তাড়িয়ে। রাত্তিরের মধ্যে আর টিকিটি দেখিনি—আজ সকাল বেলাতেও বাড়ীতে দেখলুম না।"

"কিন্তু আমায় কি তাকে খুঁজে আনতে বলেন ? না আর কিছু ?"

"রামচন্দ্র—আর তার নাম মুখে আনি ?"

"তবে কি ক'রতে হবে বলুন ?"

"আমার সমস্ত সম্পত্তির উইল ক'রে দিতে হবে। স্ত্রীর নামে সব আমি লিখে দেব। এত দিনের গায়ের রক্ত জল করা পয়সা যে একটি একটি ক'রে শুঁড়ির পোর দালান কোঠা বানাতে তার ঘরে যাবে সেত চোখে দেখতে পারবনা। মরণের পরেও তাহ'লে আমার গতি হবে না। তুমি এর একটা ব্যবস্থা ক'রে দাও। আজই লেখাপড়া শেষ ক'রে ফেলতে হবে। তার পর তুমি সদরে গেলে পাকা বন্দোবস্তটাও অমনি ক'রে দেবে।"

"বেশ তাই হবে। তবে একটা কথা—সোণালির বাস্তু ভিটে টুকুর মায়া ছাড়তে হবে আপনাকে। আপনার স্ত্রীর নামে সবই আপনি লিখে দিতে পারেন মাত্র ঐটুকু বাদ রেখে। কি বলেন ?"

"সেকি হয় বাবা ? অতগুলি ঝক্ ঝকে টাকা ঘর থেকে গুণে দিয়ে মধুর কাছ থেকে দলিলটা কিনলুম এখন—"

"দেখুন খুড়ো ! মধুই কিনুক আর আপনিই কিনুন, ব্যাপারটার

ভেতরে যে কতখানি সত্যি গোপন করা আছে, তা আমার চাইতে এমন কি মধুর চাইতেও আপনি নিজে বেশ ভাল ক'রেই জানেন ; মিছি মিছি যা তা হাঙ্গামা বাধিয়ে বিপদ ডেকে আনবেন না। অবিশ্যি আমার কাছে এসেছেন ব'লেই সুযুক্তিটা দিতে সাহস করছি।"

"কি জান সলিল,দান খয়রাত করার মতন অবস্থা ত দয়াল ঠাকুর দিলেন না কোন দিন—"

"দান খয়রাত ? কি ব'লছেন আপনি ? তার পৈতৃক সম্পত্তি—একে দান খয়রাত বলেন ? আশ্চর্য্য !"

"যাক্ বাজে কথা—"

"না না বাজে কথা নয়—আসল কাজের কথাই হচ্ছে এই। এক কথায় রাজী হ'ন ভালই। নইলে উঠে পড়ে লেগে—জোর জুলুম ক'রেও রাজী করাব আমি—দরকার হ'লে হাটের মাঝখানে হাঁড়ি ভাঙ্গতেও কসুর ক'রবো না। দোষ দেবেন না শেষটায় এখন থেকেই ব'লে রাখছি।"

"আচ্ছা—আমি আসি তাহ'লে—"

"তা আসতে পারেন। কিন্তু যা ব'ললুম—বিশেষ বিবেচনা ক'রে দেখবেন। আমি কালও আছি। পরশু সকালে রূপনগর রওনা হব—তার আগে আমাকে জানিয়ে যাবেন। যদি এক কথায় রাজী না হ'ন তা হ'লে যেমন ক'রে পারি সোণালিকে তার নিজের বাড়ীতে ফিরিয়ে আনবোই আমি।"

* * * *

গেণী আসিয়া ডাকিল "দাদা শীগ্‌গীর বাড়ীর ভেতর এস, মা ডাকছেন।"

"কেন রে ? চল যাচ্ছি।"

"যাচ্ছি নয় এক্ষুনি এস, মায়ের সেই ছোট কাঠের বাক্সটা পাওয়া যাচ্ছে না।"

বাড়ীর মধ্যে উঠানে দাঁড়াইয়া সলিলের মাতা হায় হায় করিতেছেন, আর যে যেখানে ছিল সব এক সঙ্গে জমিয়া বেশ জটলা জুড়িয়া দিয়াছে।

সলিলকে দেখিয়াই মাতা বলিলেন "সর্ব্বনাশ হ'য়েছেরে, রাত্তিরে ঘর খোলা পেয়ে কে আমার সর্ব্বনাশ ক'রে দিয়ে গেছে।"

"গোলমাল চেপে আগে ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল কি হ'য়েছে।"

"কাল রাত্তিরে বড্ড বেশী গরম হ'য়েছিল—আমি বারান্দায় মাদুর পেতে শুয়েছিলুম, ঘরটা খোলাই ছিল, সকালে উঠে ও আমার ছোট কাঠের বাক্সটা যে চুরি গেছে তা বুঝ্‌তে পারিনি। গেণী কাপড় বের ক'রতে তার তোরঙ্‌ খুলতে গিয়ে দেখে বাক্স নেই, ওর তোরঙ্‌ এর ওপরই সেটা চাপানো ছিল।"

"তোমরা বাইরে ঘুমুচ্ছিলে টের পাওনি?"

"ঘুম এলে কি আর মানুষের জ্ঞান গম্যি থাকে? খিড়কীর দরজাটাও সকাল বেলা খোলা ছিল। পাঁচীল ডিঙ্গিয়ে বাড়ী ঢুকেই কোন হতভাগা আমার এ সর্ব্বনাশ ক'রে গেছে। আর কিছু নিলেও যা হয় হ'ত, কিন্তু এযে আচ্ছা বিপদে ফেলে গেল সলিল, তাতে যে দু দুটো দামী বন্ধকী গহনা ছিল—তার কি হবে?"

"তোমার যেমন বুদ্ধি মা, এত জায়গা থাকতে ছোট একটা ভাঙ্গা কাঠের বাক্সতে পরের জিনিস রাখতে গেলে?"

"ওরে কাঠের বাক্সতেই ছিল না। রূপনগরে যাবার সময় তোর হাতেই সোণালির গলার হার ছড়া আর তার মায়ের তাগা জোড়া দিতুম তুই সোণাকে ক'লকাতায় পাঠিয়ে দিলে সে প'রতে পেত। এই

ভেবেই না লোহার সিন্ধুক থেকে বের ক'রে সে দুটোকে আমার হাত বাক্সটায় রেখেছিলুম।"

"সোণালিদের গহনা তোমার কাছে বাঁধা ছিল কই একথা ত একদিনও শুনিনি মা?"

"একদিন তোরই হাতে দিয়ে তাকে ফেরত দেব ব'লেই আগে জানাইনি। নিতাই মকদ্দমার খরচা চা'লাতে নিজে এসে লুকিয়ে আমার কাছে বাঁধা রেখে গেছলো।"

"তা বেশ হ'য়েছে। অসাবধানি মানুষদের এই রকমই হয়।"

"আমি টাকা দিচ্ছি সলিল, সোণালিকে তেমনই হার তুই কিনে পাঠিয়ে দিস! আহা! ছুঁড়ির হাতে পেয়ে ঠেস্ বল্‌তে একরত্তি নেই।"

"সোণালিকে দিলেও সে এখন প'রবেনা মা! তার এখনকার যা অবস্থা, তাতে গলায় হার দিয়ে হাতে তাগা এঁটে ব'সে থাকা চলে না—বিশেষ সোণালির মত মেয়ে তা কখনও পারবে না।"

"আমি টাকার মায়া কোন দিনই করিনি সলিল। তাকে ফিরিয়ে দেব ব'লেই রেখেছিলুম, কিন্তু—"

"যা হবার তা ত হ'য়েছে। আর ভেবে কি হবে বল? সময় মত গড়িয়ে দিয়ো এখন ব্যস্ত হ'তে হবে না। সোণালিকেও তুমি যেমন পেণীর মতই দেখে আস্‌ছ সেও তোমাকে তেমনি মায়ের মতই ভাবে। এর জন্যে মিছিমিছি ভাবতে হবে না। আর হাতে নাতে চুরি ধরা না পড়লেও চোর যে কে আমি আন্দাজে কতকটা বুঝতে পারছি। মুকুন্দ দাসের ছেলে দামু ছাড়া এ আর কারও কাজ নয়। আজ যদি তাকে গাঁয়ে খুঁজে না পাওয়া যায় তা হ'লে সে ছাড়া এ চুরি আর কারও দ্বারা হয় নি। এক্ষুনি খোঁজ নিচ্ছি আমি। লোক জানা জানি ক'রে সব গুলিয়ে দিওনা যেন।"

রাস্তার বাহির হইয়া চলিতে চলিতে মুকুন্দ দাসের দলিলটা যে সম্পূর্ণ জাল, সলিল তাহা বেশ বুঝিতে পারিল। মাঝখানেম মধুকে রাখিয়া ভণ্ড শয়তান এই কাণ্ডটা করিয়া রাখিয়াছে। নিতাই দাসের গহনা বন্ধক দেওয়ার বিবরণটা জানিতে পারিলে আর মুকুন্দ দাস এত সব বুদ্ধি খাটাইয়া জাল দলিল প্রস্তুত করিতে বসিত না।

গহনা বন্ধক দিয়াই ত মকদ্দমার খরচা চালাইতে চালাইতে নিতাইদাস সংসারের হিসাব নিকাশ শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন—বাড়ী মর্টগেজ রাখার টাকা খরচা করিবার সময় ত আর তিনি পান নাই তখন তাঁর কালের ডাক আসিয়াছিল। সুতরাং মর্টগেজের দলিল সম্পূর্ণ জালই।

একাদশ

বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া চাঁদের আলোতে বসিয়া সোণালি চরকায় সুতা কাটিতেছিল। বিরাম নাই—হাতের কাজ হুহু শব্দে চলিয়াছে, মনে শান্তি নাই,—চিন্তার স্রোত অবিরাম গতিতে ছুটিয়াছে।

পেঁজা তুলা ফুরাইয়া গেল, নূতন করিয়া আরও খানিক পিঁজিয়া লইয়া আবার কাজ আরম্ভ করিতেই তাঁহার সমগ্র চিন্তার মাঝখানে একটা অতি আবেশ তরল মধুর ভাব জাগিয়া উঠিল। কণ্ঠে গুণ্ গুণ্ স্বর আসিল—

"চরকা আবার সোয়ামী পুত্তুর চরকা আমার নাতী" চরকাও অবিরাম চলিয়াছে অতি নিম্নস্বরে গানেরও বিরাম নাই।

গানের ভাবে আনমনা, সুতার খেই হারাইয়া গিয়াছে—তবু চরকার হাতলটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া শব্দ করিয়া গানের তালে তাল মিশাইতেছিল। তুলা নাই ছিন্ন সূত্র হাতে করিয়া সোণালি গাহিয়া চলিয়াছে—

"চরকা আমার সোয়ামী পুত্তুর—"

"চমৎকার! অতি সুন্দর মানিয়েছে। এমন না হ'লে আর বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে! দেখুন অনেকদিন আগে 'ভারতবর্ষে' একখানা ছবি বেরিয়েছিল—মাননীয়া সরলা দেবী চরকায় সুতো কাট্‌ছেন, কণ্ঠে তাঁর এই গান :—

'চরকা আমার সোয়ামী পুত্তুর চরকা আমার নাতী।
চরকার দৌলতে আমার দুয়ারে বাঁধা হাতী॥'

আজ অনেক দিনের সে ছবিখানার কথা মনে পড়ে গেল। তা দেখুন যদি হাতিটা কোন রকমে দোর গোড়ায় বেঁধে ফেল্‌তে পারেন।"

অনাথকে নমস্কার করিয়া সোণালি লজ্জিত মুখ মাটির দিকে নীচু করিয়া চরকার হাতলটা আস্তে আস্তে ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল "কিন্তু কাঠবেড়ালীতেও ত সাগর বাঁধে—"

"তাইত বলছি। কেমন কাজ দিয়ে দিয়েছি এবারে? কেবল যে বড় সময় কাটেনা সময় কাটেনা ক'রে মহা ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছিলেন—এখন সময় কাটান?"

"নিষ্কর্ম্মার মতন শুয়ে ব'সে অন্ন ধ্বংস ক'রছিলুম ত, এ বরং একটা অবলম্ব নিয়ে আছি বেশ। তা ছাড়া ঐযে ব'ললুম কাঠবেড়ালীতেও সাগর বাঁধে। আমিও এমনি একটা কিছু ক্ষীণ আশা মনে মনে রাখি বইকি।"

"খুব রাখবেন। সমস্ত দেশের মধ্যে আজ এই একটা তুমুল সাড়া জেগে উঠেছে—ঘরে ঘরে ঐ এক গান এক মন্ত্র—'চরকা আমার সোয়ামী পুত্তুর'—কিন্তু আপনার শুধু আপনিই সর্ব্বস্ব।"

"কেন আমার আমি ছাড়া আর কি কেউ নেই? আমায় কি এমনই পর ক'রে রেখেছেন আপনারা?"

"কথায় ত কোন দিনই আপনাকে পেরে উঠলুম না। আচ্ছা—আমাদের কলেজে, মেসে, ক্লাবে সব জায়গায় গোঁয়ার গোবিন্দ দুর্ম্মুখ ব'লে আমার একটা অখ্যাতি আছে কিন্তু আপনার কাছে আজও অমনি ধরণের খেতাব একটাও পেলুম না কেন ব'লতে পারেন?"

সোণালি অনাথের দিকে চাহিতেই সে তেমনি প্রাণ খোলা উদ্দাম হাসিতে বারান্দা ও আশে পাশের বহমান বাতাসকে একটা অপূর্ব্ব পুলকে মাখা মাখি করিয়া দিল।

আজ যে জীবনের অমৃতময় শুভ লগ্নে চতুর্দ্দিকের আকাশে বাতাসে

পাগল করা মোহন বাঁশীর মধুর সুর অন্তরে অন্তরে ধাপে ধাপে কাঁপিয়া নাচিয়া বাজিয়া উঠিতেছে, ইহার কি শেষ নাই ! এ অসীম তৃপ্তিতে আর বিলুপ পুলকে মাখা মাখি অজানা ব্যথার কি বিরাম নাই কোন দিন ! অনিমন্ত্রিত একান্ত অনাহূতের মতই বুকের কাণায় কাণায় এই যে কি একটা বিরাট প্রাপ্তির আশা কোথা দিয়া কেমন করিয়া কি ভাবে আসিয়া পড়িয়াছে ইহার কি নিবৃত্তি নাই ! এ আকাঙ্ক্ষা কি নেশার ঝোঁকে মত্ত হইয়াই প্রাণের পরতে পরতে মিলিয়া মিশিয়া থাকিবে ? হায় ! হায় ! এ নিভৃত অন্তরে বহমান প্রচণ্ড তুফানের তরঙ্গ আজ কে রোধ করিবে ?

সোণালি বারান্দার দিকে চাহিতেই দেখিল, চাঁদ সারা বিশ্ব অন্ধকারে ঢাকিয়া সমস্ত আলোটুকু নিঃশেষে এই ক্ষুদ্র বারান্দাটির উপর ঢালিয়া দিয়াছে। সে মোহময় আলোকের মাঝখান দিয়া অমৃতের স্রোত উন্মত্ত আবেগে শুধু একটিমাত্র মুখের দিকেই ছুটিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, আর লুব্ধা চকোরীর ক্ষুধিত প্রাণ—

* * * জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের কোন জবাব না পাইয়া অনাথ বলিল "আপনি যে বড় চুপচাপ রইলেন, কেন একটা জবাবও কি দিবার নেই ? এত লোকে এত কটু কাটব্যি করে, আর আপনিই শুধু চুপ চাপ ?"

"বলবার অনেক আছে পরে শুনবেন। উপস্থিত একটা কথা— আজ না বুধবার—কি হ'ল আপনার ?"

"কিসের ?"

"ও হরি !—হুঁঃ সে জানিই আমি।"

"কি কি—কি জানেন ?"

"আজ না আপনার একজামিন ছিল ? কেমন দিলেন ?"

সহজ হাস্যে প্রসঙ্গটা চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অনাথ জবাব দিল—

"ব্যাটারা ঘড়িটা এমনি ফাষ্ট ক'রে রাখে—সময়ে কুলিয়ে উঠ্তে পারা গেল না। অন্য অন্য বারে যা হয় এবার কিন্তু তার চাইতে অনেকটা বেশী এগিয়েছিলুম। কলেজের ভেতরে থেকেও সময়টা যে কেমন ক'রে উত্তরে গেল টের পেলুম না।"

"এই আজ পাঁচ সাত দিন টিকিটিও দেখতে পেলুম না—জানি এক্‌জামিনের পড়া প'ড়ছেন। সকালে ঝিকে পাঠিয়ে খবর নিলুম, না খেয়েই বেরিয়েছেন, তার পরেও আবার পাঠালুম তখনও বাসায় ফেরেননি। ১১টা বাজে দেখে ভাবলুম এবারে আর পাশকরা ডাক্তার না হ'য়ে কিছুতে ছাড়বেন না; অথচ যার বিয়ে তার মনে নেই! কলেজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘড়ির ঘণ্টা গুলো কাণ পেতে শুনলেন—হলের দিকে একটা পাও বাড়াতে পারলেন না! আশ্চর্য্য ব্যাপার আপনার কিন্তু।"

"থাকগে, একজামিন দিয়ে পাশ-করা ডাক্তার হ'তে আমার আর সাধ নেই। কতকগুলো কাজ— যা হাতের কাছে এলে কিছুতে ছাড়া যায় না—"

"এক্‌জামিন চেয়েও এমন বড় বেশী কাজ কি পেলেন আজ? আগের কথা গুলো না হয় ছেড়েই দিলুম।"

"সে এক মন্দ ব্যাপার নয়। একজন ভদ্রলোক আমাদেরই বয়সী, ট্রাম থেকে প'ড়ে ভয়ানক রকমের জখম হ'য়ে গেলেন, আমি তখন কলেজে যাচ্ছি। কি আর করি—রাস্তার বেশীর ভাগ লোকেই এ সব ব্যাপার দেখেও দেখে না ত? ভদ্রলোকের মাথার ডান দিকটা খুব বেশী কেটে গেছে, আর এত বেশী রক্তস্রাব হচ্ছিল যে তিনি অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়েছেন। একখানা ট্যাক্সি ডেকে হাঁসপাতালে নিয়ে গেলুম, ডাক্তার-

দের ডাকা হাঁকা করতে ক'রতেই একজামিনের পনের মিনিট আগের ঘণ্টা বেজে গেল। তারপর ব্যাণ্ডেজ করা ওষুধ পত্র দেওয়া সব শেষ না হ'তেই আরও দু দুবার যে ঘণ্টা বেজে গেছে আমার তা খেয়ালও হয়নি। কিন্তু আমার তাতে আপশোষ একটুও নেই। এখন ভালয় ভালয় লোকটি বেঁচে গেলে হয়। আঘাতটা অত্যন্ত গুরুতর কিনা। যদি জ্বর আসে এর ওপর তাহ'লে বাঁচা কঠিন হবে।"

অনেক বেশী দিনের পরিচয় না হইলেও অনাথের ভিতর বাহির খুব ভাল বলিয়া বুঝিয়া লইতে সোণালির কোন খানেই বাকি ছিল না। মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়া নিরহঙ্কারী পুরুষটি অলৌকিক মূর্ত্তিতে আজ তাহারই চোখের সামনে দাঁড়াইয়া অনাড়ম্বর ভাবে আপনার কার্য্যাবলীর ঘটনা বলিয়া যাইতেছে, ইহার মধ্যে কোথাও কি এতটুকু আত্মগরিমার আভাষ পাওয়া যায়—না প্রশংসার বাঁধাবুলি আওড়াইয়া তাহারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার প্রতি সম্মান দেখানর নিরর্থক চেষ্টা করা চলে? এ হিমাদ্রির মত গৌরবে উন্নতশীর্ষ, দেবতার মত সৌন্দর্য্যে অনুপম পবিত্র পুরুষটি যে নিজের মহিমায় নিজেই মণ্ডিত!

চরকার হাতলটা দুহাতে ধরিয়া নাড়া দিতে দিতে সোণালি জিজ্ঞাসা করিল "এবেলা কি রকম দেখলেন তাঁকে জ্বর আসেনি ত?"

"না জ্বর যদিও আসেনি বটে তবে আর এক বিপদ—জ্ঞান হয় নি এখনও। তেমনি বেহুঁস হ'য়ে প'ড়ে আছে।"

"আপনি বুঝি সারাদিন তাঁর কাছেই ব'সেছিলেন?"

"হাঁ—তা একরকম ছিলুম বইকি। এই ঘণ্টা খানেক হ'ল চ'লে এসেছি। রাত্তিরটাও—"

"কাটাতে হবে সেখানে ত? কিন্তু নিজের পেটের ব্যবস্থা যা হয় ক'রে। বাসায় গেছলেন? না এখানেই ভাতে ভাত কি ময়দা—"

"না না আমি মেসেই ব'লে এসেছি। তা ছাড়া বেশী দেরি করাও ত চ'লবে না।"

"আমার বুঝি খুব দেরি হয় না? ভারি ত আবার উড়ে বামুনের হাতা ঠনঠনানি—তিন ঘণ্টায় ঝোল তৈরী করে—আর ঘণ্টায় দুবার উনুনের আঁচ ক'মে যায়। সেখানে তাড়াতাড়ি কোত্থেকে পাবেন? তার চেয়ে এখানেই যা হয় কিছু—"

"কিছু ব্যস্ত হ'তে হবেনা। আমি সব ঠিক ক'রে ব'লে এলুম যে? বিশেষ আপনার এখানে খেলে যদি আবার জাত যায়? বামুন মানুষ—রোজ রোজ আপনার হাতের ডাল ভাত খেলে কি আর দেশে গিয়ে টিকৃতে পারব?"

অনাথ নিজের রসিকতায় নিজেই ভরপুর হইয়া হাসিয়া উঠিল।

সোণালি মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে জবাব দিল—"উঃ কি আমার জাত মানামানির মানুষ গো! এইত সেদিনের মাছের ঝোল ভাত এখনও পেটে গজ্ গজ্ ক'রছে! তা বেশ যেখানেই খাবেন খান—কিন্তু বেশী খাটা খাটুনি ক'রে নিজের শরীরটাও মাটি ক'রে ফেলবেন না যেন।"

"হুঁ সাধে কি আর বলে বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে? ভয় নিয়েই গেলেন আর কি!"

"আচ্ছা আচ্ছা বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে তাই ভয় নিয়েই থাকুক। আমি কিন্তু এবারে বাড়ীতে আপনার বাবাকে চিঠি লিখে দিচ্ছি—বেশ দুধে-আলতায়—গোলা একটি ইংরেজের মেয়ে ঠিক ক'রে ফেলতে। তিনি ত আমারও বাবা। কথা নিশ্চয়ই রাখবেন।"

কথাটা বলিয়াই সোণালি লজ্জায় মুশড়িয়া গেল। বলি বলি করিয়াও আর কোন কথা মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিল না।

অনাথও তাহার এই অবস্থা দেখিয়া বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিল না।

"হাঁ ভাল কথা মনে হ'য়েছে, কাল বিকেলে সলিলের চিঠি পেয়েছি।"

"কি লিখেছে সলিল দা? সব ভাল আছে? গেণী কেমন আছে? এখানে না শ্বশুর বাড়ীতে আছে?"

"অত খবর ত দেয়নি। তবে লিখেছে সব ভাল। এবারকার চিঠিটাতে অনেক কাজের কথাই আছে কিনা। বাস্তবিক একেই বলে উকীলি বুদ্ধি বিবেচনা! আমার ত ও কথা একটিবারও মনে হয় নি।"

"কি কথা?"

"সে এলেই শুনবেন। অপনার ত অভিভাবক এক রকম—আর একরকমই বা বলি কেন—সবরকমে সেইই। তার মুখ থেকেই সব কথা শুনবেন।"

"কেন আপনার মুখ থেকে বুঝি তা বেরুতে নেই? ভাগবত খানি অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে তা হ'লে? আর অভিভাবক আপনিও কি—"

"থামলেন কেন! বলুন—আমাকে কতবড় গজপতি উপাধি দিচ্ছেন দিন?"

"যান্ আপনার খালি ঠাট্টা। কেন আপনিও কি আমার অভিভাবক নন? এখানে কার ভরসায়—কার দয়ায় আছি আমি? এমনিতর নিজের—"

"বাস্ বাস্—বাজে কথা ছেড়ে দিন। এই বাক্সটা রইল। ঘরে তুলে রাখুন। সেই আহত ভদ্রলোকটির জিনিষ, চাবি কোথা তা জানিনে—আর তার দরকারই বা কিসের? পরের জিনিষ দুচার দিন গচ্ছিত রাখা ত? তা হ'লে আমি আর দেরি ক'রবনা আসি—কাল সকালে এসে খবর দিয়ে যাব।"

"সলিলদার চিঠিখানার কি কথা—বলুন না ?"

"ঐ যে বল্‌লুম অভিভাবকের কথা।"

"না সত্যি ক'রে বলুন না—কি কথা, আমার মনটা—"

"সলিল লিখেছে আপনার সম্বন্ধে—"

"কি—কি আমার সম্বন্ধে ? অ্যাঁ ? বলুন না ?"

"লিখেছে যা হয় একটা দেখে শুনে—অবিশ্যি আপনার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।—এমনি একলা একলা চিরদিন ত চলবে না ? জীবনের সবটাই বাকি প'ড়ে র'য়েছে—এই সব অনেক কথা।"

সোণালি লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিল। অনাথ আর কিছু না বলিয়া অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত নীচে নামিয়া গেল।

দ্বাদশ

অনেক বাঙ্গালা ও ইংরাজী দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াও সলিল কোন রকমেই চোরাই মাল উদ্ধার করিতে পারিল না।

দামোদরকে চোর সাব্যস্ত করা তাহার মোটেই ভুল হয় নাই। গ্রাম হইতে সেদিন পলাইয়া আসাতেই দামোদরের উপর সমস্ত লোকেরই একটা প্রবল সন্দেহ হইয়াছিল।

সলিল, অভাগী সোণালির মাতাপিতার পবিত্র স্মৃতি চিহ্ন এবং তাহার দারিদ্রময় জীবনের অবলম্বন এই গহনা গুলি উদ্ধারের জন্য সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছিল—যে কেহ এই চোরাই মাল উদ্ধার করিয়া দিতে পারিলে দুই শত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। থানায় থানায় এবং আরও অনেক উচ্চ পদস্থ পুলিশ কর্ম্মচারীর গোচরে আনিতেও সে নেহাৎ কম চেষ্টা করে নাই। কিন্তু ফল কোন দিক দিয়াই পাওয়া গেল না।

আজ সকালে হাওড়া ষ্টেশনে নামিয়াই সে সর্ব্ব প্রথম মেসে না গিয়া সোণালিদের বাড়ীতেই উপস্থিত হইল। সোণালির সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া মেসে যাইবার সংকল্প থাকিলেও সোণালি তাহার প্রস্তাবে রাজী হইল না। আজ কতদিন পরে সলিলদার দেখা পাইয়াছে—এমনি এমনি দুকথা বলিয়া বিদায় দিতে তাহার অন্তর কিছুতে সায় দিতে ছিল না।

আদরের ছোট বোনটি পেণীর মতই তুল্যাংশে স্নেহের সামগ্রীর বার বার অনুরোধ ও অভিমানের কথা শুনিয়া আর কোথাও যাইবার সংকল্প সলিলকে ছাড়িয়া দিতে হইল।

হাতব্যাগ এবং জামা জুতা প্রভৃতি যথাস্থানে রাখিয়া নীচের বারাণ্ডায় বসিবার আসন দিয়া সোণালি ছোট একটা বাটিতে মাখিবার তেল আনিয়া দিতেই সলিল বলিল "ও কিরে—এক্ষুনি নাইবার তেল কেন? একটু খানি ঘুরে ফিরে আসি?"

"না না, সে সব পরে ক'রো। রাত্তিরটা ত না ঘুমিয়েই কেটে গেছে, আগে নেয়ে খেয়ে তার পরে অন্য কাজ।—গেণীর বুঝি শ্বশুরবাড়ী যাওয়া হয়নি, না সলিলদা?

"রূপনগরেই খবর পেলুম পরশু তার শ্বশুর এসে নিয়ে গেছেন।"

"বউদি, বড়মা—এঁরা সব কোথা?"

"সবাই বাব্‌লাগাছির বাড়ীতে। রূপনগরে বামুন চাকর আর আমি।"

বারাণ্ডার একটা কোণের দিকে প্রকাণ্ড ঝুড়ি বোঝাই তূলার রাশি দেখিয়া সলিল জিজ্ঞাসা করিল—

"এসব কি রে?"

"সুতো কাটি কিনা তাই।"

"তুই বুঝি চরকা কাটতে সুরু ক'রেছিস? কতখানি সুতো হ'ল?"

"হ'য়েছে অনেকটাই, বুন্‌তেও কতকটা দিয়েছি আর এ কদিনেও অনেকখানি জ'মে গেছে।"

"খুব ভাল; এইত চাই। আমরা সব হতভাগার দল, দেশের কিছু করবার ক্ষমতাও নেই—সাহস—তাও থেকে না থাকা। যাক্—অনাথের কি খবর—খোঁজ তল্লাস নিচ্ছে ত?"

সোণালির মাথাটা পায়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। আস্তে আস্তে গলা ঝাড়িয়া জবাব দিল "হাঁ।"

সেদিনকার সেই তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে অনেক কথা অনেক রকম করিয়া

জানাইবার পরিবর্ত্তে লজ্জায় জড় সড় কণ্ঠে বাধ বাধ ভাব লইয়া ছোট্ট কথাটি মুখ হইতে বাহির হইল—

"হাঁ।"

সর্ব্ব বিষয়ে মোটামুটি একটা সাধারণ জ্ঞান থাকিলেও সলিল সোণালির এই পরিবর্ত্তন টুকু লক্ষ্য করিতে পারিল না। এ যাবৎ বোনের মতই স্নেহ করিয়াছে, ভাল বাসিয়াছে, জীবনের যে সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া নরনারী জগৎ সুন্দর দেখে, মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্য্যকিরণেও ধরণীর বুকে সোণালি আভা ফুটিয়া থাকিতে দেখে, সলিলের সে শুভ-সময়ের কথা জানা থাকিলেও, আজ এই তরুণীর অবস্থা দেখিয়া তাহার বুঝিবার আগ্রহ হইল না। নিতান্ত পল্লীগ্রামের মেয়েদের মত লজ্জায় জবু থবু-হইয়া মুখ বুজিয়া থাকিবার মেয়েও সোণালি নয়—ছিলও না তেমন কোনদিন, তাই সেও অপ্রতিভ ভাবটাকে সহজেই সামলাইয়া লইয়া কথা বার্ত্তা বলিতে সুরু করিয়া দিল।

সলিল বলিল, "অনাথ তোর সব কথা পষ্ট ক'রে আমাকে কোনদিন লেখেনি তাই—"

"কি পষ্ট ক'রে?"

"এই কেমন ক'রে চ'লছে ট'লছে এই সব।"

"সে কথা তিনি আর কেমন ক'রে জানাবেন? নিজে হ'তেই বা কত লিখবেন বল? আমিত মায়ের অসুখের দুচার দিন আগে থেকেই একরকম পুরো দস্তর তাঁরই উপর সব ভার দিয়ে ব'সে আছি। চারদিক দিয়ে বড্ড বেশী রকমে উনি আমাকে পরাস্ত ক'রতে সুরু ক'রেছিলেন, কাজেই নিরুপায় হ'য়ে—আমার কোন দিকেই জেদ বজায় রইল না। অসহায় হ'লেই তার সব আশা ভরসা গুলোও নিরর্থক হ'য়ে দাঁড়ায় কি না!

—তেলটা মেখে নাও সলিলদা, আমি তৎক্ষণে উনুনটা ধরিয়ে নিই।"

"ঝি ছাড়িয়ে দিলি কেন তবে?"

"না দিইনি ত। তবে চেষ্টা ক'রে ছিলুম অনেক দিন। ঠিকেতে একটা যেমন তেমন বন্দোবস্ত ক'রে নিলেই দিনান্তে একটিবার বাজার করা, তা খুব চ'লে যায়, কিন্তু তা ত তোমার বন্ধুটি শুনবেন না?"

সলিলের নিকটে অনাথের প্রতি এই প্রশংসমান ভাবটুকু প্রকাশ করিতে সোণালির মনে হইল বুঝি এত কথা বলাতে তাঁহার গৌরব ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইতেছে। নিতান্ত আত্মীয়ের মুখে প্রশংসা শুনিতে শ্রোতার যে তেমন শ্রুতি সুখকর হয় না, আর পাঁচজনের মত সোণালিরও তাহা ভালরূপই জানাছিল। অনাথের ও তাহার মধ্যকার দূর ব্যবধানটা দিনে দিনে ঘণ্টায় ঘণ্টায় মিনিটে মিনিটে সরিয়া সরিয়া এতই নিকট হইয়া পড়িয়াছিল যে সেটাকে আর কোন রকমেই ঠেলিয়া সরাইয়া রাখা চলে না এবং সে ইচ্ছাও মনের মধ্যে ছিল না।

সলিল বলিল "তুই নিজেই যে উনুন ধরাতে ব'সে গেলি—ঝি আছে ত কোথা?"

কেরোসিনের ডিবেটা উনুনের উপর তুলিয়া ধরিয়া তেল ঢালিতে ঢালিতে সোণালি বলিল "তাকে বাজারে পাঠিয়েছি সলিলদা, তুমি আর দেরি ক'রোনা। শীগ্‌গীর চানটা সেরে নাও।"

সলিলের তেল মাখা শেষ হইতেই সোণালি হাত ধুইয়া আসিয়া বলিল "তোমার ব্যাগের চাবিটা? গামছা কাপড় গুলো বের ক'রে নিয়ে আসি। ঝিও এল ব'লে।"

"তুই এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন রে? তাড়াতাড়ির কিছু দরকার নেই।"

"বেশ তাই হবে। তুমি নেয়ে এস ত? হাঁ সলিলদা কি খাবে? লুচি?"

"যা হয় করিস। খাবার টাবার আনিয়ে নিলেও ত হ'য়ে যেত, দেখ দেখি মেসে গিয়ে থেকে তোকে আর এত শত কষ্ট পোয়াতে হ'ত না। যা তোর ভাল লাগে লুচিই হোক্ আর চিঁড়েমুড়িই হোক্ আমার কিছুতে আপত্তি নেই ভাই।"

অগ্রজের মতন সম্মান দেখাইলেও অনাথকে যেমন ডাল ভাত রাঁধিয়া খাওয়াইয়া ছিল তেমনি ভাবে সলিলকে কোন কিছুই নিজের হাতে রাঁধিয়া খাওয়াইতে সোণালির সাহস হইল না। বরং সে সব কথা সলিলের কাছে অপ্রকাশ রাখার দরুণ মনে মনে যথেষ্ট তৃপ্তিই অনুভব করিল। তা ছাড়া—সবাই ত আর অনাথ নয়—অনাথের মত অধিকার টুকু আর কাহারও উপর দিয়া কি খাটানো চলে?

* * * *

বৈকালের দিকে বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া সলিল বলিল "আমি আজই রাত্তিরের গাড়ীতে চ'লে যাব সোণালি। তোর সঙ্গে আর দেখা নাও হ'তে পারে। অনাথটারও ত খোঁজ খবর নেই।"

"ঐ যে ব'ললুম দাদা, হাঁসপাতালের সেই রোগীটির জন্যে তিনি খুব সম্ভব আটক প'ড়েছেন। নইলে আসেন ত ফুরসৎ পেলেই। তুমি আজই যাবে? বাড়ী—না রূপনগরে?"

"বাড়ীতেই যেতে হবে। দামুর ব্যাপার শুনিসনি? সেত এক ভয়ানক ব্যাপার ক'রে কোথায় স'রে প'ড়েছে। মা বাপের ওপর যথেষ্ট অত্যাচার ক'রে সেখান থেকে তাড়া খেয়ে একদিন আমাদেরই বাড়ীতে ঢুকে মায়ের হাত-বাক্সটা চুরি ক'রে তারপর থেকে কোথায় যে স'রলে আর খোঁজ খবরও নেই।"

"বড়মার বাক্সতে কি ছিল? টাকাকড়ি?"

"না, টাকাকড়ি না থাক্‌লেও চার পাঁচশো টাকার জিনিষ হবে! তোদেরই একছড়া হার তাগা, খুড়ো বেঁচে থাকতে মায়ের কাছে বন্ধক রেখেছিলেন, সে গুলো সবই সেই বাক্সটার ভেতর ছিল। আমি ত অনেক খোঁজ নিয়েও তার কোন সন্ধান ক'রে উঠ্‌তে পারিনি।"

"যাক্‌গে। মুকুন্দ দাসের খবর কি দাদা?"

"ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্তুর ক'রে বিষয় আশয় বেচে কাশীবাস ক'রবার মতলবে আছেন।"

"এবারে তবে ধর্ম্মে মতি হ'ল বল?"

"হাঁ, কতকটা বটে বই কি তবু কি জানিস—সেই বুড়ো সিংহ আর কঙ্কনলোভী পথিকের ব্যাপার আর কি? খিদে পেলেই যেমন ক'রে হোক জোরে না পারে লোককে লোভ দেখিয়েও সর্ব্বনাশ ক'রতে ছাড়বেনা—আমার ত তাই বিশ্বাস, তবে কাশীর মত জায়গা দেখে শুনে ভালও হ'তে পারে বইকি।"

"কবে যাবেন কাশী?"

"খুব শীগ্‌গীরই। বিষয়ের খরিদদার জুটে গেলেই হয়।"

"আচ্ছা সলিলদা, আমাদের বাড়ীটা তেমনি আছে—না ভেঙ্গে চুরে গেছে?"

"ভেঙ্গে চুরে যায়নি রে, ভেঙ্গে চুরে দিয়েছে। সেখানে আর পুরোনো চিহ্ন একটুও নেই। সব মুকুন্দ বৈরিগীর কুমড়ো বেগুনের ক্ষেত হ'য়ে পড়েছে। আমি কিন্তু সহজে ছাড়বোনা তাকে। তোর পিতৃভিটেটাও অন্ততঃ রাখবার চেষ্টা ক'রবো। অন্য সব যায় যাবে।"

"অনর্থক কেন তার সঙ্গে মামলা মকদ্দমা ক'রে সর্ব্বস্বান্ত হবে? কি ক'রবে—বাবার কপালে—"

"কপালে এখনও কিছু হয়নি সোণালি, মন্দ হোক্ ভাল হোক্ ভবিষ্যৎটা ফলিয়ে একদিন উঠ্‌বেই। তাছাড়া দু একদিন ত নয়—জীবনের সবই যে সামনে দাঁড়িয়ে। সেত ঠেকিয়ে রাখতে পারবিনে কোনদিন। আজ যেমন ক'রে চ'লছে কালও যে ঠিক তেমনি ক'রেই চ'লবে তা তুই আমি কেমন ক'রে ব'লব দিদি? একলা ক'লকাতার মতন জায়গায় নিঃসহায় হ'য়ে বাস করা যে কত দুঃসাহসের কাজ, সে না ঠেক্‌লে কোন দিনই কেউ শিখ্‌তে পারেনা। অনাথ খাম-খেয়ালি—সাদাসিধে, নেহাৎ ব্যোম ভোলানাথ। সেই-ই যে চিরদিন ক'লকতায় থাকবে বা সময়ে অসময়ে এমনি বোনের মতন খোঁজ খবর নেবে, আদর যত্ন দেখাবে—তারই কি ঠিক ঠিকানা কিছু আছে ভাই? সে জমিদারের ছেলে, প্রবল মান যশঃ খ্যাতি তার। দেশের ঘরে ঘরে লোকে গেয়ে বেড়ায়—আজ বাদে কাল সেইই প্রবল প্রতাপ জমীদার হবে। তখন তোর মতন ক্ষুদ্র নগণ্য আত্মীয় বা অনাত্মীয়দের কথা তার সব সময় মনে নাও থাকতে পারে। আমার মতে যেখানে হোক্ একটা বিয়ে থার যোগাড় ক'রে ফেলতে হবে ভাই। এখন সে কর্ত্তব্যটা ধ'রতে গেলে আমারই ঘাড়ে, কিন্তু তুই অজ্ঞান ন'স্ সেই জন্যেই তোকে আজ পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে যাচ্ছি। ভেবে রাখিস সোণা, একটা কিছু অবলম্বন না থাকলে—স্ত্রালোকেরই কি আর পুরুষেরই কি—কারও চ'লবার যো নেই। সংসারের সব পথ গুলোতেই এত কাঁটা ছড়ানো আর তা এতই বন্ধুর যে সহজে স্বাধীন ভাবে কেউ তার ওপর দিয়ে সহজে চলা ফেরা করবার সাহস পায়না।"

"তোমাদের সঙ্গে তোমাদের পাঁচ জনের একজন হ'য়ে থাকতে আমার এতই কি বাধা আছে?"

"অনেক বাধা আছে ভাই, অনেক—ঢের বাধা আছে। তুই ত

বোকা ন'স সোণালি ; ভেবে দেখিস তাতে কত বাধা আর কতরকম অসুবিধে। আমার এখন আর সময় হ'য়ে উঠ্‌ল না। বেশী কিছু বলেও যেতে পারলুম না। তবু যা শুনলি এতেই কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটা জ্ঞান তোর হবেই। ছোট্ট মেয়েটীর মতন লজ্জায় জড়সড় হ'য়ে থাকলে চল্‌বেনা। দেখবার খোঁজ নিবার লোক দুশোটা থাকলেও, তোর মত মেয়েদের নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার শক্তিটাও কিছু কিছু রাখতে হবে বইকি।"

"কুমারী হ'য়ে কুমারী ধর্ম্ম পালন ক'রে জীবন কাটানোর দৃষ্টান্তও ত আমাদের দেশে দুষ্প্রাপ্য নয় সলিলদা ?"

"সব কথায় সব দিকে এক রকম সাফাই গাইলে ত চলে না বোন্। বাতাসটা কোন দিকে, পরখ্ না ক'রেই কি মাঝীতে পাল তুলে দেয় রে ?"

———

ত্রয়োদশ

ইহারই দিন সতের আঠার পরে পাশের বাড়ীর লতিকাদের ক্ষুদ্র অল্প পরিসর একখানি ঘরে সামনা সামনি দুখানা চেয়ারে বসিয়া সোণালি ও লতিকার কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

হাতের অমৃতবাজার পত্রিকাটা সোণালির সামনে ধরিয়া লতিকা বলিল "তুই বিশ্বাস ক'রতে চাস্‌নে সোণা? এই দেখ কি লিখেছে; শুধু অমৃতবাজার নয় আরও দু একখানা কাগজেও এ খবর বেরুতে বাকি পড়েনি।"

"এসব কথা জানাজানি হ'ল কেমন করে আমি তাই ভাবছি।"

"একি লুকোন থাকে পাগল? আজকাল খবরের কাগজওয়ালারা এমনিতর দু দশটা কথা না লিখলে যে কাগজ বেচতে পারবে না? তাছাড়া অতিরঞ্জিতও নয়, মিথ্যেওনেই কিছু। বেরুলই বা! নিজের হাতে তুলো পিঁজে ঘরে ব'সে দিন রাত্তির চরকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গলদঘর্ম হ'য়ে যে খেটে সারা হ'য়ে যাচ্ছিস, তার পুরস্কার কি কিছুই নেই মনে করিস? এ ত ভালই, উৎসাহ হাজার গুণ বেড়ে যাবে।"

"আমি কিন্তু এরকমের উৎসাহ বা নাম কিচ্ছু পেতে চাইনি লতাদি। বাস্তবিক খবরের কাগজে এ সংবাদ পেলে কেমন ক'রে?"

"এই যে তুই দিনের মধ্যে প্রায়ই দুজন পাঁচজনকে গামছা কাপড় বিলিয়ে দিচ্ছিস—গরিব হ'লেও কি তাদের প্রাণ নেই ভাবিস সোণালি? তারা যখন রাস্তা দিয়ে একপাল লোকের সামনে—সেই তোর নিজের হাতে সুতোকাটা কাপড়—তোর মহৎ অন্তরের দান—মাথায় ক'রে ঘরে ফেরে, তখন কি তাদের মুখ সেলাই করা থাকে ভাই? উপকার পেয়ে

এমন অপ্রত্যাশিত দান হাত পেতে নিয়ে—কোন অকৃতজ্ঞ মুখটি বুজে পথে চ'লে যেতে পারে বল ত?—কিন্তু তোকেও আজ বাহাদুরী দিতে হবে সোণা, একটা লোকে সংসার চালিয়ে, পড়াশোনা ক'রে, কেত্থেকে কেমন ক'রে যে এত কাজ করিস—আমি ত আমি, সেদিন আমাদের বাড়ীর সবাই শুনে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছ্‌লো। উঃ—রাত্তিরে যখনই ঘুম ভাঙ্গে—কাণ পেতে শুনি—তোর চরকার শব্দের বিরাম নেই জানলা দিয়ে দেখি—বারান্দায় আলো জ্ব'লছেই।

"তাই মাঝে মাঝে ভাবি এত প'ড়ে শুনে চোক হারিয়ে নাকে চসমা এঁটে বই মুখস্থ ক'রে বি, এ, পাশ ক'রে কি সার্থকতাটাই পেলুম! এত দিনের খাটা খাটুনির ফলে, আজ মনে প্রবল উৎসাহ থাকলেও—ক্ষীণ দেহটা আর ভগ্ন স্বাস্থ্যটা বাদ সেধে বসে। অবস্থা এতই খারাপ যে কোন কাজেই এগুতে সাহস হয় না।"

"আমার কিন্তু সন্দেহ হয় লতাদি, এসব তোমাদেরই কাজ। অনেক বড় বড় লোকের এবাড়ীতে আসা যাওয়ার ত বিরাম নেই, তুমিই কোন দিন হয়ত কথায় কথায় আমার এ পাগলামীর ব্যাপারটা বলে ফেলেছ আর অমান চার দিক থেকে ঢাক ঢোল বাজ্‌তে সুরু হ'য়ে গেছে।"

"দূর পাগলি, আমার আর খেয়ে না খেয়ে কাজ নেই ত, আমি ওসব কথা বল্‌তে যাব কেন? যাদের বিলিয়ে দিচ্ছিস তারাই পথে পথে যে গান গেয়ে বেড়াচ্ছে তাকি কারও কাণে যেতে বাকি থাকে রে! কিন্তু তোরও বুদ্ধি আর সাহসের বলিহারী সোণা, আবার সে দিন দেখলুম কি একটা মাসিকেও এই সব স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে অনেক কথাই লিখেছিস।"

সোণালি লজ্জিত হাস্তে চেয়ারের হাতলটা খুঁটিতে খুঁটিতে মাথা নীচু

করিয়া বলিল, "কি আবার লিখলুম লতাদি, সোণালি নামটা কি আমারই একচেটে ? এ নামের আর একটী মেয়েও থাকৃতে নেই বুঝি ?"

"কেন থাকতে পারে না হাজার হাজার থাকৃতে পারে, কিন্তু নামের সার্থকতা আর কাজের সাফল্য দেখাতে পারে ক জন সোণালিতে বল দেখি ? আমিও এ বয়সে বড় কম লেখা লিখিনি ভাই। ঐ তোরই সাম্‌নের ড্রয়ারটা খুলে দেখ কত রাশ রাশ কাগজ গাদা হয়ে আছে। কিন্তু লিখেই ম'রে যাই। ঘরের পয়সা খরচ ক'রে ফিবারেই ডাকটিকিট পাঠাই ব'লে নিজের লেখা আবার আমার নিজের কাছেই ফিরে আসে, নইলে সম্পাদক মশায়দের ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ির ভেতর জমা হ'য়ে রাস্তার ডাষ্ট-বিনে প'ড়তে দেরি হয় না।"

"খালি খালি আমায় ঠাট্টা ক'রছ ত ! তোমার লেখা দেখেইত মাঝে মাঝে আমি—"

"তোর দাদর লেখা তোর কাছে কি কোন দিন মন্দ হ'তে পারে সোণা ? কিন্তু এই চাবি নিয়ে টানাটা খুল্‌লেই দেখতে পাবি—প্রত্যেক প্রবন্ধ, গান, কবিতা যা আছে সবগুলির মাথাতেই লাল কালিতে লেখা 'অমনোনীত'। কিন্তু তবুও আমি বি, এ, পাশ করা আর তুই পাড়া গাঁয়ের অসভ্য-জানোয়ার, ছিঁচ-কাঁদুনে, আলতাসিন্দুর-পরাদের দলের একটা নেহাৎ মুর্খ মেয়েমানুষ !"

"বেশ যাও। তোমাকে আমি খুব ভাল ক'রেই জানি। এই যে আজ তোমারই সামনে ব'সে কথা কাটাকাটি ক'রছি এওত তোমারই শিক্ষার গুণে— গ'ড়ে পিটে নিয়েছিল ব'লেই না ?"

প্রসঙ্গটা চাপা দিয়া লতিকা বলিল "তোর সলিলদা এসেছিলেন— সেদিন, কি ব'লে গেলেন ? বিয়ে ক'রতেই হবে ত ?"

সোণালি লজ্জার ভাব কাটাইয়া জবাব দিল "হাঁ তাই !"

"আত্মীয় স্বজনে ব'লেই থাকে তা। আর অভিভাবক ব'লতে ত একরকম তিনিই। এখন ভেবে ঠিক করলি কি?"

"আমি তাঁকে জানিয়ে দিয়েছি—পাঁচ রকম কাজ কর্ম্ম নিয়েই জীবন-টাকে কাটিয়ে দেব।"

"তাকি হয় সোণা, আর ও রকমে কটা লোকেই বা চ'লতে পারে? বলিস ত আমি ঘটকালি করি।"

"কেন মিছি মিছি ব'কে ম'রছ লতাদি, ওসব হবে না। বরং বলত আমিই ও কাজটা করি।"

"কেন নিজের অপছন্দ হ'ল নাকি?"

"দূর—তা কেন—আর বুঝি—"

"কি কি থাম্‌লি কেন? বল না আর বুঝি কি? তবু অনাথ বাবুর নামটি মুখে আসবেনা ত?"

"কেন অনাথ বাবুর নাম মুখে আসবে না? তিনি আমার কে? আশ্রয়দাতা প্রতিপালক—তাঁর নাম দুশোবার দুহাজার বার ব'লতেও মুখে বাধ্‌বে না কোন দিন।"

"আশ্রয়দাতা—প্রতিপালক—আর বুঝি কেউ নয়?"

"না না লতাদি সত্যিই বুঝি আর কেউ নয়।"

"তা জানি সোণা, কিন্তু এমনি ক'রে পুড়ে মরায় ত লাভ নেই কিছু? এতই কি বাধা যাতে ক'রে—"

আবেগময় কণ্ঠে সোণালি বলিয়া যাইতে লাগিল "সে অনেক কথা দিদি, তিনি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্রাণী; তিনি মহান্, উচ্চ জমীদার, আমি নীচ ঘৃণিতা—তাঁরই দরজায় ভিখিরীর সাজে দাঁড়িয়ে—যৎকিঞ্চিৎ সাহয্যের প্রত্যাশী; তিনি পূর্ণিমার অকলঙ্ক চাঁদ, আমি ক্ষুদ্র অতিক্ষুদ্র বামন; তিনি গুণের আধার করুণার অবতার, আমি হীনা, নিগুর্ণা

নগণ্যা রমণী। আমার এত কি তপস্যা আছে যার জোরে এত বড় দুরাশাকে মনের কোণেও ঠাঁই দিতে পারবো ?"

"রূপে গুণে তুইও কারও চাইতে হীন ন'স সোণালি, একথা আজ আমি ডাক হেঁকে ব'লে রাখলুম। তোকে লাভ করায় যে কত লাভ— যে পাবে, সেই বুঝবে। একদিন দেখাব মহান জমীদার বাবুটিই নিজে যেচে এসে তাঁর মনের কথা জানিয়ে যাবেন। কোন বাধাকেই গ্রাহ্য করবার অবস্থা তখন তাঁর থাকবে না।"

"তা হয়না লতাদি; মাঝখানে ঐ যে মস্তবড় ব্যবধান—সেটা ডিঙ্গিয়ে ত তাঁর পায়ের তলে স্থান পাবার সৌভাগ্য আমার কোন দিনই হবে না। সেই জন্যেই ব'লছিলুম—কুমারী ধর্ম্ম পালন ক'রে কাজনিয়ে, কাজের মধ্যে ডুবে থেকেই এজীবনটা কাটিয়ে দেব। দেবতার পায়ে যে প্রাণটাকে একদিন নিবেদন ক'রে দিয়েছি আজ তাই নিয়ে কেমন ক'রে অন্যকে ঠকাতে যাব ? আমিও ত মানুষ দিদি ?"

"আমাদের ধর্ম্মে জাতিভেদ নেই—ব্রাহ্ম হ'য়ে আমরা কিছুতে ভেবে পাইনে—এতে কি দোষ আর কত বড় বাধা থাকতে পারে। মনের সুখ প্রাণের শান্তি টুকুই যদি হারিয়ে ব'সতে হয়—তাহ'লে জীবনের সার্থকতা কেমন ভাবে থাকে, সে শুধু তোমাদের সমাজই জানেন।"

"আমার জীবনের সার্থকতা শুধু ত্যাগে ফুটিয়ে তু'লতে হবে লতাদি'। অন্য কিছুর আশা করা আমার কাছে নিতান্ত দুরাশা—"

কথা শেষ না হইতেই ছাদের উপর হইতে ঝির ডাক শোনা গেল— "শীগ্‌গীর বাড়ী এস দিদিমণি।"

* * * *

ঝি বলিল "একটা মাথায় ফেটি জড়ানো মিনসে বাড়ীতে ঢুকে বলে কিনা—অনাথবাবু যে বাক্সটা এনে রেখেছেন সেটা কোথায় ?—আমি

তোমাকে ডাকৃতে ছাদে যাচ্ছি—ওমা! হতভাগা মিন্‌সে ঘরের দরজা খুলে ছোট্ট বাক্সটা নিয়েই দে ছুট্! হাঁ হাঁ করে চেঁচিয়ে উঠ্‌তেই বলে—চুপ মাগী—আমার জিনিষ আমি নেব না? একলা আর কেমন করে আটকাই? সে ত এতক্ষণ গলিপার হ'য়ে বড় রাস্তায়—দেখ কি নিয়ে পালালো। ম'রতে আমি দরজা খুলে দিতে গেছলুম। আমি জানি অনাথবাবুই এসেছেন।"

ঘরে ঢুকিয়া সোণালি দেখিল যেটি যেমন ছিল তেমনি আছে—কেবল অনাথের আনা সেই আহত ভদ্রলোকের কাঠের বাক্সটিই নাই।

একজনের গচ্ছিত জিনিষ নিজের অসাবধানতায় এমনি ভাবে চুরি যাওয়াতে তাহার আত্ম গ্লানিতে সারাবুক ভরিয়া উঠিল। ঘরে চাবি দিয়া গেলে হয়ত এ বিপদ না হইতেও পারিত।

আজ নিতান্ত অসহায় অবলা দেখিয়াই ত একটা রাস্তার নগণ্য তুচ্ছ চোরে উপহাসের সঙ্গে এমনি ভাবে সর্ব্বনাশ করিয়া পলাইয়া গেল! তাহাকে ধরিবার ক্ষমতা বা সাহস ত নাই-ই—একবার চীৎকার করিয়া লোক ডাকিতে হইলেও লজ্জার মস্তবড় পাষাণটা কণ্ঠে চাপিয়া বসে! হায়! হায়! এ জাতের কি কিছুতে উন্নতি নাই!

সলিলের সেদিনের প্রত্যেক কথাগুলি একটি একটি করিয়া তাহার মনে পড়িয়া গেল। কিন্তু উপায় নাই। নিজেরই অবাধ্য মনটাকে বশে আনিতে না পারিয়া একই সঙ্গে সুধা ও গরল গিলিয়া ফেলিয়া আজ তাহার কোন দিকেই কোন পথ নাই যে!

সোণালি বা অনাথ কেহই জানিত না যে হাঁসপাতালের সেই আহত ভদ্রলোক—মুকুন্দদাসের সুপুত্র দামোদর ছাড়া অপর কেহ নহে। অনাথ পূর্ব্বে কখনও তাহাকে দেখে নাই আর সোণালিও ধারণা করিতে

পারে নাই যে দামু চোরাই মাল বেচিয়া কাঁচাপয়সায় মদ খাইয়া আমোদ করিতে কলিকাতায় আসিয়াছে।

হাসপাতাল হইতে নিরাময় হইয়া বাহিরে আসিতেই অনাথ তাহাকে এই ৩৭।২ নম্বর ঝামাপুকুরের ঠিকানা দিয়াছিল এবং সোণালিকে ডাকিয়া বাক্সটির কথা বলিলেই যে সে তাহার জিনিস পাইবে সে কথাটাও বুঝাইয়া দিতে ত্রুটী করে নাই। নিজে কাজের ঝঞ্ঝাটে দামুর সঙ্গে আসিতে পারে নাই বলিয়াই সে সোণালির নাম ও বাসার নম্বর দিয়াছিল।

সোণালির নাম শুনিয়াই দামুর মনে অকস্মাৎ সন্দেহ হইয়াছিল—এ অপর কেহ নহে—যাহাকে একদিন অযথা অত্যাচার করিয়া তাহারা পিতাপুত্রে দেশ হইতে, প্রিয় হইতে প্রিয়তর জন্মভূমির কোল হইতে নিতান্ত নির্ম্মমের মতই টানিয়া বাহির করিয়া দিয়াছিল—এ সেই—সোণালি—সেইই। তাই চোর, অপরাধী দস্যুর প্রাণে আতঙ্ক আসিয়াছিল এবং সহসা বাড়ীতে প্রবেশ করিবার ইচ্ছাটা মনের মধ্যেই দাবিয়া রাখিয়া অবসর খুঁজিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। এদিকে বাক্সটির মধ্যে যে জিনিষ আছে যদি সোণালির নজরে পড়িয়া থাকে—সেওত তাহাদেরই গহনা; সলিলের বাড়ী হইতে চুরি করিয়াই সে কলিকাতায় আসিয়াছিল বটে, তবে গহনার মালিক যে সোণালিই সে কথা জানিতে তাহার বাকি ছিল না। চুরির পূর্ব্বদিন হইতেই সে এই জিনিসের উপর চোখ রাখিতে ত্রুটি করে নাই।

এক্ষণে সোণালিকে লতিকাদের বাড়ীতে যাইতে দেখিয়াই দামু অবসর বুঝিয়া ঝিকে প্রবঞ্চনা করিয়া তাহার অভিলষিত দ্রব্যটি খুঁজিয়া লইয়া পলায়ন করিতে একটুও বাধা পাইল না।

———

চতুর্দ্দশ

বিস্ময় ও দুঃখের ভাবটা তখনও কাটে নাই—সোণালি তেমনি বিমূঢ়ের মত মেজেতে বসিয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিতেছিল।

সম্মুখের জামগাছটির দীর্ঘশীর্ষ হইতে আশ্বিনের ক্ষীণ রৌদ্র ধীরে ধীরে কখন সরিয়া গিয়াছে। হাতের কাজ শেষ করিয়া ঝি বাজারের পয়সা চাহিতে আসিয়া সোণালির এই তন্ময়তা দেখিয়া কোন কথা বলিবার সাহস পায় নাই—ফিরিয়া গিয়াছে

চোরের অত্যাচারের কথা ভবিতে ভাবিতে তাহার বর্ত্তমান চিন্তার ক্রম সঞ্চারিত এলো মেঘের রাশি অল্পে অল্পে জমাট বাঁধিয়া বাঁধিয়া স্বচ্ছ হৃদয় নীলিমায় ঘনায়মান হইতেছিল—বাহিরের আসন্ন অন্ধকারের মাঝখানে দাঁড়াইয়া অনাথ বলিল "একি! আঁধারে চুপটি ক'রে ব'সে যে?"

ধ্যানমগ্ন অনন্যশরণ ভক্ত যেমন বাঞ্ছিত দেবতার মূর্ত্তিখানি ভাবিতে ভাবিতে পাওয়ার সাফল্যে হর্ষফুল্লাধরে মৃদু হাসির রেখা ফুটাইয়া নিমীল নয়ন ধীরে অতি অল্পে অল্পে অন্তর বাহিরের একাকার তৃপ্তির অসীমতার মধ্যে মেলিয়া ধরে, তেমনি ধূসর সান্ধ্য আঁধারের বাধা ঠেলিয়া আগ্রহময় পিপাসাতুর আকুল চক্ষু দুটি বাড়াইয়া অনাথের দিকে চাহিতেই সোণালির মুখখানিতে সলজ্জ তৃপ্তির আভা ছড়াইয়া পড়িল।

"অনেকক্ষণ সন্ধ্যে উতরে গেছে, একটা আলোও না জেলে অন্ধকারে ব'সে আছেন!—কেন?"

"ওঃ—তাইত! আলো আনি—"

উঠিয়া ঘরের বাহিরে আসিতেই ঝি লণ্ঠনটা আনিয়া হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি কি আন্‌তে হবে বাজার থেকে, পয়সা কড়ি দাও।"

"আজ আর কিছুর দরকার নেই—তোমার নিজের মত খাবার দাবার যা হয় নিয়ে এস।"

* * * সামনের ছোট জল চৌকীটার উপর আলো রাখিয়া আঁচল দিয়া মেজেটা মুছিয়া দিয়া সোণালি অনাথকে বলিল "বসুন। জুতোটা খুলে দেব ?"

"না না বস্‌ছি—আপনি কেন জুতো—"

"দোষ কি ? ব্রাহ্মণ—অধিকার ত আমার যথেষ্টই আছে ?"

তখন সোণালির অন্তরের কোণে কোণে অনেকক্ষণ আগেকার পুঞ্জীভূত মেঘটা দুরন্ত পাগলা বাতাসের ঘায়ে ঘায়ে এদিক ওদিকে ছড়াইয়া পড়াতে, স্বচ্ছ নীল আকাশে ভাসমান চন্দ্র সেই ছিন্ন মেঘের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারিতেছিল।

ঘরের মেজেয় বসিয়া অনাথ বলিল "ব্রাহ্মণ হ'য়েই কি অন্য জাত গুলোর মাথা কিনে রেখেছি মনে করেন ? সে গৌরব কর্‌বার ক্ষমতা আমার একটুও নেই। ব্রাহ্মণ আমি একথা কোন দিক দিয়েই বলবার শক্তি নেই আমার, তবে ব্রাহ্মণ সন্তান—এটুকুর গৌরব ষোল আনাই রাখি। কিন্তু থাক্ সে সব কথা—কাল কালীঘাটে যাবেন ?"

"হঠাৎ যে বড় ধর্ম্মের দিকে ঝুঁকে প'ড়লেন ? কই একটি দিনও ত একটা ঠাকুর দেবতার নাম আপনার মুখে আনতে শুনিনি—আজ উঠে পড়ে একেবারে কালীঘাট।"

"হু, আমার ত আর কাজ নেই যে ধর্ম্ম ক'রতে কালীঘাটে যাব ? দায়ে প'ড়ে গেছে ! ও সব পয়সা দিয়ে পুণ্যি কেনা আমার দ্বারা হ'য়ে

উঠবেনা। বাপ্! সে বারে মাঘী পূর্ণিমার দিনে হঠাৎ খেয়াল হ'ল—গেলুম—মাকে দর্শন ক'রতে; কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার, মন্দিরের সামনের সেই ছোট্ট গলিপথ টুকুর দুদিকেই দুখানা ক'রে বাঁশ বাঁধা। এ দিকেও পথ নেই, ও দিকেও পথ নেই। ঠিক যেন মিউনিসিপ্যালিটির 'রোড্ ক্লোজ্ড্' আঁটা র'য়েছে। ব্যাপার কি জিজ্ঞেস ক'রতেই ভক্তবীর পাণ্ডা মশায় ব'ললেন—চারটি ক'রে পয়সা দিয়ে ঢুকতে হবে। বুঝুন, কত ঘৃণিত ব্যবসাদারী এই তীর্থের পথে!

"ছেলে বেলায় দেখেছিলুম দেশের একটা মেলাতে একদল সার্কাস ওয়ালা এসেছিল মস্ত বড় লম্বা চওড়া তাঁবু খাটিয়ে ব্যাণ্ড বাজিয়ে তারা লোক ডাকতো 'চার চার পয়সা বাঘের খেলা ভোজের বাজী।' চার পয়সা খরচ ক'রে সেদিনকার সে সার্কাস দেখার কৌতূহল চেপে রাখতে পারিনি। কিন্তু যেখানে মনের ব্যাকুল বাসনা নিয়ে প্রাণের জ্বালা জুড়োতে—বুকের ব্যথা জানাতে লোকে তীর্থের আশে ছুটে যায়, মন্দির পথের দুয়ার যদি তাদের তরে এমনি জোর ক'রে নগণ্য ঘৃণিত মানুষে আটকে পয়সার লোভে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদেরই ষোল আনা পাওনা থেকে বঞ্চিত ক'রে উল্টে চোখ রাঙায়, তা হ'লে কোন ধর্ম্মপুত্তুর সেটাকে বরদাস্ত করে থাকতে পারে বলুন আমাকে? মা কি কেবল শুধু সেই দুজন দেবল পাণ্ডাকেই কোলের কাছে টেনে নিয়ে ঘুম পাড়িয়ে জগতের বুকে মুখে মাতৃত্বের ছবি এঁকে রেখেছেন? তিনি কি জগত্তারিণী জগজ্জননী জগন্মোহিনী মা নন? শুধু কি কালীঘাটের পাণ্ডাজননী মা?

"চার পয়সা কাছে না থাকলে সার্কাস দেখা ভাগ্যে হ'ত না জানি, কারণ সেটা দলপতির নিজের জিনিস, অন্যের অধিকার তাতে থাকতে পারেই না, কিন্তু এই যে সারা ভারতের ভারত জননী, মায়ের মধুর মূর্ত্তি

ফুটিয়ে তুলে সন্তানকে দেখা দিতে নিজেই কালিকামূর্ত্তিতে দাঁড়িয়ে আছেন—সে কি শুধু টাকা পয়সার তরেই ? ভক্ত কি তাঁর পায়ের তলে, তাঁর কোলের ছায়ে ব'সতে পারে না ? সে কি মায়ের ছেলে নয় ? কিন্তু তার প্রতিকার নেই। পয়সা ফেল—ঠাকুর দেখ, এই তীর্থের গর্ব্ব আমাদের ! তবু নিজেদের হাতে সব থাকতেও আমরা তার প্রতীকার করিনে। কারণ তার আগ্রহ নেই ব'লে। শুধু কালীঘাট নয় এমনই সব জায়গায় দেখবেন, তারকেশ্বর—সেখানেও তাই—ঐ এক অবস্থা। নবদ্বীপের সোণার গৌরাঙ্গ দেখতে হ'লেত শুনেছি সর্ব্বাঙ্গ—পা হ'তে মাথা পর্য্যন্ত সোণায় মুড়ে যেতে হয়, নইলে "নো এডমিশন' কড়া পাহাড়া—'প্রবেশ নিষেধ'। এ ছাড়া সব জায়গাতেই কত রকমের নতুন নতুন অত্যাচার যে হয় তার শেষও নেই সীমাও নেই।"

সোণালি বলিল "তবু লোকে যায় কেন ?"

"হিন্দু জাতটা অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু আর সমাজ-ভীরু ব'লে। আজও এই ধ্বংসোন্মুখ সমাজের ভেতর এত বেশী ধর্ম্মভীরু লোক আছে যাদের পয়ে এখনও এই সব তীর্থ জমীদারীর পুরুষানুক্রমিক পোষ্যপুত্র এই ভণ্ড দেবল পাণ্ডার দল পায়ের ওপর পা দিয়ে হুকুম চালিয়ে দিন কাটায়।"

"আপনি কি বলেন এর প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত ?"

"দু হাজার বার দু লাখ বার। ভক্তি শ্রদ্ধা যা কিছু ধর্ম্মের মূল, সবই মনে ; অবুঝ অসংযত মনটাকে ভক্তিতে ধর্ম্ম প্রীতিতে ভরিয়ে তুলতে হিন্দুরা দেবতার সাকার মূর্ত্তির পবিত্র মন্দিরে ব'সে উপাসনা করে। যদি সেখানে যাবার পথেই এত বাধা চার দিক থেকে এসে পথ আগলে দাঁড়ায় তা হ'লে মনের অপূর্ণ সাধ যে মনেই থেকে যাবে ?"

"ধর্ম্ম বুঝতে হ'লে ধার্ম্মিক হ'তে হ'লেই ত বাধাও এড়িয়ে যেতে হবে? ফল আয়াসলব্ধ না হ'লে তার মিষ্টতাটুকু ভাল ক'রে অনুভব করা যায় না ত?"

"হাঁ তা যায় না বটে, কিন্তু সে অন্য রকমের বাধা। ভগবানকে ডাকতে তাঁকে মনের মাঝখানে পেতে, সাধককে যে বাধা এড়িয়ে যেতে হবে তার সঙ্গে এই সব তীর্থের পাণ্ডারূপী কালাপাহাড়ের দলের অত্যাচারের বাধা ঠিক এক রকমের নয়। এরা যেন নিজে নিজেরই অজ্ঞাতে দেবতার দেবত্ব টুকুও ঘুচিয়ে দিতে ব'সেছে।"

"আপনি বুঝি তাই কালীঘাটে যান না? তা হ'লে ভাক্তটাও ত করেন অন্ততঃ?"

"যাক্—সে সব কথা। আমাদের আবার মন তার আবার ভক্তি। ঐ যে বল্লুম ভক্তি শ্রদ্ধা যা কিছু সব মনে, বাহিরে নয়।"

"কিন্তু একটা কথা—কাল কেন তা হ'লে—"

"হাঁ তাই বলি—আজ দেশ থেকে চিঠি পেলুম বাবা আসছেন কালীঘাটের কালীমাকে দর্শন কর্তে। তিনি ত যাবেনই তাঁর সঙ্গে আমাকেও যেতে হবে। মাঝখান থেকে আপনি কেন আর বাকি থাকেন? তাই ব'ল্ছিলুম চলুন কাল যাওয়া যাক্। বাবার ত আর পয়সা কড়ির অভাব নেই সুতরাং মন্দিরের দরজা বন্ধ থাক্লেও টাকার ঘায়ে—তা আপান খুলে যাবে।"

"বাবা কালই আসছেন?"

"হাঁ. কালই সকালে ৫॥ সাড়ে পাঁচটার গাড়ীতে এখানে পৌছুবেন। তারপর যেতে নিতে সাতটা আটটা হ'য়ে যাবে। নাওয়া খাওয়া সবই কালীঘাটে সারতে হবে।"

"নাওয়া তার পরই খাওয়া? পূজোটার নাম বুঝি মুখে এল না?"

"যারা পূজো করতে যাবেন তাঁরা ভাবুন। আমি ত গাইড্! 'সেখো' যাকে বলে। আমার খাওয়ার দিকেই লক্ষ্যটা বেশী রাখতে হবে যে। তীর্থের সেখো—সেও বড় কম যায় না, হাত পেতেই ব'সে আছে। তবে এরা দেবতার মন্দির বন্ধ করে না, মন্দিরে পৌঁছে দেয়, দেবতা দর্শন করার স্থযোগ পাইয়ে দেয়।"

"বাবা কি মেসেই এসে উঠবেন?"

"হাঁ মেসেই উঠ্‌বেন তবে—।"

"কিন্তু সেখানে উড়ে বামুনের হাতে খেয়ে আর আপনাদের সব অনাচার সহ্য ক'রে তিনি ক মিনিট তিষ্ঠুতে পারবেন শুনি? আপনার মত তাঁর ত বিছানায় ব'সে চা রুটী গেলার অভ্যেস নেই? সন্ধ্যে আহ্নিক করতে কোশাকুশী গঙ্গাজল চাইলে ত কাপ পিরিচ আর গরম চা দিতে হবে?"

হাসির বেগটা সামলাইয়া অনাথ বলিল "তা যা ব'লেছেন মিথ্যে নয়। বাস্তবিক এসব কথা ত আমি ভাবিনি আগে। তা হ'লে— আর আহ্নিক পূজো সে সব ত কালীঘাট গিয়েই হবে। বাসাতে আর কি দরকার তার?"

"কিন্তু ফিরে এসে? ঐ ব্যবস্থা ত? কাঁটা চামচা? আর শয়নের বন্দোবস্ত আপনার সেই মড়া মানুষটার হাড় গোড়ের ওপরে? মনুর মুখে শুনেছিলুম একদিন, ডাক্তারী প'ড়তে হ'লে মানুষের হাড় তক্তাপোষের তলায় কাঠের বাক্সতে না রাখলে আবার ছাত্রদের ঘুম আসে না। তার চেয়ে—আচ্ছা সে পরে ব'লছি, আমি যে এদিকে এক মস্ত বড় কীর্ত্তি ক'রে ফেলেছি—তাত আপনাকে এখনও বলা হয় নি?"

"সে আমি শুনেছি আর দেখেওছি।" বলিয়া পকেট হইতে এক

খানি বাঙ্গালা মাসিক কাগজ বাহির করিয়া সোণালির সম্মুখে রাখিল।

"এই নতুনটার কথা ত? খুব সুন্দর হ'য়েছে কিন্তু। আর কিছুদিন পরে দেখবেন বাঙ্গলা সাহিত্যে ভাল ক'রেই আপনার নাম বেরিয়ে যাবে।"

"ওসব কি ব'লছেন? আমি তা বলিনি। ওসবের আমি কিচ্ছু জানিটানি নে। লতিকাদিদিও এই মাত্র এই কথা নিয়ে মস্ত বড় একটা লেক্‌চার শুনিয়ে দিলেন। আবার দেখছি—"

"কিচ্ছু আপনাকে দেখতে হবে না আর! বাঃ বইএর আলমারিটা যা সাজিয়েছেন—এত বড়টা হ'লুম এমন ক'রে এই জিনিষটির যত্ন ক'রতে কোন দিনই শিখলুম না।"

"হাঁ তা জানি। এখন আমি কি করিছি শুনুন—আপনার সেই আহত ভদ্র লোকটীর গচ্ছিত বাক্সটী আমারই অসাবধানতায় আজ এই একটু আগে চোরে নিয়ে পালিয়েছে।"

"ওঃ এই কথা? না চোরে নেয়নি। যার জিনিস সেই নিয়ে গেছে। আমি তাকে ঠিকানা ব'লে দিয়েছিলুম।"

"না ব'লে কারও সঙ্গে দেখা না ক'রে চুপটি ক'রে ঘরে ঢুকে নিয়েই ছুটে পালিয়ে যেতে ব'লেছিলেন?"

"তাই নাকি?"

"হাঁ। সে আমার সঙ্গে দেখা না ক'রেই ঝির নিষেধ না শুনে জোর ক'রে ঘর ঢুকে জিনিস নিয়েই দে ছুট! এখন যদি মালিক স্বয়ং না হ'য়ে অন্য কেউ হয়?"

"তার মাথার পাশের দিকে একটা ব্যাণ্ডেজ জড়ানো ছিল?"

"তা ছিল শুনলুম।"

"তবে মালিকই। কিন্তু না ব'লে ক'য়ে— তা যাক, ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। এখন কাজের কথা বলি, তা হ'লে সকাল সকাল কাজ কর্ম্ম সেরে সুরে চরকায় সুতো মুতো যা আছে সব সামলে রেখে তৈরী হ'য়ে নেবেন।"

"কিন্তু বাবার থাকবার ব্যবস্থা এই বাড়ীতেই ক'রবেন, অন্য কোথাও তাঁর অসুবিধে হবে।"

"এখানেই যে সুবিধে হবে—কেমন ক'রে বুঝলেন? আপনি শুনেই আসছেন এতদিন তাঁর কথা—চোকেত দেখেন নি কখনো?"

"না দেখলেও মনে মনে বেশ বুঝতে পারছি মেয়ের বাড়ীতেই তাঁর না এলে চ'লবে না। ছেলের ছ'টাকা ভাড়ার আড়াই হাত জায়গায় কি আমার জমিদার বাবার এক মিনিটও থাকা পোষাবে ভেবেছেন? দেখা সাক্ষাৎ না থাকলেও আপনার দয়াতে বাপ মেয়ের মধ্যে জানাজানি খুব ভাল ক'রেইত হ'য়ে গেছে।"

"ও—মেয়েই তাহ'লে তাঁর সর্ব্বস্ব হ'ল—ছেলে কেউ নয় বুঝি!"

"হ'লে কি হবে? ছেলে যে কারও কথা শোনে না—যা তা খায় যেখানে সেখানে বাজে কাজে ঘুরে বেড়ায় আর এক রাশ ক'রে টাকা উড়িয়ে অকেজো পাঁচজনের পেট ভরায়।"

"মেয়েও তাতে খুব কম যায় না গো! মাসিকে কবিতা লেখেন—

'সোণার দেশে যাবি যদি—
সোণার রথে আয়রে তোরা।'

চরকায় সুতো কেটে কাপড় তৈরি ক'রে রাস্তার লোককে বিলিয়ে

মুঠো মুঠো পয়সা খরচ করেন আর ঘরে ব'সে গুণ গুণ সুরে বাজে গান গেয়ে সময় কাটান—

'কিসের দুঃখ করিস ভাই
আবার তোরা মানুষ হ।'

"ছেলে বরং অত সব গোলমালে যায় না কিন্তু মেয়ের যে আগাগোড়াই সমান।'

"তা বেশ যান্। আচ্ছা চলুন দুজনেই কাল সকালে ষ্টেশনে যাই— বাবা তাঁর মেয়ের বাড়ীতে আসেন না গুণধর ছেলের মেসে যান বোঝা যাবে।"

"তা হয় ত মেয়ের বাড়ীতেই আসবেন। ছেলে আর মেয়ে পর ও নয় কেউ। আর মেয়ের বাড়ীও যা ছেলের বাড়ীও তাই দুজনে দুজনকার মধ্যে ত পর ভাবা ভাবি নেই? হাতের ঝোল চচ্চড়ী রেঁধে খাইয়ে জাতটুকুও মেরে দিয়ে ব'সে আছেন।"

"বেশ ক'রেছে। উঃ কি আমার বামুন ঠাকুররে! ভাগ্যে দু একদিন মুখ বদলাতে পান তাই রক্ষে নইলে কটকোৎকল প্রভুর হাতের মায়ায় এতদিন জিহ্বারত্নটির গুণটুকুও হারিয়ে ব'সতে হ'ত। যাক্ বাজে কথা—কাল তা হ'লে আমরা দুজনেই ষ্টেশনে যাব ত?"

"কষ্ট ক'রে দুজনে গিয়ে কি দরকার? আমি তাঁকে এবাড়ীতেই নিয়ে আসবো। তার পর বাবাকে প্রণাম ক'রে এতদিনকার বুকের বোঝাটা হাল্কা ক'রে নিও তুমি।"

"আশীর্ব্বাদ করুন, তাই যেন পারি"

"আজ ত নতুন নয়। সেই পাওয়ার দিনটি থেকেই যে এ আশীর্ব্বাদ তোমায় ক'রে আসছি সোণা!"

পঞ্চদশ

অপরাহ্নে ভবানীপুর রসারোডের উপরদিয়া কালীঘাট প্রত্যাগত যাত্রীর গাড়ীখানি ট্রাম গাড়ী মোটর ও আফিস ফেরতা বাবুর দলের ভিড় ঠেলিয়া অতি মন্থর গতিতে কলিকাতার উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল।

থিয়েটার রোডের মোড়ের সম্মুখস্থ বিশাল জনতা ঠেলিয়া গাড়ীখানি আর মোটেই চলিতে পারিল না। পুলিশের সার্জ্জন, কনষ্টেবল এবং আরও অনেক লোক একসঙ্গে মিলিয়া একজনকে, সম্ভবতঃ চোরই, অত্যন্ত নির্য্যাতন আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

গাড়ীর মধ্যকার আরোহী অনাথ, সোণালি এবং অনাথের পিতা ধনঞ্জয় বাবু।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হওয়ায়, অনাথ ব্যাপার কি জানিবার জন্য রাস্তায় নামিয়া ভিড়ের দিকে অগ্রসর হইতেই নির্য্যাতিত চোরকে দেখিয়া অতি মাত্রায় বিস্মিত হইয়া গেল। চোর অন্য কেহ নহে। তাহার পরিচিত সেই হাঁসপাতালের আহত ভদ্র লোকটী যে সোণালির ঘরে ঢুকিয়া তাহার অনুপস্থিতিতে বাক্স লইয়া পলাইয়া আসিয়াছিল।

সোণালি চোখে দেখে নাই তাই জানিত না—আর অনাথ পূর্ব্বে চাক্ষুস পরিচয় না থাকায় দেখিয়াও বুঝে নাই যে এই চৌর্য্য অপরাধে অভিযুক্ত হাঁসপাতালের আহত যুবকটি বারুলের মুকুন্দ দাসের পুত্র দামোদর। চুরির পলাতক আসামী।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া সার্জ্জেনকে যুবকটির বিরুদ্ধে উপস্থিত

অভিযোগের কারণ কি জিজ্ঞাসা করিয়া অনাথ জানিতে পারিল যে দামু সলিলের বাড়ী হইতে সোণালির হার চুরি করিয়া অন্যত্র বেচিতে গিয়া ধরা পড়িয়ছে। সলিলের খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ফলে এবং কতকটা তাহার বর্ত্তমানের বেশ ভূষা ও আদব কায়দার গুণেই হঠাৎ আজ চোর প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে।

অনাথ হার চুরির ঘটনা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত শুনিয়াছিল কিন্তু দামুকে আগে হইতে চিনিত না তাই মরণের হাত হইতে রক্ষা করিয়াওতাহাকে বিনা দ্বিধায় সোণালির বাড়ীর ঠিকানা জানাইয়াছিল। আজ এত লোকের সামনে এই অপদার্থ পুরুষটির দুর্জ্জেয় চরিত্রের সকল রকম দৈন্য অত্যন্ত সোজা সুজি ধরণেই প্রকাশ হইয়া পড়ায় তাহার প্রতি খুব সামান্য এক বিন্দু সহানুভূতি দেখাইতেও অনাথের আর ইচ্ছা হইল না। পূর্ব্বেকার চুরি করা বাক্সটি নিজের বলিয়া অন্যের কাছে গচ্ছিত রাখা এবং নিতান্ত মন্দ ব্যবহার দেখাইয়া বাড়ীর মালিকের অনুপস্থিতিতে ঘরে ঢুকিয়া পুনরায় সেই বাক্স লইয়া পলায়ন করার অভিযোগও দামুর ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া এমন কি প্রয়োজন মত সন্তোষ-জনক প্রমাণ দিতেও স্বীকৃত হইয়া অনাথ গাড়ীর কাছে ফিরিয়া আসিল।

গাড়ীতে বসিয়া দামোদরের সমস্ত ব্যাপার শুনিতে শুনিতে সোণালির একটুও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল না, চোখে মুখে একটুও বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল না, একদিন যাহার নিদারুণ দুঃসহ অত্যাচারে বিপর্য্যস্ত হইয়া নিতান্ত অসহায় ভিখারিণীর মতই পর প্রত্যাশিনীর বেশে তাহাকে গৃহ হারা হইতে হইয়াছিল, আবাল্যের বহু পরিচিত মমতার স্নিগ্ধ মধুরিমা-মণ্ডিত সকলের সেরা সম্পদ জন্মভূমির স্নেহের কোল ছাড়িয়া এক অতি অজানা অচেনা স্থানের মাঝখানে একটু খানি করুণার আশায় আপনাকে দীনার বেশে উপস্থিত করিতে হইয়াছিল, আজ সেই অতিবড়

পাপী, মহাপাপী বলিলেও যাহার উপযুক্ত বিশেষণ হয় না, তাহারই কৃত সমস্ত অপরাধের সমুচিত দণ্ডের ব্যবস্থা নিজেদের হাতের মধ্যে পাইয়াও তাহার ক্লিষ্ট অত্যাচার-ভারাবনত মনের মধ্যে একটুও প্রতিশোধ স্পৃহা জাগিয়া উঠিল না। বরং অনাথকে চুরির প্রমাণ সংগ্রহে বদ্ধপরিকর দেখিয়া তাহার ভিতরকার অনন্ত জাগ্রত করুণার স্নিগ্ধতায় মাখামাখি নির্ম্মল নারীচিত্ত খানি অপরাধীর গুরুতর শাস্তিটার বিষয় কল্পনা করিতে করিতে অসীম ব্যথায় ভরিয়া উঠিল।

হোক্ না সে চোর—তবু মানুষ ত বটে? সম্পূর্ণ অভাবের আক্রমণে পড়াতেই ত তাহার এই চুরি করা? কেউ পেটের দায়ে নিরুপায় হইয়া চুরি করে—কেউ বা স্বভাবের দোষে করে। সে না হয় নিজের দুষ্প্রবৃত্তি দমনের উপায় জানে না তবুও ত সে মানুষ!

অনাথের কথার মাঝখানে বাধা দিয়া সোণালি বলিল "আর মিছ মিছ ও বেচারাকে হয়রান্ করবেন না। ভুল ত কম বেশী অনেকেরই হয়; যদিই বা ভবিষ্যতে শোধ্‌রাবার আশা কখনও হয়—একবারটি জেলে ঢুক্‌লে আর তা নাও হ'তে পারে। আমাদের দিক থেকে যতরকমের দোষ তার হ'য়েছে, সেটাকে মাপ ক'রে ঘরের ছেলেকে ঘরে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। যা হবার তা ত হ'য়েইছে, আর কেন?"

অনাথের পিতা ধনঞ্জয় বাবু এতক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে সোণালির মুখের দিকে চাহিয়া তাহার এই সরলতা আর উদারতা মাখা কথাগুলি শুনিতে শুনিতে অতি মাত্রায় বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই আধুনিক ধরণে সুশিক্ষিতা সুসভ্যা এবং আবাল্য গ্রামে বাস করা মেয়েটির মনটুকুও যে তাহার নামের সাদৃশ্যে মাখামাখি এতটা তিনি ইহার পূর্ব্বে কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

দোষীকে হাতে পাইয়া তাহার সমস্ত কৃত অপরাধের রাশি ক্ষমার শীতল বারিতে ধুইয়া মুছিয়া পুনরায় মানুষের মত করিয়া আত্মীয়-ভাবে ঘরে ডাকিতে আজকালকার দিনে কয়জন পারে? ইচ্ছা করিলে—যাহার ভবিষ্যতের রঙীন্ আশায় কালী ঢালিয়া সমাজের নিবিড় বেষ্টনী হইতেও অনায়াসে দূরে সরাইয়া রাখা চলে, তাহার প্রতি এতদূর অযাচিত করুণা দেখানো যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের দিক দিয়া—যাচাই করিলে নিতান্ত অহেতুকী হইবে না তাহা অনাথ বন্ধু প্রথমটায় বুঝিয়াও বুঝিল না। সহজ চরিত্র ও সরল মানসিক অবস্থার জন্য সে চির-প্রশংসিত। তাহার মতে দোষী—সুতরাং যেমন করিয়া হউক সাজা হওয়া চাইই।

কিন্তু সোণালির এমনি করিয়া দামোদরের স্বপক্ষে সুপারিশ করাতে প্রথমটায় রহস্য ভিন্ন অন্য কিছু মনে হয় নাই কিন্তু পুনঃ পুনঃ একই কথা শুনিয়া শুনিয়া তাহার ভ্রান্ত শক্ত বিশ্বাসটুকু আপনা হইতেই শিথিল হইয়া পড়িল।

পিতার নিবিড় তন্ময়তা আর সোণালির করুণ মিনতি ভরা সলাজ চাহনি দেখিয়া অনাথেরও অন্তরের চারিপাশে আকস্মিক বেদনার একটা মৃদু সাড়া জাগিয়া উঠিল।

* * * *

ধনঞ্জয় বাবুর বিশ্রামের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে দিতে সোণালির মনে হইল—এখন এই পরম নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের আহারের বন্দোবস্ত হইবে কেমন করিয়া?

জীর্ণ হিন্দু সমাজের সর্ব্বস্ব হারা অসহায় অবস্থা হইলেও আভি-জাত্যের ব্যর্থ গৌরবটুকু সে কোন রকমেই দূরে সরাইয়া রাখিতে পারে নাই। সমস্ত জানিয়া সমস্ত বুঝিয়াও কেমন করিয়া এই পিতৃসম

দেবোপম বৃদ্ধকে নিজের স্বহস্তে প্রস্তুত আহারীয় দিয়া পরিতৃপ্ত করিতে সাহসী হইবে সে ?

কিন্তু যাঁহার জন্য এই চিন্তা, তিনি নির্ব্বিকার। প্রসন্ন স্মিত হাস্যে বিছানায় অর্দ্ধশয়নাবস্থায় নিঃশব্দে গড়গড়ার নল টানিতেছিলেন।

বলি বলি করিয়াও সোণালির একটা কথাও বলা হইল না। ত্রিসন্ধ্যা যাঁহার জপ তপে কাটিয়া যায়, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেকগুলি গ্রামের ও নগরের মধ্যে যিনি সমাজের উচ্চস্থানীয়, যাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে সামাজিক প্রথা সুশৃঙ্খলে পরিচালিত হয়, তাঁহার সম্মুখে মাথা উঁচু করিয়া গভীর তত্ত্বের আলোচনা করাও যে অত্যন্ত অনধিকার চর্চ্চা !

ধনঞ্জয়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "কি ভাবছ মা ?"

"কিচ্ছু না ত বাবা।"

"না মা, তুমি একটা কিছু নিয়ে খুব বেশী ভাবনা সুরু ক'রেছ।"

লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া সোণালি জবাব দিল "না বাবা, আমি কিচ্ছু ভাবিনি।"

"কিন্তু আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করার জটিল ভাবনাটা নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছ, এ আমি ঠিক ব'ললুম। কেমন বটে কিনা ?"

"আমি আপনার কাছে একটি কথাও গোপন ক'রে রাখতে পারবনা বাবা। বলুন এ জটিল ভাবনার কি মীমাংসা ?"

"তোমার নিজের হাতের তৈরী খাবার আমার কাছে মা অন্নপূর্ণার তৈরী ব'লে মনে হবে। তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে নও, সেকথা আমি স্বীকার করিনে। তোমার স্বর্গীয় পিতা সদব্রাহ্মণের ঔরস জাত সন্তান ছিলেন, সুতরাং তাঁকে ত অব্রাহ্মণ ব'লতে পারবোনা। তাঁর আচার ব্যবহারের ব্যত্যয় ঘটলেও তিনি কোন অংশে আধুনিক ব্রাহ্মণদের চেয়ে হীন ছিলেন না সে কথাও আমি জানি। ব্রাহ্মণ কি ভগবান শুধু গায়ে

লিখে রেখেছেন মা! অন্তরের সংযম ও শুচিতা, মনের ধৈর্য্য, শক্তি তেজস্বিতা এবং সাহস, ভগবানে ঐকান্তিক ভক্তি, নিষ্কলঙ্ক শুভ্র চরিত্র—এসব যাদের নেই তারা কি ব্রাহ্মণ? না তাদের ব্রাহ্মণত্বের বংশানুক্রমিক ক্ষীণ দাবীছাড়া অন্য কিছু প্রত্যাশ করবার আছে? বাপ মায়ের পুণ্যের জোরে বংশের দোহাই দিয়ে ব্যর্থ আস্ফালন দেখানো ছাড়া আর ত আমাদের ব্রাহ্মণ ব'লে লোককে জানাবার অপর কিছু পুঁজি নেই আজ?"

"কিন্তু সমাজ ত আছে বাবা? সমাজের শক্ত বেষ্টনীর ভেতর সকলকেই ত আটুকে থাকতে হচ্ছে?"

"সে শুধু চক্ষু লজ্জায় মা! নইলে ভেতরে ভেতরে এই শক্ত বেষ্টনী যে কতখানি অশক্ত হ'য়ে গেছে তা ত অজানা নেই কারও?"

"কিন্তু তবুও ত আমরা এই সমাজেরই অধীন? আর তা অশক্ত অপটু হ'য়ে গেলেও তারই ভেতর আবদ্ধ। কাজেই বর্ত্তমানের সব সামাজিক নিয়ম যেমন ক'রে হোক মেনেও চ'লতে হবে এবং চ'লছেও লোকে তাই।"

"আর চ'লছে না মা, আর মানছেনা। মন দিয়ে না চালালে জোর ক'রে কদিন চলে? ভবিষ্যতে, দুদশ বছর পরে দেখবে, আর কেউ সমাজ মানবেনা, সমাজের এ নিয়ম হাসি আর তুচ্ছ তাচ্ছিল্যে মিশিয়ে দূরে ঠেলে সরিয়ে দেবে। খুঁটিটা দেখতে লোহার মত শক্ত হ'লেও, গোড়া আলগা হ'য়ে গেলে ভেঙ্গে প'ড়তে তার বড় বেশী দিন লাগেনা মা। ভেতরটা যার দুষ্ট কীটের দংশনে অন্তঃসার শূন্য হ'য়ে গেছে বাহিরটার জমকাল পোষাকের অসার সারবত্তা নিয়ে আর সে কি করতে পারে? করবার ক্ষমতাই বা কতটুকু আছে তার?

'ব্রাহ্মণ ব'লে আমরা বড়াই করে বেড়াচ্চি, কিন্তু ঐ শুধু বাপ

পিতামহের পরিচয় ছাড়া নিজের ত অন্য কিছু নেই। সেবারে আমার এক ভাগ্নীর বিয়ের সম্বন্ধ ক'রতে গিয়ে কি হ'য়েছিল জান মা?—পাত্রটি আমাদের কাছে এসে যখন দাঁড়ালো, তখন তার গায়ে কোন জামা টামা ছিল না, খালি গায়ে সবলকায় যুবককে বাস্তবিকই বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য হবে শুনে, তার গলায় ব্রাহ্মণের প্রধান লক্ষণ এবং আজ কালকার দিনের একমাত্র সাক্ষী যে এই কয়েক গাছা সুতো—তার কোন চিহ্নই নেই। আমি ত অবাক্! আমাদেরই দলের একজন জিজ্ঞেস ক'রে জবাব পেলে কি জান? ছিঁড়ে গেছে—আর নতুন পৈতে নেওয়া হয়নি—শীগ্গীরই নিতে হবে। ছিঁড়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে নেওয়া হয়নি—পরে নিতে হবে? এইত বর্ত্তমানের গৌরব আমাদের?

"আমাদের সে কালের কথা গুলো ত তোমার অজানা নেই মা! ভগবানে ঐকান্তিক ভক্তি, চরিত্রের সারল্য আর শুদ্ধতার জোরে অব্রাহ্মণও একদিন ভগবানের অন্তর টলিয়ে দিয়ে ব্রাহ্মণত্বের বর চেয়ে নিতে পেরেছিল। তখন লোকের বিশ্বাস ছিল, ভক্তি ছিল, চরিত্রের দৃঢ়তা ছিল। তাই অসম্ভবও সম্ভব হ'তে পারতো। আর এখনকার দিনে—কিন্তু যাক্ সে সব কথা—"

"আপনার ভাগ্নীর বিয়ে ত আর সে ছেলেটির সঙ্গে দেন নি বাবা?"

"দিয়েছি বই কি মা। সেই ত আমার জামাই, ও দোষ ত সব জায়গাতেই আছে, যেখানে যাব ঐ এক ধারা, এক ভাব, অন্য দিক দিয়ে তার চরিত্রের বিস্তার কোন খুঁৎ পাইনি। অন্তরটাকে শুদ্ধ ক'রে নিতে পারলে বাহিরের মিথ্যা আড়ম্বরের অভাবে কিছুই যায় আসেনা মা।"

"কিন্তু এই মিথ্যা আড়ম্বর ত এককালে অত্যন্ত সত্য হ'য়েই ছিল বাবা! আর তা যদি এখনও রাখা যায়—তাহ'লে সব চেয়েই ভাল হবে না কি?"

"তা হবে মা! নিশ্চয়ই, দুশোবার তা হবে। কিন্তু আর উপায় নেই। নদী উদ্দাম গতিতে সাগরে মিশতে ছুটলে, সে খরস্রোতের প্রাবল্য রোধ ক'রে কেউ তাকে ফেরাতে পারে না। গোড়ায় না বাঁধলে স্রোতের চাপে আর পাগলা ঢেউএর ধাক্কায় ধাক্কায় লোহার মত শক্ত বাঁধটাও দেখতে দেখতে ভেঙ্গে চূর মার হ'য়ে সেই জলের সঙ্গেই মিশে যায়।

"ব'লতে গেলে আলোচনা ক'রতে হ'লে অনেক কথাই এসে পড়ে; কিন্তু অনেকটা রাত্তির হ'য়ে গেল যে, আজকের মতন থাক্। এখন যা হয় খাবার ব্যবস্থাটা কর মা। ছেলের সারাদিন খাওয়া হয়নি, অথচ মা নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে আছেন। শুনলে লোকে যে নিন্দে ক'রবে?"

"কি খাবেন বাবা? সারাদিন উপোষের পর অন্য কিছু—"

"অন্য কিছু নয় পাগলী, অন্য কিছু নয়। বাঙ্গালীতে যা খায়—"

"ডাল ভাত?"

"হাঁ তাই।"

"কিন্তু—"

"কিন্তু ক'রে কি হবে মা? সময় নেই অনেক কথা বলবার ছিল; সামনে পূজোতে গুণে কুড়ি দিন বাকি। আমি অনাথকে ব'লে যাব—তার সঙ্গে তোমার ছেলের ঘরে যেয়ো মা। অবকাশ মত ভাল ক'রে অনেক কথাই বুঝিয়ে দেব। মা আনন্দময়ীর সঙ্গে সঙ্গে আমার এই আনন্দময়ী মাটিকেও যেন দেখতে পাই, ভুলো না যেন।"

"না বাবা, একটুও ভুল হবে না আমার। কিন্তু আপনার খাওয়াটা না হয়—"

"তোমার ত শ্রদ্ধা ভক্তির ত্রুটি নেই মা। আমরা সামান্য—অতি ক্ষুদ্র মানুষ। রামায়ণে অনেকবার প'ড়েছ ত—রামচন্দ্র, ভক্তি প্রীতি আর সারল্যের আকর্ষণে অস্পৃশ্য চণ্ডালের সঙ্গে সখ্যতা ক'রেছিলেন। কিন্তু তোমার যদি অন্তর সায় না দেয় তা হ'লে অন্য যা হয় কিছু—"

ষোড়শ

ধনঞ্জয় বাবুর দেশে ফিরিয়া যাওয়ার সপ্তাহ দুই পরে একদিন মেসের বাসার নির্দ্দিষ্ট ঘর খানিতে বসিয়া সলিলের সহিত অনাথের কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

সকাল বেলায় ট্রেন হইতে নামিয়াই সলিল তাহার অবশ্য দরকারী কাজগুলি শেষ করিয়া ফেলিয়াছিল। দুই বন্ধুতে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাধা করিয়া এইমাত্র ঘরে আসিয়া বসিয়াছে।

অনাথ বলিল "তোর ত মাঝখানে একটা দিন সময় এরই ভেতর সব কাজ কি শেষ হবে? তা ছাড়া আমারও এখন বাবজা গাছিতে কোন রকমেই যাওয়া চ'লতে পারে না।"

"দুদিনের বেশী ত আর সেখানে তোর দেরি হবে না। কোন রকমে ঐ দুটো দিন সময় ক'রে নিতেই হবে। নইলে কাজ আরম্ভ ক'রতে আরও দেরি হ'য়ে যাবে যে?"

"কত টাকা তোকে ধার ক'রতে হ'ল?"

"সবই। আমার হাতে একসঙ্গে অত টাকা ত কোন দিনই মজুত থাকে না? তবে সোণালির বাড়ী আর আশ পাশের জায়গাগুলো, বন্ধকী দলিল এই সব জাল প্রমাণ করিয়ে দিলেও মুকুন্দ নিজের ইচ্ছেয় প্রথমটায় দিতে চায়নি, শেষটায় আমার অত্যন্ত ভয় দেখানর জন্যে দিতে বাধ্য হ'য়েছে। তাতে পাই পয়সাও আমাকে খরচা ক'রতে হয়নি। ঋণ ক'রে ঘিও লোকে খায় অনাথ। মুকুন্দ বৈরিগীর নিজের সম্পত্তিও বড় কম নয়। ছেলের দুর্ব্যবহারে আর নিজেরও পাপের গ্লানিতে

সে সবটাই যখন বেচ্‌তে চাইলে, তখন কেমন ক'রে উপায় থাকতে অত বড় লাভের জিনিসটা অন্যের হাতে তুলে দিই বল ত ? অবশ্যি এর ভেতরে সোণালির বাপের বিষয়ও অনেক আছে। আমি সবই সোণালির নামে খরিদ ক'রে পাকা দলিল নিয়ে রেখেছি। দেশের মায়া কাটিয়ে ক'লকাতায় বাস ক'রতে সোণালির কোন দিনই সাধ নেই সে কথা আমি ভাল ক'রেই জানতুম কিনা। এখন উপস্থিত তার ঘর বাড়ী ছোট খাট যা হয় একখানা ক'রে দিতে হবে ত ? তাই তোকে ব'লছিলুম—অন্ততঃ দুদিনের জন্যেও বাব্‌লাগাছিতে চল। পছন্দ শুধু একা আমারই হ'লে ত চ'লবে না ? আচ্ছা—সোণালিকে নিয়ে গেলেও ত মন্দ হয় না—কি বলিস ?"

"সেত খুবই ভাল। কিন্তু বাবা পূজোর সময় আমাদের ওখানে তাকে বিশেষ ক'রে যেতে ব'লে গেছেন। খুব সম্ভব সেও এখন বাব্‌লাগাছিতে যেতে চাইবে না। আমার মতে—তুই নিজের পছন্দ সই ছোট খাট একখানি বাড়ীর পত্তন আরম্ভ ক'রে দে। টাকা কড়ি এখন হাতে যা আছে দিচ্ছি দরকার হ'লে তুই নিজে দিবি কিম্বা খবর পাঠালে আমিও পাঠিয়ে দেব তখন।"

"যা সম্পত্তি আছে, ঘরবাড়ী তৈরি ক'রতে ঋণ ক'রলেও তা খুব শীগ্‌গীরই ঐ সম্পত্তির উপস্বত্ব থেকে শোধ হ'য়ে যাবে। তাহ'লে —সেই ভাল কথা। আর—"

"কিন্তু মুকুন্দ দাস ত সর্ব্বস্ব বেচে কিনে কাশী রওনা হ'ল। শেষ-টায় দামু যদি এসে গোল বাধায় ? আমিই ত সোণালির অনুরোধে অনেক তদ্বির ক'রে তার জেল বাঁচিয়ে দিলুম। নইলে তিনটী বছরের আর কথাটি ছিল না। সেও বড় বেশী দিনের কথা ত নয়। বাবার দেশে যাওয়ার ৪।৫ দিন পরই ত সে হাজত থেকে খালাস পেলে। এত

শীগ্‌গীর বাড়ী তৈরি ক'রতে সুরু ক'রলে অধিকার না থাকলেও ত গোল পাকাতে কসুর ক'রবে না সে ?"

"সে ক্ষমতা তার একটুও রাখিনি আমি। আর তা আসবেও না সে। দামুর পরিণাম তুই তাহ'লে শুনিস নি ? মুকুন্দ দাস বেচে কিনে অনেক টাকার থ'লে হাতে ক'রে যেদিন কাশী রওনা হ'ল, ঠিক তার ছ দিন কি সাত দিন পরেই দামুরও মরা খবর পেলুম।"

"অ্যাঁ! মরা খবর ?"

"হ্যাঁ। খুন। বাপের টাকাগুলো চুরি ক'রতে সে অনেক চালাকী খাটিয়েছিল। চলন্ত ট্রেণে বাপকে মাকে মুখ বেঁধে ফেলে রেখে যথা-সর্ব্বস্ব নিয়ে পালিয়ে আসতে আসতে রাস্তায় ডাকাতের হাতে প'ড়ে শুধু সেই টাকা গুলির জন্যেই বেচারা প্রাণ হারিয়েছে।"

"ইস্! পাপের ফল এমন হাতে হাতে !"

"হতভাগা যদি বাপের কাছেই ফিরে গিয়ে ছেলের মত হ'য়ে দাঁড়াত তা হ'লে আর এমনি ক'রে খুনীর হাতে প্রাণটাকে খোয়াতে হ'তনা।"

"তার পর মুকুন্দ দাসের আর তার স্ত্রীর কি হ'ল ? হাতে ত তখন একটি পয়সাও ছিল না ?"

"না, কানাকড়িটি পর্য্যন্ত ছিল না। তারা দুজনে যে কোথায় গেল সে খবর আজও পাইনি। কাশী পর্য্যন্ত যদি পৌছে গিয়ে থাকে, তাহলে যাহোক ক'রে দুমুঠো পেটের ভাত আর পরণের কাপড় জুটবেই। এইদেখ—পাপের এ ফলটাও কেমন হাতে হাতে।"

"বাস্তবিক বড় দুঃখ হয় সলিল।"

"তার আর কি হবে ? তুই আমিই বা কি ক'রতে পারি ? যাক্ তা হ'লে সোণালির ঘর বাড়ীত আমি আরম্ভ ক'রবো—এখন তুই যাচ্ছিস কবে একদিন তা বল ?"

"দেশ থেকে ফিরত, তার পর যা হয় বন্দোবস্ত করা যাবে তখন। মাঝ খানে পূজোতে আর ৫।৬দিন। এরই ভেতর আমার দেশে যাওয়া চাইই। অনেক জিনিষ পত্তরও কেনা কাটা আছে। দু একদিন যে আগে বেরুব তারও উপায় নেই।"

"তোর বাবু সবতাতেই বাড়াবাড়ি। এতই কি জিনিষ কিনতে হবে যে ৫।৬দিনেও কুলিয়ে উঠিবে না ?"

"হুঁ ! তুই যেমন, জিনিষ কেনার জন্যেই যত ভাবনা আমার ত ! ওদিকে তোমার সোণালিকে না নিয়ে গেলে যে বাবা বাড়ী ঢুকতে দেবেন না। দুদিনের পরিচয়ে বাপের মেয়ের উপর এতই টান প'ড়ে গেল—ছেলের জায়গা বাপের বুকে মেয়ের চাইতে কত কম হ'য়ে গেছে তার খোঁজ রাখিস কিছু ?"

"সে আমি খুব জানিরে। সোণালিকে এতটুকু বেলা থেকে দেখে আসছি ত ? কিন্তু যাওয়ার বাধাটা তা হ'লে কোন খানে ?"

"পাশের বাড়ীর তার লতিকাদিদির খুব অসুখ। টাইফয়েড কেস্‌ নার্স হচ্ছে তোমার স্নেহের বোন্‌টি স্বয়ং। কম সম একটু না দেখলে তিনিই বা যাবেন কেমন ক'রে, আর আমিই বা নিয়ে যাবার প্রস্তাব ক'রবো কি ভাবে ? অথচ চারদিকে পূজোর ঢাক ঢোল বেজে উঠতে আর বড় বেশী দেরি নেই।"

"রোগীর খবর কি বর্ত্তমানে ?"

"মন্দের দিকে যায় নি বটে, তবে এখনও সম্পূর্ণ জীবনের আশা করা যায় না। রোগী যদি বাঁচে সলিল, তা হ'লে কেবল শুশ্রূষার জোরেই ব'লতে হবে। উঃ কি অক্লান্ত পরিশ্রম ? মূর্ত্তিমতী সেবার মতই চব্বিশ ঘণ্টা কাছটিতে ব'সে।"

"সোণালির ভবিষ্যতের দিকদিয়ে একটুখানি ভাবতে হবে

অনাথ এইবারে। তোর বাবাকেও সে কথাটা ব'লতে ভুলে যাসনে যেন।"

"মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে বাবা কি কখনো স্থির থাকতে পারবেন সলিল? তা পারবেন না। তবে আমি নিজে একথাটা কোনদিনই তাঁর কাছে ব'লতে পারবোনা বোধ হয়।"

"কেন?"

"তা কি পারি কখনো?"

"বাধা কিসের শুনি?"

"প্রবল স্বার্থপরতা। সোণালিকে পরের হাতে তুলে দিতে আমি কিছুতে পারবো না সলিল। আমি নিজে—"

"হুঁ—বুঝতে পেরেছি অনাথ। ঝাপসা পরদাটা চোখের সামনে থেকে স'রে যাচ্ছে যেন এবারে। তোর দিক দিয়ে কোন দিনই কিছু টের পাইনি বটে, তবে ছেলে বেলাকার সোণালির সঙ্গে এখনকার সোণালির যে কত বেশী প্রভেদ দাঁড়িয়েছে, সেটা দেখেও দেখিনি। তার ভাব তার ভাষা সেদিন ভাল ক'রেই আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু আমি বোঝবার চেষ্টা করিনি বা বুঝিওনি। কিন্তু দুজনেই যে জ্বলে পুড়ে ম'রবে—উপায়?"

"নিরুপায়। কি ক'রবো! আমি নীরস গোঁয়ার গোবিন্দ নাম ধ'রেও রেহাই পেলুম না, আর সেও তার তেজী মনটাকে দেবে রাখতে পারলে না বোধ হয়।"

"কিন্তু দুজনের মাঝখানে যে চীনের পাঁচীলটার চাইতেও মস্ত বড় ব্যবধান—সমাজ?"

"ভালবাসা যে অন্ধ। ব্যবধান দেখতে পাবে কেমন ক'রে? সলিল, তুইত জানিস—বিধি বিধাতার তৈরী, লিখন অদৃষ্টের তরে—

প্রাণে মনে দেহে ভোগ ক'রতে যুগ যুগান্ত কাল ধ'রে ব'সে আছে— শুধু মানুষ। সমাজ—অনেক সময় অযথা অত্যাচার করে, নির্ম্মম হ'য়ে চোখ রাঙ্গায়, কিন্তু উপায় নেই, প্রতিকার নেই—ভালবাসা যে সর্ব্বস্ব হারা পথের কাঙ্গাল!"

সপ্তদশ

মাঝখানে আর তিনটি দিন বাকী। সকালেই লতিকার জ্বরত্যাগের সংবাদ পাইয়া দেশে যাওয়ার ঠিকঠাক করিতে ঝামাপুকুরের বাড়ীতে আসিয়া অনাথ দেখিল, সোণালি তখনও বিছানা ছাড়ে নাই। গত কয়দিন হইতে রোগের সেবা করিয়া দেহটা এতই অধিক ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে আজ একটু বিশ্রামের সময় পাইতেই রাজ্যের ঘুম আসিয়া তাহার চক্ষু দুটি চাপিয়া ধরিয়াছে।

নীচে ঝি বাসন মাজিতেছিল। দোতলার ঘরের সম্মুখের বারান্দায় উন্মুক্ত দরজার নিকট হইতে অনাথ দেখিল বালিশের উপর এলোচুলের রাশ ছড়াইয়া দিয়া অবিন্যস্ত বস্ত্রে সোণালি উপুড় হইয়া অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে। জাগাইবার অনিচ্ছা হইলেও কাজের তাড়ায় এবং সময় অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিয়া অনাথ বাহির হইতেই ডাক দিল "সোণালি? সোনা?"

কিন্তু দারুণ ক্লান্তিতে আর পরিশ্রমের সাফল্য জনিত তৃপ্তিতে নিদ্রা এতই গভীর যে অনাথের এই মৃদু কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইবার মত অবস্থা তখন তাহার মোটেই নয়।

আরও দুই একবার ডাকাডাকিতেও সাড়া না পাইয়া অনাথ ঝিকে ডাক দিল। পূর্ণাঙ্গী, বিকসিত যৌবনা লাবণ্যময়ীর অবিন্যস্ত কেশ বেশ দেখিয়া অধিকার থাকা সত্ত্বেও ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে জাগাইতে সাহস পাইল না।

জাগিয়া সম্মুখেই অনাথকে দেখিতে পাইয়া সোণালি লজ্জায় মুখ

নীচু করিয়া নিতান্ত অপ্রতিভের মত সম্ভাষণ করিল "আসুন না ঘরের ভিতর—উঃ কি ঘুমটাই এসেছিল।"

"ঘুমের কি আর দোষ আছে? খুব বেশী কাজ না থাকলে আমি এ সময় কিছুতে জাগাতুম না কিন্তু।"

"না বেশ ক'রেছেন, জাগিয়ে দিয়েছেন। আপনার জিনিস পত্র কেনা বেচা হ'য়ে গেছে সব?"

"আর হ'ল বই কি। নিতান্ত কাল না হয় পরশু আমাদের রওনা হওয়া চাইই। এতদিন না যাওয়াতে বাবা এরই মধ্যে হয়ত ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছেন। তোমার লতিকা দিদির কি খবর?"

"অনেকটা ভাল। আর আমার তত দরকার হবে না। হাঁ কালই চলুন তা হ'লে। আবার পূজোর জিনিসও ত র'য়েছে আপনার সঙ্গে?"

"সেইত আরও বেশী মুস্কিল। নইলে আরও দু একটা দিন দেখে যাওয়া যেত।"

"না না আর তা দরকার হবেনা। কালই সব ঠিক করে ফেলুন তা হ'লে।"

"তোমার কি কি কিনতে হবে না হবে—"

"কিছু না—খালি একখানা মটকার শাড়ী। লাল পাড় হওয়া চাই কিন্তু।"

"আর কিছু? পূজোর বাজারে এত লোকে এত সব জিনিস নিচ্ছে আর খালি একখানা মটকার শাড়ীতেই হ'য়ে যাবে?"

"আর কি দরকার?"

"কেন অনেক ভাল ভাল জামা কাপড় ত বাজারে র'য়েছে। একটু সেজে গুজে না গেলে বাবা শেষটায় আমাকেই দুকথা শুনিয়ে দেবেন হয়ত।"

"বেশ যাও তুমি। আমার কিছু চাইনে।"

"তা হ'লে চল্লুম। কাল বিকেলে ২-৪৫ মিনিটের খুলনা এক্সপ্রেস ধ'রে যেতে হবে। গুছিয়ে গাছিয়ে নেবার যা—ঠিক ক'রে রেখ। ওবেলাতেই টিকিট কেনা লগেজ করা সব শেষ ক'রে ফেলতে হবে।"

"আমার তাঁতী যে এখনও কাপড় চাদর গুলো দিয়ে গেল না?"

"কেন সেখানেও কি আবার খয়রাৎ হবে নাকি?"

"পূজোর দিনে অনেক ভিখিরী—"

"হুঁ—তা বুঝ্‌তে পেরেছি। দাও তোমার তন্তুবায় প্রভুর বাড়ীর ঠিকানাটা, তাগাদা ক'রে নিয়ে আসি সব।"

"অনেকটা ত বেলা হ'য়ে গেছে একটু চা—কি আর কিছু খেয়ে গেলে হ'ত না?"

* * * *

রাত্রি ৮টার মধ্যেই খুলনা ষ্টেশনে এক্সপ্রেস ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরা হইতে অনাথ ও সোণালি প্লাটফর্ম্মে নামিয়া কুলীদের মাথায় জিনিস পত্র চাপাইয়া দিয়া ষ্টীমার ঘাটের দিকে রওনা হইল।

বেগবতী মধুমতীর ঈষৎ তরঙ্গায়িত বক্ষের উপর দিয়া আপন গরবে আপনি উন্নত বাষ্পীয়পোত নাচিতে নাচিতে হেলিতে দুলিতে উষার মৃদু শীতল অনুভূতির মাঝখানে পক্ষী-কূজন-মুখরিত আধ আলো আধ অন্ধকারের মাখামাখি সময়টিতে হুলার হাটে গিয়া পৌঁছিল।

বরিশালে ফিরোজপুর সাবডিভিসনের আরও অনেকটা দূরে কোন এক নাতিক্ষুদ্র গণ্ডগ্রামে অনাথ বন্ধুর জন্মপল্লী। সেখানে যাইতে হইলে হুলার হাট হইতে আর ষ্টীমারে যাতায়াতের সুবিধা নাই।

স্বল্প পরিসর ক্ষুদ্র দামোদরের উপর দিয়া ষ্টীমার সুবিধামত যাওয়া আসা করিতে পারে না, তাই অনাথকে নৌকার ব্যবস্থা করিতে হইল।

শুক্লা শারদ-ষষ্ঠীর ক্ষুদ্র চাঁদ, ক্ষুদ্র শিশুর সারল্য-মণ্ডিত-হাসিরাশির মত আকাশে হাসিয়া ভাসিয়া কিরণ ছড়াইতেছিল, নীচে ক্ষীণা স্রোতস্বিনীর মৃদুতরঙ্গায়িত বুকের উপর হাজার মাণিক, হাজার হাজার খণ্ডে ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া নদীর গায়ে গায়ে ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

স্নিগ্ধ নদীর উভয় তীরস্থ ধূম্র-ছায়াময় নিবিড় বনানীর অন্তঃরাল হইতে নীড়স্থ সুখ স্বপ্ন হারা তন্দ্রালু বন্য পক্ষীর মন উদাস করা করুণ গান সমীরে সমীরে বহিয়া আসিয়া নাতিক্ষুদ্র পানসির মধ্যে অর্দ্ধ শয়ান তরুণ তরুণীর কাণে কাণে মোহন মন্ত্রে মোহন ভাব জাগাইয়া তুলিতেছিল।

নৌকা মন্থর গতিতে চলিয়াছে। পাল তুলিয়া যাইবার সুবিধা নাই—প্রকৃতি নিস্তব্ধ—ছম্‌ছমে ভাব। মাঝে মাঝে এলোমেলো বাতাস—কসার বনের সাঁ সাঁ শব্দের সঙ্গে শৃগাল কুকুরের অসাময়িক চীৎকার বহিয়া আনিতেছিল। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া মৃদু জ্যোৎস্না প্লাবী নীলিমার তলে হরিৎ ক্ষেতের উপর ঢেউ তুলিয়া আছাড় খাইয়া লুটাইয়া সুশোভন ধানের গাছের গায়ে গায়ে মধুর মাখামাখি ভাব করিয়া দিতেছিল।

তরী তেমনি চলিয়াছে—রাত্রি নিত্যকার মতই বাড়িয়া অগ্রসর হইয়াছে। অদূরে বনরাজিবেষ্টিত জীর্ণ পল্লার অতি জীর্ণ দেউল হইতে দেবতার নৈশ ভোগ সমাপ্তির সঙ্কেত জানাইয়া গরিমা-মহিমা-লুপ্ত—জীবন্মৃত রোগীর ক্ষীণ কণ্ঠস্বরের শব্দে শব্দিত শঙ্খ বাজিয়া কাঁপিয়া থামিয়া গেল।

তখন ষষ্ঠীর অল্পায়ু চাঁদ, তীরের জনবিরল গ্রামখানির প্রান্তস্থিত বাঁশ ঝাড়ের মধ্য দিয়া চক্রবালের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল। দাঁড় টানার ঝপ ঝপানির সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র কৃষকের ভগ্ন গোয়াল হইতে বৎস-

হারা গাভীর আকুল হাম্বারব এবং ক্বচিৎ দু একটি গ্রাম্য কুকুরের বিকট আর্ত্তনাদ ছাড়া আর কিছুর সাড়া নাই।

অনাথ ডাকিল—"সোণালি!"

"অ্যাঁ!"

"ঘুম আসছে বটে?"

"না ত।"

"তবে চুপ ক'রে আছ যে?"

"যা দেখতে দেখতে আর যা শুনতে শুনতে চ'লেচি—তাতে কি আর কথা বলার ফুরসৎ আছে?"

"এখনও অনেকটা যেতে হবে। ভোর হ'তে হ'তেই বাড়ী পৌঁছুবো আমরা। আঁধার হ'য়ে গেছে। নদীর বুকে আর ত চাঁদের আলো নেই—বরং একটু ঘুমিয়ে নাও এবারে।"

"আঁধারেও কি কম আলো আছে? বাহিরের দিকে চেয়ে একটুও কি বোঝা যায় না? কাণ পেতে শুনছি এই সব প্রাণ কেড়ে নেওয়া করুণ মিষ্টি শব্দ আর চোখে দেখছি এই আঁধার ঢালা নদীর বুকে কাল জলের রাশ—কি সুন্দর! এ দেশে এত শোভা! ভা-রি মিষ্টি কিন্তু!"

"আমার কাছে সবই পুরোন কিনা তাই ঘুম পাচ্ছে বড্ড।"

সোণালি অন্য মনস্ক হইয়া বলিল "বেশ ত ঘুমোও না তুমি।"

নিজের বিছানায় পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িতেই অল্প সময়ের মধ্যে অনাথ নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

সোণালি এক একবার বাতায়নে মুখ বাড়াইয়া অসংখ্য তারকাখচিত নিবিড় অন্ধকার ভরা আকাশের দিকে চায় আর এক একবার বিমুগ্ধ-নয়নে, স্তিমিত দীপালোকের সাহায্যে বাঞ্ছিতের নিদ্রিত মুখখানির দিকে তাকাইয়া আশা আকাঙ্ক্ষায় মাতিয়া উঠে।

গত বর্ষার দুরন্ত তুফানের উন্মত্ত তরঙ্গাঘাতে তীরের এক স্থানের একটি বহু পুরাতন অশ্বথ গাছ স্থানচ্যুত হইয়া স্বল্লায়তন নদীর মধ্যস্থলে পড়িয়া গিয়াছিল। বৃহদাকার গাছের অতি বৃহৎ কাণ্ডটির নিম্নদেশ, নদীগর্ভে জল হইতে অনেকখানি উঁচু হইয়া জাগিয়াছিল।

শ্রান্তিতে অবসন্ন নিদ্রালু মাঝিরা অনুকূল বাতাস পাইয়া নৌকায় পাল তুলিয়া দিয়া যে যার জায়গায় বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছিল। সম্মুখের প্রকাণ্ড দুর্ঘটনার প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ এই ভগ্ন বৃক্ষকাণ্ড নিতান্ত অসাবধানতার জন্যই দেখিতে পায় নাই। পাল ভরে দ্রুত চলন্ত নৌকা, কল কল ছল ছল সন সন শব্দে অতি প্রচণ্ড গতিতে বৃক্ষ কাণ্ডের উপরে গিয়া পড়িতেই বিরাট ধাক্কা খাইয়া গভীর আর্ত্তনাদের সঙ্গে টলিতে টলিতে ঘূর্ণী জলাবর্ত্তের উপর পাক খাইতে লাগিল।

প্রথম ধাক্কার বেগ সামলাইতে না পারিয়াই সোণালি অনাথের বিছানার দিকে গড়াইয়া পড়িয়াছিল। দারুণ বিপদ বুঝিতে পারিয়াই সে নিদ্রিত অনাথের দুবাহু জড়াইয়া মাঝিদের বিলাপ হাহাকারের শব্দ হইতেও উচ্চতর কণ্ঠে ডাকিল "ওগো! ওঠো! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে ওঠো! ওগো!—"

অনাথ যখন জাগিয়া বসিল, সোণালির হাত দুইটি তখনও তাহার দু বাহুর মধ্যে নিবিড় ভাবে জড়ানো।

তলদেশ ফাঁসিয়া গিয়া হুহু শব্দে নৌকার মধ্যে জল ঢুকিয়া অবস্থা ক্রমশঃই সঙ্কটময় হইয়া উঠিতেছিল। বাঁচিতে বাঁচাইতে উভয়ে উভয়কে জড়াজড়ি করিয়া ত্রস্ত শঙ্কে শিথিল বসনে যখন নৌকার ছাদে গিয়া উঠিল তখন মাঝিরা যে যার প্রাণ লইয়া সাঁতার দিয়া তীরে পৌছিতেছিল। নৌকা জলতলে মিশিতে আর বড় বেশী বিলম্ব নাই। স্বাস্থ্যবান্ সম্পূর্ণ সবলকায় অনাথবন্ধু, প্রাণময়ী তম্বঙ্গী সোণালির কম্পিত

তনুলতা আপনার বিশাল বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া নৌকার ছাদ হইতে অতি সাবধানে পা ফেলিয়া ভগ্ন বৃক্ষকাণ্ডের শীর্ষদেশে উঠিয়া পড়িল। জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে অতি দুঃখের অবস্থায় দাঁড়াইয়াও এই বিপন্ন যুবক যুবতীর প্রাণে মনে বুকে মুখে অবিরল পুলক শিহরণ হইতেছিল। সোণালির চক্ষুদুটি তখনও আবেশে আবেগে আধ-নিমীলিত, বাহুদুটি তখনও হ্লাদ-বাঞ্ছিত জীবনারাধ্যের কণ্ঠে একান্ত নির্ভরতায় দৃঢ় লগ্নীকৃত।

উভয়ের বক্ষস্পন্দন কখন এক যোগে মিশিয়া গিয়াছে, উভয়ের মনো-বীণার কোমল তন্ত্রী সমান রাগিণীতে বাজিয়া—চলিয়াছে, উভয়ের সুখোন্মত্ত প্রাণের—ভাব বিহ্বল নীরব ভাষা একই লগ্নের সুন্দর শুভ মুহূর্ত্তে পরস্পর পরস্পরকে মধুমমতায় অভিনন্দন জানাইতেছে।

অনাথ ডাকিল "সোণালি !"

সোণালি জবাব দিল না। ধীরে ধীরে অনাথের বক্ষদেশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া তাহার পায়ের তলে বসিয়া দুইহাতে দুটিপা জড়াইয়া ধরিল।

অনাথ আবার তাহাকে টানিয়া আপনার পাশটিতে বসাইয়া বলিল "ভয় ক'রছে সোণা ?"

সোণালির সাড়া নাই। চক্ষুদিয়া শ্রাবণের অশ্রান্ত ধারা বহিতেছে।

আপনার কোলের উপর তাহার মাথাটি টানিয়া লইয়া অনাথ আবার বলিল "ভয় কেন সোণা ? কান্না কিসের এত ? এই দারুণ বিপদের ভেতর দিয়ে যে আমরা দুজনে দুজনকে পাওয়ার মত ক'রেই পেলুম আজ ? আজ আমাদের মিলনের পথে সমাজ চোখ রাঙিয়ে শাসাচ্ছে না, প্রতিবেশী তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে মুখ ফিরিয়ে দূরে সরে যাচ্ছেনা; আধুনিক শাস্ত্র, তার অন্ধ সংস্কারের বাহু বাড়িয়ে, আমাদের গলা টিপে, টুটি কামড়ে ধ'রতে পারছে না। এই নিবিড় অন্ধকার আকাশের

বুকে হাসি হাসি তারার রাশি—আমাদের আশীর্ব্বাদ ক'রছে, এই স্বচ্ছতোয়া পর্ব্বতবালা—কলতানে আমাদের মিলন গান গেয়ে ব'য়ে যাচ্ছে—আর এই অতি প্রাচীন যুগের বৃক্ষকাণ্ড—এসবের একমাত্র সাক্ষী হ'য়ে, নীরবে দাঁড়িয়ে আছে।

হাজার টাকার দরকারী জিনিষ জল-তলে মিশিয়ে গেছে, অত্যন্ত দরকারের কত জিনিষ নিঃশেষে নষ্ট হ'য়ে গেছে, কিন্তু এতক্ষতির বদলে লাভ হ'য়েছে আজ কি জান সোণালি! তুমিও ভালবেসে আসছিলে, আমিও প্রাণে প্রাণে তা অনুভব ক'রে আসছিলুম—কিন্তু এমনি ক'রে কবে পেতুম তোমাকে কে জানে?"

অনাথের জামার বোতাম খুঁটিতে খুঁটিতে সোণালি বলিল "নীচকে, অযোগ্যাকে এত বাড়িয়ে তুলোনা, আমি পায়ের তলে প'ড়ে থাকতে চাই, আমি দিতেই চাই—নিতে চাইব না কোন দিন।—এখন কেমন ক'রে যাওয়া যাবে তার উপায় দেখ।"

"গাছে গাছে পাখী ডেকে উঠেছে; আর ভোর হ'য়ে এল। একটু পরেই কিনারায় যেতে অনেক নৌকো পাব। তার পর সম্মুখের গ্রামে গিয়ে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিবার নৌকো ভাড়ার বন্দোবস্ত ক'রে ফেলব। মাঝখানে দু'এক ঘণ্টা বেশী দেরী হ'য়ে গেল আর কি। —তোমার শীত ক'রছে সোণা?"

"নদীর ওপরে ঠাণ্ডা বাতাস—শীত ত তোমারও ক'রছে। কিন্তু গায়ে দেবার কিছু নেই।"

"এই যে আমার চাদরটা র'য়েছে।

"তবে ঐটাতেই দুজনে কুলিয়ে নিতে হবে।"

* * * * *

গ্রাম্য নরনারীর বিস্মিত দৃষ্টির মধ্যদিয়া অনাথ ও সোণালি যখন

বাড়ীতে আসিয়া পিতৃচরণে প্রণত হইল তখন চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখস্থ উচ্চ ফটকের উপর নহবৎ বাজিতেছিল। উৎসবমুখর বিশাল ভবনের সমস্ত আনন্দ কোলাহলকে ছাপাইয়া শানাইএ আগমনীর সুর নাচিতেছিল—

"শারদ সপ্তমী উষা গগনেতে প্রকাশিল।
দশ দিশি আলো করি আনন্দময়ী মা আসিল।"

অষ্টাদশ

মহা অষ্টমীর প্রভাতে অন্দরের দিকে অগ্রসর হইতেই ধনঞ্জয় বাবু দেখিলেন—রেশমী বস্ত্র পরিহিতা নিরাভরণা আলুলায়িত কুন্তলা সদ্যস্নাতা সোণালি দেবীপ্রতিমার মতই ভোগ মন্দির সোপানে দাঁড়াইয়া। কিন্তু কি বিষাদমাখা উদাস করুণ অপলক চাহনি! কি মর্ম্মের গভীর গোপন ব্যথায় ভরা ভরা ডাগর নীল নয়ন দুটি!

বিগত দিনের সঞ্জীবিত আশাবৃক্ষের নবীন কিসলয় শরৎ প্রভাতের স্নিগ্ধ মধুর হাওয়ার পুলক হিল্লোলে নাচিয়া কাঁপিয়া উঠিল। স্নেহ বাৎসল্যের পীযূষ সিঞ্চিত সাধসমীরান্দোলিত আশাবল্লরী নবীনরসে পুষ্পিত মুকুলিত হইল! প্রাচীন জমীদারের প্রবীন বুকের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নবীন আশার তরুণ আলোক রশ্মি ফুটিল!

ধনঞ্জয়বাবু ডাকিল "সোণালি মা! এস ত একবার আমার সঙ্গে, কতকগুলো কাজ আছে তোমায় বুঝিয়ে দিই।"

ধ্যান নিরতা বিষাদিনী চিন্তার ধ্যান ভাঙ্গিয়া বৃদ্ধের পিছনে দ্বিতলের এক অতি সুসজ্জিত প্রশস্ত কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল।

"ব'সো মা, অনেক কথা বুঝিয়ে দেবার আছে। আজ মহা অষ্টমী, উপোষ ক'রেছ ত?"

"ক'রেছি।"

"শোন, পূজো বাড়ীর ভিতর বাহির দুদিকের ভার, অনাথের মা স্বর্গে যাওয়ার পর থেকেই তোমার এই বুড়ো ছেলে ব'য়ে আসছে। আজ সেই ভার বইবার মত আর একজনকে পেয়ে এই অনেক কালের জীর্ণ হাড় কখানা বিশ্রাম নিতে চাচ্ছে মা। বাহির দিকটা দেখবার যা

কিছু, সব আমিই দেখবো, কিন্তু ভেতরের সব বন্দোবস্ত যে আজ থেকে তোমাকেই ক'রে নিতে হবে? আমার সংসারের যথেষ্ট ব্যয় আছে, আত্মীয় কুটুম্বের কোন অভাব নেই কিন্তু শৃঙ্খলা, নিয়ম ব'লতে যা বোঝায়, কোন খানেই—তা দেখতে পাবে না তুমি, মা মহামায়ার আশীর্ব্বাদে যখন তোমাকে পেয়েছি, তখন আর আমার ভাবনা কিছু নেই। আমি জানি তুমিও দুহাতে দশ হাতের কাজ ক'রতে পার। আজথেকে শ্যামা পূজোর দিন পর্য্যন্ত এ বাড়ীতে সমানে উৎসব চ'লবে। খরচ পত্র করা, আনা নেওয়া দেখা, সব ভার তোমার মাথায় রইল। আমি যেন সদর বাড়ীতে ব'সে ব'সে—শুধু তামাক খেয়ে—পূজো দেখতে পাই। ঐ সামনের লোহার সিন্ধুকটার চাবি, যতদিন অনাথের মা বেঁচেছিল, তার কাছেই তার রিঙে আটকানো থাকত। সে চ'লে যাওয়ার পর থেকে এটা আমারই কাছে কাছে রয়েছে। মা হারা বুকে ক'রে মানুষ করা ছেলেটার বউকে দেবার কল্পনা করেই এটা আজও আমারই পকেটে প'ড়ে আছে—কিন্তু সে যখন হবে তখন হবে, এখন থেকে, নাও মা, এটা তোমারই আঁচলের রিঙ্‌টাতে আটকে।"

"বাবা!"

"এখন নয় পাগলি, এখন নয়। বাবার কাছে আব্দার করবার ঢের সময় প'ড়ে আছে। এখন সম্মুখে কর্ত্তব্যের পাহাড় জমা।"

"কিন্তু এত ভার আবার মাথায় ধ'রে রাখবার শক্তি নেই যে বাবা।"

"অভিমান করিসনি মা, তোর বুড়োছেলে কি সব কথা শোনে নি ভেবেছিস? তারও উপায় আছে মা, তারও প্রতিকার আছে। ভোগমন্দিরের বারান্দায় পা বাড়াতে গিয়েই পাঁচজন অবুঝের মুখ নাড়া খেয়ে চুপটি ক'রে একা দাঁড়িয়ে ভাববার সময় এ নয়। যারা

তোকে অব্রাহ্মণ ব'লে ছুঁতে উঠতে দেয়নি সেখানে, তারা যে তোর চেয়ে কত হীন আর কত ছোট, সেই টুকুই আমি জানিয়ে দেব দেখবি। সংসারে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াবার আগে সংকীর্ণ মনটাকে যে কত উন্মুক্ত ক'রে নিতে হয়, সে ধারণা কেউ কখন করেনা মা, তাই আজ ঘরে ঘরে আমাদের এই হীনতা—আর এত সংকীর্ণতা।"

"তবু তারা আপনার আজন্মকার আত্মীয় স্বজন, দুঃখিনীকে সুখী ক'রতে গিয়ে হিতৈষীকে চটিয়ে দিলে কি ভাল হবে বাবা?"

"না মা, চটাব কেন তাদের? এতকাল এত বড় জমিদারী চালিয়ে আসছি—তোর ছেলের বুদ্ধিটা কি এতই কাঁচা ভাবলি? আমাদের সমাজের, আমাদের হিন্দুর ঘরের কোন্ খানে যে কত সংকীর্ণতা, মাত্র সেই টুকু দেখিয়ে দেব তোকে।"

"কাজ কি বাবা এসব হাঙ্গামায়? ফি বছরে যেমন চ'লে এসেছে এবারেও তেমনি চলুক। আমি আজ আছি কাল হয়ত চ'লে যাব, মিছি মিছি লোকের মনে কষ্ট দিয়ে কাজ নেই আর।"

"আজ থেকে কাল চ'লে যাবার জন্যে ত তোমায় নিয়ে আসিনি মা, আর এতকালের গচ্ছিত, হাতে হাতে ব'য়ে বেড়ানো, এই বাড়ীর সর্ব্বে সর্ব্বা কর্ত্রীর চাবির থ'লেও দুদিনের কড়ারে তোমার আঁচলে বেঁধে দিইনি। তোমার কাজ তুমি ক'রে যাও, আমার যা করবার—যদি ভগবান দিন দেন, তা হ'লে আমিও তা ক'রে যাব। তখন বলবি মা,—বুড়ো শুধু পাকামাথায় কাঁচা বুদ্ধি পুরে জমিদারী চালায় নি। বুড়ো যেমন ক'রে জমিদারী চালিয়েছে—তেমনি ক'রে সংসারটাকেও দেখেছে, এলোমেলো রেখে ফেলে পালায় নি।"

* * * *

অপরাহ্নের দিকে বাড়ীর ভিতরে সন্ধি পূজার আয়োজন দেখিতে

আসিয়া উপস্থিত আত্মীয়দের মধ্যে সোণালিকে অনুপস্থিত দেখিয়া অনাথ দোতলার সিঁড়িদিয়া বড় বারান্দায় উঠিতেই বাঁদিকের মৃদু অন্ধকার ঘর টার উন্মুক্ত দরজা দিয়া দেখিল, সোণালি একখানি কাগজে আঁকা দশভূজা মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া, একাগ্রধ্যানে মগ্ন রহিয়াছে। চুলের রাশি পৃষ্ঠদেশ ঢাকিয়া ভূমে লুটাইতেছিল, তাহারই দেওয়া মটকার শাড়ীখানির অঞ্চল ঈষৎ সিক্ত কেশরাশির উপর দিয়া গলায় জড়ানো। করে কর যুক্ত, নয়ন ধ্যান নিমীলিত।

ফিরিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইতেই সিঁড়ির দরজার চৌকাটে জুতার টকর লাগার শব্দ হইতেই, সোণালি পশ্চাতে চাহিয়া অনাথকে দেখিতে পাইল! লজ্জিত স্মিত মুখে অভিনন্দন করিয়া, শান্ত শুদ্ধ চিত্তে তেমনি গলায় আঁচল জড়াইয়া সেইখান হইতেই তাহাকে প্রণাম করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল—

"ফিরে যাচ্ছিলে যে, কাজ ছিল কিছু ?"

"হাঁ। কিন্তু তুমি পূজোর দালানে গিয়ে আর সকলের সঙ্গে মাকে পুষ্পাঞ্জলি দিলেনা কেন ?"

"থাক না। এও ত মা। যেখান থেকে যেমন ক'রে হোক তাঁর পায়ের গোড়ার মাথাটা নোয়ালেই হ'ল। আচ্ছা দেখ দেখি—কেমন এঁকেছি ভাল হয় নি ?"

দশভূজা মূর্ত্তির ছবিখানি দেখিতে দেখিতে অনাথ বলিল "ও হাতে কি কখনো কিছু মন্দ আঁকতে পারে সোণা ? তা ছাড়া, মায়ের এ মূর্ত্তি যে ভক্তের ভক্তি দিয়ে আঁকা !"

"কিকাজ ছিল ব'ললে যে ?"

"তর্ক চঞ্চু ভট্টচার্য্যের দল কিছু আপত্তি তুলেছিল বুঝি, তাই পুজোর দালানে যাওনি ? তোমাকে নিয়ে এসে কত অপমানই না করলুম সোণা"

"আমাকে তুমিত আনোনি, আমার নিজের মন এনেছে। অপমান? কেন কিসের অপমান? আমি জাতিতে সমান নই, ব্রাহ্মণের পুজোর দালানে দাঁড়িয়ে থাকবার মতন শুচিতা আমার নেই, তাঁরা শাস্ত্রজ্ঞ পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণ, অবিবেচক হ'তে পারেন না কখনও। প্রতিমার অসম্মান ক'রে ব্রাহ্মণকে অসম্মান দেখিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলে আমার কত খানি পৌরুষ বাড়তো বলত? আর তোমারও কি তাতে যথেষ্ট —"

"যাক্—ক'লকাতা সহর হ'লে—"

"ক'লকাতা সহর রেখে এখন কাজের কথাটা কি বল ত শুনি? বাহিরে আমার বিস্তর কাজ প'ড়ে র'য়েছে।"

"শ পাঁচেক টাকা দাও—এখুনি আমাকে সহরে যেতে হবে।"

"এই না খেয়ে সহরে যেতে হবে? একে ত উপোষ করা তোমার কুষ্টিতে নেই ব'ললেই হয়। কাল যেও, আজ থাক্।"

"বাবার হুকুম—যেতেই হবে। কতকগুলো দরকারী জামা কাপড় এখনও কিনতে বাকি।"

"কাল একটু বেলা হ'লে যাবে গো! এত তাড়াতাড়ি না কিনলেই হবেনা? আমি বাবাকে বল্‌ছি।"

"ব'লতে লজ্জা ক'রবেনা ত?"

"যাও—"

"কিন্তু টাকা গুলো ত দাও।"

লোহার সিন্দুকটা খুলিতে খুলিতে সোণালি জিজ্ঞাসা করিল "লোক জন ত এই দুটো পাঁচটা। তাদেরও কাপড় চোপড় কেনা হ'য়ে গেছে দেখলুম—হঠাৎ পাঁচ পাঁচ শো টাকার কিসের দরকার হ'বে শুনি?"

অনাথ হাসিতে হাসিতে বলিল "গিন্নীর দেখছি সংসারের মায়াতে

আর ঘুম হচ্ছেনা। আগে আসুক তখন দেখবে কতলোক হা হা ক'রে বেড়াচ্ছে।"

হাতে চাবিটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে সোণালি বলিল "কেন, আমি ত বাবার কাছথেকে তার জন্যে অনেক টাকাই চেয়ে নিলুম?"

"এ তোমার পথের কাঙাল—অন্ধ—কাণা খোঁড়া নয়, এ আমাদের ঘরের ভেজাল ভণ্ড কুচক্রীর দল।"

* * * *

মহানবমীর উষায় বিছানা হইতে উঠিয়াই স্নান সমাপনান্তে রান্না বাড়ীর দিকে গিয়া সোণালি দেখিল, ৮।১০টা উনুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে গত দুইদিনের রাঁধুনীদিগের একজনও উপস্থিত নাই। উঠানে দাসীরা জটলা পাকাইয়া যে সব কথার আলোচনা করিতেছিল—তাহার কিছু কিছু কাণে যাইতেই আর সে সেখানে দাঁড়াইল না।

রাত্রিতে ধনঞ্জয় বাবুর শয়ন কক্ষের দ্বার বাহির হইতে ভেজান থাকিত। মৃদু আঘাত করিয়া সোণালি ডাকিল—"বাবা জেগে আছেন?"

"হাঁ মা, ভেতরে এস।"

"ঘরে ঢুকিয়া সোণালি বলিল এখন উপায় কি হবে বাবা?"

"কিসের মা? মায়ের ভোগ তৈরী করার? আশ্চর্য্য হচ্ছ মা বুড়ো এ কথা কেমন ক'রে জানলে ব'লে? আমি জানতুম। শুধু ভোগ মন্দিরে নয় মা, মায়ের পূজোর মন্দিরেও দেখে এস, একজনও ব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত নেই। তাদের সংকল্প—কেউ আসবে না।"

ধনঞ্জয় বাবুর পা দুটি জড়াইয়া কান্নার বেগ চাপিতে চাপিতে সোণালি বলিল "আপনার পায়ে পড়ি বাবা, তাঁদের নিয়ে আসুন।

আমাকে এ বাড়ীতে আর রাখবেন না। মহামায়ার চরণে ফুল চন্দন প'ড়বে না—ভোগ হবেনা—এত বড় অধর্ম্ম আমি সহিতে পারবো না কখনও, আমাকে সরিয়ে দিন বাবা। আমি এ অধিকার চাই'নি, তবুও আপনি কেন তা দিতে গেলেন; কেন নিজে নিজের সর্ব্বনাশ ডেকে আনলেন? আমার মত অপয়া অলক্ষ্মীকে কি ভেবে ঘরে তুললেন?—কেন?"

"সর্ব্বনাশ ডাকিনি মা, মঙ্গলকে বরণ করে নিয়েছি। অলক্ষ্মীকে ঘরে তুলিনি পাগলি, আমার ঘরের লক্ষ্মীকে তার নিজের ঘরে প্রতিষ্ঠা ক'রেছি। কান্না কিসের? বুড়োকে তুই কাঁচা বুদ্ধি ব'লে ঠাট্টা করলি? দাঁড়া এই বারে দেখাচ্ছি তার বুদ্ধির পাকা দিকটা। কান্না রেখে পূজোর দালানটা পরিষ্কার ক'রে নাও গে মা! আর মায়ের ভোগ যা যা তৈরী হবে—সমস্ত যোগাড় করগে। আমি এলুম ব'লে।"

"সে কি বাবা? পূজোর দালান আমি কি ক'রে—"

"সব কাজ তোমার মা, সব তোমার। যারা করে, তাদের দিয়ে জেনে শুনে আর আমি করাতে পারবোনা। যাও মা, মহামায়ার এই-ই ইচ্ছা—সব তোমাকেই ক'রতে হবে।"

হাত মুখ না ধুইয়াই চটিজুতা পায়ে দিয়া ধনঞ্জয় বাবু বাড়ীর বাহির হইলেন।

* * * *

গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সিদ্ধেশ্বর ন্যায়রত্নের বাড়ী। এ তল্লাটে তাঁহার ন্যায় পাণ্ডিত্যও কাহারও নাই, তাঁহার মত আভিজাত্যের অত্যধিক গর্ব্ব দেখাইতেও কেহ জানে না। জমীদার বাড়ীর পূর্ব্বপুরুষের আমলকার কুলপুরোহিত তিনি।

সোণালির ভোগমন্দিরে যাওয়ার কথা শুনিয়া এবং সন্ধিপূজার

জন্য দেবীর নৈবেদ্য সাজাইতে দেখিয়া, তিনি মহানবমী পূজা করিতে জমীদারবাড়ী যাইবার সংকল্প ত্যাগ করিয়া গৃহদাওয়ায় বসিয়া চিন্তিত মনে ধূমপান করিতেছিলেন।

অন্তরে অন্তরে বর্ত্তমান ধার্ম্মিক জমীদারের সহসা মতিচ্ছন্নের কারণ ভাবিয়া আপন মনে আপনি, অন্যের অজ্ঞাতে নানা কথাই বলা কওয়া হইতেছিল। এমনি সময় স্বয়ং জমীদারকেই তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণে সমাগত দেখিয়া হাতের হুঁকাটি দেওয়াল ঠেস্ করিয়া রাখিয়া "আসুন আসুন" বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ছোট পুত্রটির দেওয়া আসন খানি সরাইয়া মাটিতেই বাঁশের খুঁটিটা হেলান দিয়া বসিয়া ধনঞ্জয় বাবু বলিলেন "সকালে এ দিকেই এসেছিলুম, যদু, হরি আর আপনাদের কাপড় চোপড় গুলো কালকের কাজের ভিড়ে দেওয়া হয়নি, তাই ভাবলুম— যাচ্ছি ত এই দিকেই—ছেলেদেরকে নিজের পাতে পরিয়ে দিয়ে যাই। চাকরটা এল ব'লে। আয়রে—যদু ও হরি! আয়—জুতো জামা নিবিনে? কইরে ভবানী—লাল দামা, লাল তাপল? আয়! নিবিনে?"

ভৃত্য প্রকাণ্ড একটা মোট দাওয়ায় নামাইতেই ধনঞ্জয় বাবু খুলিয়া ভাল ভাল দামী জামা, কাপড় জুতা বাহির করিয়া ছেলেদের পরাইতে বসিলেন।

"বছর বছর সপ্তমীর দিনেই ছেলেদেরকে যা হয় ক'রে দিই ত, কিন্তু এবারে অনাথের আসতে একদিন দেরি হ'য়ে যাওয়াতে, আর রাস্তার দুর্ঘটনার কথা ত জানেনই সেইজন্যে সব নষ্ট হ'য়ে গেল কিনা! তাই কালই বিকেলে অনাথকে সহরে পাঠিয়ে ছিলুম। ওরে—তোর দিদিরা কোথা হরি?"

ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিলেন "তারা দুটিতেই এবার শ্বশুরবাড়ী আছে। এবারে আর আনা হয়নি। যে দিন কাল প'ড়েছে—খরচ পত্তর—"

"এই নে, হরি! এই গুলো তোর দিদিদের পাঠিয়ে দিস্। আর বউঠাক্রুণের—তোর মায়ের বুঝলি! এই গরদের শাড়ী আর এই আটপৌরে দুজোড়া সুতোর—"

"এত সব কেন কিনেছেন! অন্য বারের চেয়ে যে খুব বেশী বেশী।"

"সোণালি মা কিছুতে ছাড়লে না কিনা! বলে—ব্রাহ্মণ কলিযুগের সাক্ষাৎ নারায়ণ, তাঁদের তুষ্ট না ক'র্‌লে সব কাজই পণ্ড হ'য়ে যাবে। সত্যি ন্যায়রত্নমশায় মায়ের দেবতা ব্রাহ্মণে যে কত ভক্তি—"

"সে কি আর আমি জানিনে—কাল তার নৈবেদ্য সাজানো দেখে আমারই তাক্ লেগে গেছলো। এ বাড়ীর মেয়েরাও বোধহয় অমন শুদ্ধ হ'য়ে আর অমন ভক্তি ক'রে ঠাকুর দেবতার কাজ ক'র্‌তে পারবেনা।"

"হাঁ! আর এই একশো টাকার নোট আছে—এটা সোণালি নিজে হাতে দিয়েছে—আপনার গৃহদেবতা জনার্দ্দনের পূজোর খরচা ব'লে। বউঠাক্রুণ বুঝি ও বাড়ীতেই গেছেন!

হাঁ—তা ত যাবেনই—আজ আবার মহানবমী। মায়ের ভোগটা সকাল সকাল না তৈরী ক'রে দিয়ে ত জলটুকুও গলায় দেবেন না!"

"না সে এখনও যায়নি বুঝি—যদো! তোর মা বাবুদের বাড়ীতে—"

"তুমি যে বারণ ক'রলে বাবা, তাইত—"

"চোপ্ হতভাগাছেলে, বারণ করলুম না স্নান আহ্নিকটা বাড়ীতে সেরে যেতে বললুম?" ধনঞ্জয় বাবুর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন "কাল উপবাস গেছে কিনা—"

"সেত বটেই। তা হ'লে আর দেরি কেন? ওখানেই না হয়—"

"এইযে এক্ষুনি যাচ্ছে। ওগো! একটু তাড়াতাড়ি ক'রে নাও! আমিও স্নানটা সেরে নিই আজ আবার অনেক কাজ।"

"হাঁ তাহ'লে তাই আসবেন। ও ছেলেটী কে ন্যায়রত্ন মশায়—নন্দ ভট্টাচার্য্যির—"

"হা তারই ছেলে।"

"খোকা এদিকে এস ত বাবা! এই গুলো তোমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাও ত। আর এই তোমার জুতো জামা কাপড় প'রে নাও! টাকা নিয়ে যেতে পারবে বাবা?—হুঁ—বাহাদুর ছেলে—নাও ত বাবা এই নোটখানা, তোমার বাবাকে ব'লো সোণালিদিদি প্রণামী দিয়েছেন, বুঝ্লে?—বাঃ লক্ষ্মীছেলে।

"তা হ'লে আমি উঠি ন্যায়রত্ন মশায়! আপনারা আসুন। পূজোর দালান টালান গুলো সোণালিমাকে সব পরিষ্কার ক'রে রাখতে ব'লে এসেছি—সবই তৈরী হ'য়ে থাকবে।"

"বেশ ক'রেছেন। কুমারীর হাতের আয়োজনেইত ঈশানঘরণী মা মহামায়া আমার বেশী তুষ্ট হন।"

ঊনবিংশ

পরদিন বিজয়া দশমীর সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ার পর সকলে স্নেহ প্রীতি সম্ভাষণ সমাপনান্তে জমীদার বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় বসিয়া একটি জটিল বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন।

সিদ্ধেশ্বর ন্যায়রত্ন, নন্দরাম ভট্টাচার্য্য এবং আরও অনেক ধার্ম্মিক স্বনামখ্যাত পণ্ডিত এবং সমাজের মাথা মুরুব্বীর দল এই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন।

আলোচ্য বিষয়—অনাথ ও সোণালির বিবাহ।

ধনঞ্জয় বাবু অনেক আগেই এই দুটি তরুণ প্রাণ এক যোগে গাঁথিয়া তাঁহার পুণ্যভবনে বহুকালের পূর্ণতা ফিরাইয়া মধুর হাসি ফুটাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, আজ সেই কথাটাই সভার মাঝখানে উত্থাপন করাতে নানা বিষয়ে তর্ক যুক্তি চলিতেছিল।

ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রভৃতি সকলেই একযোগে সায় দিলেন এ অশাস্ত্রীয় ব্যাপার হিন্দুসমাজে থাকিয়া কিছুতেই চালানো যায় না। ধনঞ্জয় বাবু পবিত্র ক্রিয়ানিষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইয়া কেন যে এরূপ অধর্ম্ম আচরণ করিতে বসিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। শাস্ত্রের ব্যবস্থা লইয়া কাজ করিতে গেলে—ইহা সর্ব্ববিষয়ে অসিদ্ধ এবং হিন্দুমতে এ বিবাহ সর্ব্ববাদীমতে অতিশয় অসঙ্গত।

ধনঞ্জয় বাবু বলিলেন "আমাদের প্রচলিত শাস্ত্রের দিকথেকে ধরতে গেলে, হয়ত এ বিবাহ সর্ব্ববাদীসম্মত নাও হ'তে পারে। কিন্তু অতি প্রাচীন যুগের শাস্ত্রে এমন ঘটনা নিতান্ত বিরল নয়। ধর্ম্মের দিকে অদৃষ্ট রেখে, সর্ব্বোপরি এই তরুণ কোমল প্রাণ দুটির ভবিষ্যৎ ছবি

কল্পনায় এঁকে, যদি আপনারা ব্যবস্থা দিতেন, তাহ'লে কখনো অশাস্ত্রীয় ব'লে আমার এই সুন্দর যুক্তিকে উড়িয়ে দিতে পারতেন না। এতে হিন্দুসমাজ উচ্ছন্নে যায় না—ন্যায়রত্নমশায়, তার গৌরব বাড়ে। পঙ্গু, বধির, ধ্বংসোন্মুখ অন্ধ সমাজটা উন্নতির আলো দেখতে পায়। তাছাড়া আমার মতে শুধু নয় আপনাদের শাস্ত্রকারদের মত নিজেও সব কথা ভাল ক'রেই বুঝতে পারবেন।

"সোণালি ব্রাহ্মণ কন্যা—পবিত্র সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের ঔরসে সোণালির বাবার জন্ম হ'য়েছিল। পিতার ব্যভিচারে কন্যার কি দোষ? সে তার নিজের কর্ম্মের জন্য হাজারবার দায়ী হ'তে পারে, কিন্তু জন্মের জন্য তার কোনখানটায় কেমন ক'রে কি দায়ীত্ব থাকতে পারে—দয়া ক'রে সেই কথাটা বুঝিয়ে বলুন ত আমাকে? প্রাচীন মুনি ঋষিদের ভেতরেও কি এমন ব্যাপার ঘটেনি কখনো ব'লতে চান? আপনারা বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, শাস্ত্রব্যবসায়ী, কিন্তু শাস্ত্রের সব কথা না ভেবেই বিধি দিয়ে পবিত্র সনাতন ধর্ম্মটার অপমান ক'রতে চাচ্ছেন শুধু।"

ন্যায়রত্নমহাশয় তর্ক করিবার মত কোন কথাই খুঁজিয়া না পাইয়া বলিলেন "প্রাচীন যুগের কথা ছেড়ে দিন ধনঞ্জয়বাবু। মুনি ঋষিদের দোহাই দিচ্ছেন তাঁরা কি মানুষ ছিলেন? তাঁরা এক গণ্ডূষে ভাগিরথী নিঃশেষে পান ক'রতেন, এক কথায় ভগবানকে মর্ত্ত্যে টেনে আনতে পারতেন। একালে কে কবে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারে?"

"যখন যে হাওয়া বয় তখন তাতেই গা ঢেলে দিতে—দিতে হয়। যা চ'লছে তাকেই চালাতে হবে। আপনি কিছু বুদ্ধ শঙ্করাচার্য্য নন যে নিজের ইচ্ছেয় একটা নতুন ধর্ম্মমত তৈরী ক'রে যাবেন।"

"এই দেখুন ন্যায়রত্নমশাই, আপনি উল্টো পথে চ'লতে সুরু করলেন। আমি এখানে বুদ্ধ শঙ্করাচার্য্যের কথা বলছিনে, আমি এইটুকু জানাচ্ছি

যে আমাদের দেশে একদিন যা শাস্ত্রমত ব'লেই লোকে মেনে চ'লত, আজও কেন তা চ'লবেনা। যা সুপ্ত, ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় আবার তাকে জাগিয়ে তুলতে দোষ কি? হাওয়ার কথা ব'লছেন—কিন্তু একই দিকের এক ঘেয়ে হাওয়ায় গা ঢেলে লোক কতক্ষণ থাকতে পারে বলুন ত? যা চ'লছে তা চ'লতে চ'লতে কখনও কি থামবেনা ভাবেন? অক্লান্ত এক ঘেয়ে জীবনে কটা প্রাণী জগতে বাস ক'রতে পারে? কিন্তু থাক্ সে সব কথা। আমার বক্তব্যটা আপনাদের পাঁচজনের পায়ে নিবেদন ক'রে আমি দোষে খালাস।

"আপনাদের মতে, ভাল হোক মন্দ হোক—আমাকে ধর্ম্মের দিক দিয়ে এবং কতকটা স্নেহের অনুযোগেও এই বিবাহ দিতেই হবে। কিছুতে কোন রকমেই মত বদলাবার উপায় নেই আমার। এই যে দুটি উৎসাহী প্রাণকে অকালে উদ্যমহীন ক'রতে চাচ্ছেন আপনারা, জানেন কি আমাদের দীনা জন্মভূমি এদের কাছে কত আশা করে? ভেবেছেন কি একটিবারও এই পঙ্কিল আবর্জ্জনাময় হৃতসর্ব্বস্ব সমাজ আমাদের কত ভরসা ক'রে আছে তাদের মুখ দুটির পানে চেয়ে?"

"দেখুন ধনঞ্জয়বাবু, আপনি জমীদার—রাজা। বর্ত্তমান যুগের যশঃ মান খ্যাতির কোনখানে কিছুরই অভাব নেই আপনার। সমাজ ব'লতে আমাদের যা, তারও মাথা মুরব্বী এক কথায় আপনিই। যে রক্ষক, সেইই যদি ভক্ষক হ'য়ে দাঁড়ায় তাহ'লে ফল যা হয় সেত আপনারও অজ্ঞাত নেই। যা বুঝবেন—ক'রবেন, তবে বুড়োবয়সে এত শাস্ত্র ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে শেষ কালটায় পাপ ক'রে যেতে পারবোনাত ধনঞ্জয়বাবু! পরকালেওত জবাবটা দিতে হবে?"

"ঠিক জবাব দেওয়া হবেনা ন্যায়রত্নমশাই ভগবান অন্তর্য্যামী, সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বত্রগামী। তিনি মানুষের বুকের অবস্থাটাও জানেন

এবং তার কার্য্যাকার্য্যটাও বিচার ক'রে দেখেন। ইহকালের জবাবটা আগে দিয়ে তারপর পরকালের ভাবনা ভাববেন।

"আপনাদের সমাজের রক্ষক হ'য়ে আমি তাকে রক্ষা ক'রতেই প্রাণ পণ চেষ্টা ক'রছি। ভক্ষক হ'লে এতদিন এর অস্তিত্বও থাকত না। আর আজ এই অধোগামী সমাজকে তুলে নিতে, আপনাদের মত পূজনীয় গুরুতুল্য ব্যক্তিদের সঙ্গে এতগুলি অযথা কটুতর্কের সমালোচনা করতেও হ'ত না।"

"যা ভাল বোঝেন করুন, তবে আমরা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে থাকবার চেষ্টা ক'রবো।"

"আমার দুর্ভাগ্য। বেশ তাই ক'রবেন। বড়ই দুঃখের কথা যে, এর জন্যে অনেক অপ্রিয় কাজ ক'রতে হবে আমাকে। হয়ত কাশী থেকে পণ্ডিত আনাতে হবে, নবদ্বীপের বিধি আনাতে হবে, প্রচলিত মিথ্যা মৌখিক নিয়মটা কাটিয়ে নিতে টাকা পয়সাও বড় কম খরচ হবেনা।

"ন্যায়রত্নমহাশয়, আমিও ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র কণ্ঠস্থ বেদ মুখস্থ না থাকলেও পূর্ব্ব পুরুষের আশীর্ব্বাদে একটু আধটু বুঝি সবই। প্রাণে প্রাণে মিলন—প্রকৃত স্নেহ ভালবাসার টান যেখানে—সেখানে কোন বাধাই সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। শাস্ত্রীর মত? প্রচলিত বিধি? সেত আজকাল পণ্যদ্রব্যের মতই বাজারে বিক্রী হচ্ছে ন্যায়রত্নমশাই। পয়সা দিলে আপনারা না দেন, কত ব্যাস কালিদাস এসে বিধি দিয়ে যাবেন। সেবারে ক'লকাতায় কি একটা থিয়েটারে দেখেছিলুম—বিলাসী যুবা; পিতৃবিয়োগের পর, পুরোহিতের মত নিয়ে ডিম ভাতে দিয়ে হবিষ্য ক'রেছিল। কাল কোঁকড়ান স্থন্দর চুল গুলোর মায়া কাটাতে না পেরে কিছু টাকা মূল্য ধ'রে দিয়ে নিজের মাথার চুল গুলোই

পুরোহিত মশায়ের কাছ থেকে কিনে নিয়ে ছিল, মাথাটা আর নেড়া ক'রতে হয়নি। ছিঃ ন্যায়রত্ন মশাই, এই কি শাস্ত্রীয় বিধি? এইটাই কি সনাতন সমাজের কড়া আইন? কিন্তু—আরনা—থাক্ সে সব কথা। এখন যোড় হাত ক'রে আপনাদের কাছে আমি মাপ চাচ্ছি। আগামী কোজাগরী পূর্ণিমায় আমায় ভাবী পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ ক'রতে, দয়া ক'রে এবাড়ীতে পায়ের ধূলো দেবেন। এ অধীন যত দিন বেঁচে থাকবে, আপনাদের উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে কোন দিনই তার ত্রুটি হবে না জানবেন।"

বিংশ

সকাল বেলায় রূপনগর হইতে সলিলের বিজয়ার আশীর্ব্বাদি পত্র পাইয়া সোণালি দেশের সমস্ত ব্যাপারই জানিতে এবং বুঝিতে পারিল।

তাহার পুণ্যময় পিতৃপিতামহের ভিটায় আবার তেমনি করিয়া তাহারই জন্য ঘর বাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে। হৃত সম্পত্তি ফিরিয়া আসিয়াছে—তাহার পিতার আমলে যেমন ছিল আবার তেমনই হইয়াছে। আর সেখানে দামুর অত্যাচারের ভয় নাই, মধুমুদীর কটু ভাষার আতঙ্ক নাই, চারিপার্শ্বে মুকুন্দদাসের কূট চক্রান্তের জাল বিছানো নাই। পূর্ব্বের সব ফিরিয়া আসিয়াছে—সব আছে, নাই কেবল সেই দুইজন—যাঁদের পাইলে, এই মর্ম্ম পীড়িত তাপদগ্ধ জীবনটায় শান্তির বাতাস বহিতে পারিত! আহা! তাহার পুণ্যাত্মা—স্নেহশীল পিতামাতা!

কৈশোর যৌবনের মাঝামাঝিতে জন্মভূমির শান্তশীতল কোল হইতে মায়ের হাত ধরিয়া যেদিন সে অভিশপ্ত জীবনটাকে সম্পূর্ণ এক অজানা দেশের দিকে টানিয়া আনিয়াছিল, আজ কেবল সেই কথাই মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

আজ যে জন্মভূমি তার দুবাহু বাড়াইয়া 'স্নেহের কোলে আয়! ওরে আয়! আয়!! বুকের ধন বুকে ফিরে আয়!!!' বলিয়া কোন দূরদেশ হইতে আহ্বান করিতেছে—এতদূরে থাকিয়াও সে ডাক কি কাণের কাছে সুস্পষ্ট শুনিতে এতটুকুও বিলম্ব হয়! কিন্তু মা নাই! দুঃখিনী জননী তার দুঃখ সহিয়া সহিয়া শেষ জীবনে বড় অশান্তিতেই চলিয়া গিয়াছেন।

তার পর জীবন মধ্যাহ্নে কিসের অজানা মন্ত্রে কোন্ সে দূর দিগন্ত হইতে কি এক অপূর্ব্ব উন্মাদনায় মোহন বাঁশীর মোহন সুর বাজিয়া উঠিলরে! নব বসন্ত-সমাগমে নবীন কিসলয় ডালে কি স্নিগ্ধশান্ত মলয় হাওয়া ছড়াইয়া পড়িলরে! স্বর্ণকমলিনী দিনমণির চরণ চুমিতে, কোন যাদুকরের পুলক সোহাগ স্পর্শনে—ওরে কি জানি কেমন করিয়া নমিত হইলরে!

তারপর মোহমদিরায় মত্ত ঢুলু ঢুলু নয়ন পল্লব আপনি ঢলিয়া পড়িল, তন্দ্রা—আবেশে মধুরবেশে দেহ মন আচ্ছন্ন করিয়া দিল, স্বপন অসহ সুখের গান গাহিয়া গাহিয়া শতধারায় অমিয় বর্ষণ করিল—কিন্তু তারপরে?

* * * *

গত দুইদিন হইতে চেনা অচেনা সকলের মুখে-মুখে নিজের কুৎসা আর স্বার্থপরতার কথা শুনিয়া শুনিয়া সোণালির আর ধৈর্য্য থাকিতে দিলনা। যেখানে যত বাধা—সেই খানেই কি এই সর্ব্ববিষয়ে ভিখারী

ভালবাসা ছুটিয়া ধাইয়া যায়! সকলে এককথায় দশকথা যোগ করিয়া তাহারই সম্মুখে বলে—এ অশুভ বিবাহে কোন শুভফল ফলিবেনা। শুধু নিমিত্তের ভাগী হইয়া আজীবন তাহাকেই জলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইবে। একজনে আর একজনকে সুখী করিতে গিয়া দুজনেই স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিবে। দুজনের জীবনের মাঝখানে, ভবিষ্যতের আশা ভরসা স্থল হইয়া যে নবীন অতিথিগুলি আসিবে, মা বাপের প্রবল অন্ধ স্বার্থপরতায় তাহাদের পরিণাম ঘোরতর শোচনীয় হইয়া এই প্রকাণ্ড জনসমাজে, তাহাদিগকে অতি হীনপরিচয়ে পরিচিত করিয়া দিবে। দেশবিখ্যাত স্বনামজন্য জমীদারের অকলঙ্ক কুলে কলঙ্ক স্পর্শিবে।

স্নেহান্ধ অবুঝ জমীদার আজ প্রগাঢ় তৃপ্তিতে এই বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করিয়া যাইতেছেন, হলাহলে ভরা-ফল ফলিবার দিনে, আর ত তিনি ফিরিয়া দেখিতে আসিবেন না!

সোণালি ভাবিল। সোণালি কাঁদিল। তারপর অনেক কষ্টে নিজের মনে নিজে সংকল্প আপনি আঁটিয়া লইল—

তবে আর কেন? নারীজন্ম লইয়া সহ্য করিতে শিখিতে হইবে। যুগ যুগান্ত হইতে নারীই ধরিত্রীর মত ধৈর্য্যশীলা যে। কিন্তু বাঞ্ছিতের কষ্ট হইবে, বুঝিবা সে উৎসাহী দেবোপম সরল সুন্দরের বুকে বড় গভীর শেলাঘাতই হইবে। কিন্তু উপায় নাই—উপায় নাই! বংশ, কুল, মান, মর্য্যাদা! জন্ম জন্ম অক্ষয়, অমর, অটুট হইয়া থাক তোমরা। সমাজ! তুমি চিরকাল—লক্ষ লক্ষযুগ—যতকাল বাঁচিতে পার, এমনি ভাবে অক্ষত দেহে আপনাকে রক্ষা কর। সবারই সব থাকুক—শুধু উপায় নাই পথ নাই—অন্ধ এই প্রণয়ী যুগলদের! তারা পথ চেনেনা, তারা চলিতেও জানেনা, তাই কাঁটাবনে পড়িয়া সর্ব্বাঙ্গ তাহাদের ক্ষতবিক্ষত

হইয়া যাক, কিম্বা গভীর জলতলে মিশিয়া তাহাদের আশা কল্পনাময় রঙীন জীবনের চির অবসান হোক!

* * * *

* * * *

সারা বাড়ীখানি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও অনাথ সোণালিকে দেখিতে না পাইয়া, খিড়্কীর দিকের দরজা দিয়া ফুলবাগানে প্রবেশ করিতেই দেখিল কামিনীর ঝোপের পাশে উঁচু রকটার উপর গালে হাতদিয়া সোণালি একমনে কি ভাবিতেছে।

রাত্রিকাল হইলেও পূর্ণিমা—দিকে দিকে জ্যোৎস্না প্লাবিত।

পাশটিতে দাঁড়াইয়া কামিনী গাছটিতে নাড়াদিতেই একরাশ শিথিল ছিন্ন পাপড়ী দুজনের গায়ে মাথায় ছড়াইয়া পড়িল বিস্মিতা সোণালি ফিরিয়া চাহিতেই তাহার মনে পড়িয়া গেল—

"আমার মনের কামিনী পাপড়ী
সহেনি ভ্রমর চরণভার।"

অনাথ জিজ্ঞাসা করিল "কি ভাবছ সোণা, একলাটি ব'সে? চল, আজ যে কোজাগরী পূর্ণিমা, আমাদের আশীর্ব্বাদ করবার জন্য সবাই ব'সে র'য়েছেন যে?"

অনাথের ডানহাতটি ধরিয়া তাহার নামাঙ্কিত হীরক বসানো অঙ্গুরীটি খুলিয়া নিজের আঙ্গুলে পরিতে পরিতে সোণালি বলিল "আশীর্ব্বাদ! কিন্তু সে আশীর্ব্বাদের আর ত দরকার নেই! আমি শুধু তোমার আশীর্ব্বাদ চাই।"

অনাথের দুটিহাত আপন হাতে টানিয়া বলিল "বল তুমি আবার আশীর্ব্বাদ ক'রলে? একদিন বলেছিলে মনে আছে?"

তাহার অবিন্যস্ত এলোচুলের ফাঁকে ফাঁকে জড়াইয়া যাওয়া ছিন্ন

কামিনী পাপড়ীগুলি সরাইয়া দিতে দিতে অনাথ বলিল "একথা এখন মনে এল কেন? আমার আশীর্ব্বাদ আজত নতুন করে ক'রতে হবেনা সোণা।"

"তা জানি আমি। তবু ব'লছি—কেন একথা মনে এল শুনবে? আজ তার সময় হ'য়েছে ব'লে।"

"কিসের সময়?"

হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে গভীর ব্যথায় ভরা করুণ গীতের মুর্চ্ছনার মত অনাথের কাণে সোণালির কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগল—

"কিসের সময় শুনবে? আমাদের এই বাইরের বাঁধন ছিঁড়বার। এইবার আমাকে বিদায় দাও, আর ধরে রেখে, নিজে পুড়ে আমাকেও পুড়িওনা। জন্মকাঙ্গালিনীকে রাণী করেছিলে, হীনাদীনা অভাগিনীকে সুখের শান্তসাগরে সোনার তরী বেয়ে বেয়ে ভাসিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছিলে। আশার রঙীন পালে চালিত তরী তোমার ঢেউএ ঢেউএ নৃত্য তুলে, ধীর সমীরে ভেসে চ'লেছিল—কিন্তু আরনা—এইবার সময় হ'য়েছে—বাঁধন ছিঁড়তে হবে। ওগো! আজ এই সুখসিন্ধুর রত্ন ছড়ানো উপকূল থেকে ফিরে যাবার সময়—একটিবার তুমি বল—আমাকে সত্যিকার ভালবাসো কিনা?"

"পাগল হয়োনা সোণা, চলো ঘরে যাই।"

"ঘরে যাব? কিন্তু আরত এমনি ক'রে তোমার হাত দুটি আমার হাত দুটিতে জড়িয়ে ঘরে ফিরতে পারবো না। আমায় আশীর্ব্বাদ কর—যেন এজন্মের পাপরাশি কাটিয়ে দিয়ে পরের জন্মে এমনি ক'রে তোমাকে পাই। ওগো! যেমন করে তোমার মনে প্রাণে পেয়েছিলুম—তেমনি ক'রে পেতে পর্ব্বতের মতন বাধা সামনে থাকলেও তা এড়িয়ে তোমার চরণে মিসে যেতে পারতুম। কিন্তু তাত হ'লনা। শুধু তোমায় বড়

ভালবাসি ব'লে এ জন্মকার লোভ সাম্‌লে দীর্ঘ প্রতীক্ষায় থাক্‌তে হ'ল যে।

"তুমিত সবই বুঝতে পার, জান্‌তে পারত তুমি কি বাধা কি অযথা লোকনিন্দা আমাদের জীবনের ওপর ছড়িয়ে প'ড়েছে। সবই ত একটি একটি ক'রে টের পাচ্ছ, তবে কেন আর এ আকুল-আহ্বান? আমাকে আজ এই মহামিলনের রাতে বুকের ভেতর পুরে রাখো, বাহিরটার দিকে আর চেয়োনা। এইবার বল সত্যিকার ভালবাসো কিনা?"

"বাবা যে আকুলবুকে স্নেহের আশীর্ব্বাদ নিয়ে তোমায় ডেকেছেন সোণা, তাঁকে কি ব'লে বোঝাবে আজ? তিনি যে আমাদের সুখ দেখতে কোন দিকে কোন ক্রুটি রাখেননি। সমাজের ভয় ক'রছ? মিথ্যা তার চোকরাঙানী। লোকনিন্দা—তাতে কি এসে যাবে আমাদের? চলো রাণী ঘরে চলো, আঁধার ঘরে আলো জ্বাল্‌তে হবে যে—"

"জ্বালবো আলো, কিন্তু আজ নয়, আর একদিন, যেদিন বুকে-মুখে একাকার ক'রে তোমায় খুঁজে পাব, ভবিষ্যতের দারুণ আশঙ্কা এড়িয়ে যেদিন সবাইকার সাম্‌নে উঁচুমাথায় পাশাপাশি দাঁড়াতে পারবো, সেইদিন আলো জ্বালবো। আজ ত পেয়েও পেলুম না কিছু ওগো! আমাকে সকলদিকে রিক্তা করে নিজের ঘরে তুলতে চেয়োনা তুমি। বাবাকে আমি বুঝিয়ে ব'লব, তাঁর পায়েধরে কেঁদে ছুটি নেব। কিন্তু তুমি কেঁদনা। অভাগিনীকে এত ভালবেসেছিলে যদি তবে—তার মনের কথা ভেবে নিজে সুখী হবার চেষ্টা ক'রো।"

"সোণা—সোণা আমার!"

"এমনি ক'রে আর এ কদিন যেন এই ডাক শুনিতে পাই। আমার আজন্মকার স্মৃতিজড়ানে ক্ষুদ্র দীন জন্মপল্লীর স্নেহ করুণ আহ্বান শুন্‌তে

পেয়েছি, তোমার নাম জপমালা ক'রে, সেথানেই আমার কুমারী জীবনে সধবার সাধ মিটিয়ে, দেশের নিরন্ন দুঃখী ভাই বোনদের গলাগলি ক'রে নিয়ে এ দীর্ঘজীবন কাটিয়ে দেব। বুকে তোমার মধুর সুন্দর অনুপম এই রূপের আলো—শুধু এ জন্ম নয় জন্ম জন্ম ধরে যেন জ্বালিয়ে রাখতে পারি, আজ শুধু এই আশীর্ব্বাদ কর আমায়। অবলার জাত মনের বেগ সামলাতে না পেরে অনেক কথা ব'লে যাচ্ছি—দুঃখ করোনা। সুখী হ'য়ো। আমার বুকভরা ভালবাসা স্মরণ ক'রে—নিজেকে সুখী করবার চেষ্টা ক'রো। তারপর এইব্যর্থ জীবনটাকে কাটিয়ে যখন অন্তিমের দুয়ারে টেনে আনবো, তখন এমনি আজকার রাতের মতন—এমনি আদর সোহাগ ভরা—'আমার সোণা' ব'লে তোমার অভাগিনী জন্মকাঙালিনী সোণাকে একটিবার কোলে তুলে নিয়ো। আমি যেন গর্ব্বকরে স্বার্থপর জগৎকে জানিয়ে যেতে পারি—আমি জন্ম জন্ম তোমার—জীবনে মরণে—তোমার—শুধু তোমারই আমি—তোমার।"

শেষ

গ্রন্থকার প্রণীত

১। "শিথিল-কবরী"

অভিনব সামাজিক উপন্যাস।

উমা ও নিখিল নাথের অভাবনীয় অপ্রকাশিত মিলন ও তাহাদের নিঃস্বার্থ পরোপকার, সমাজের দোহাই দিয়া নিরপরাধ কিশোর কিশোরীর সুকোমল হৃদয়ে কঠোর শেলাঘাত, আজীবন স্বামীসৌভাগ্য বঞ্চিতা রেণুকণার ক্ষুদ্র হৃদয়ের মর্ম্মস্পর্শী—বিশাল কাহিনী, পবিত্র বারাণসীধামে অন্তিম শয্যায় শায়িত আত্মীয় পরিত্যক্ত ধীরেশের প্রথম ও শেষ পত্নীসম্ভাষণ, সমাজের লৌহময় হস্তের নিবিড় নিষ্পেষণে অনাঘ্রাত নির্ম্মল কুসুমের শোচনীয় পরিণতি—প্রভৃতি করুণ ঘটনা সম্বলিত সমাজ চিত্র। সুন্দর বাঁধাই সুন্দর ছাপা দাম ১।০ পাঁচ সিকা।

"Shithil Kavari" by Byomkesh Banerjee. Price Rs. 1-4. To be had of Mossrs Gurudas Chatterjee and Sons.

'We are much pleased to go through the book which is a faithful portrait of Hindu Society. the plot is well conceived and the language is quite chaste and elegant. The characters painted by the novelist are life-like. The miseries of Renukana cannot but evoke the pathos of the reader. We wish the author success in the realm of Bengali fiction.

Amrita Bazar Patrika 1st Dec. 1923.

গ্রন্থকার প্রণীত

২। "লক্ষ্মী প্রতিমা"

স্ত্রীপাঠ্য উপন্যাস।

দরিদ্র বঙ্গ গৃহস্থ কন্যার বিবাহসভার সকরুণ দৃশ্য, পরদুঃখ কাতরা বঙ্গ রমণীর অকৃপণ হস্তের নীরব দান, স্বামীপ্রেম বিহ্বলা ক্ষুদ্রা কিশোরীর অদ্ভুত বুদ্ধিচাতুর্য্য, প্রকৃত বন্ধুত্বের মনোজ্ঞ ছবি—একটির পর একটির সমাবেশে "লক্ষ্মীপ্রতিমা"র অপূর্ব্ব প্রতিমাখানি বাস্তবিকই বড় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। বন্ধুর নবপরিণীতা প্রণয়িণীর করকমলে, স্নেহের ভগিনীর হস্তে প্রিয়তমা স্ত্রীর মনোরঞ্জনার্থে—উপহার দিতে ইহার মত সর্ব্বজন প্রসংসিত উপন্যাস আর নাই। সুন্দর বাঁধাই, সুন্দর ছাপা অথচ দাম মাত্র ১।০ পাঁচ সিকা।

"Lakshmi Pratima" By the same Author. Price Re. 1-4 To be had of Messrs. Gurubas Chatterjee and Sons.

It is a nice study on the evil effects of dowry system which reign so predominantly in Hindu Society. At a time when the practice is universally condemned, this author has done well to come out with his views on the topic. It displays nice workmanship.

Aurita Bazar Patrika 1st Dce. 1923.